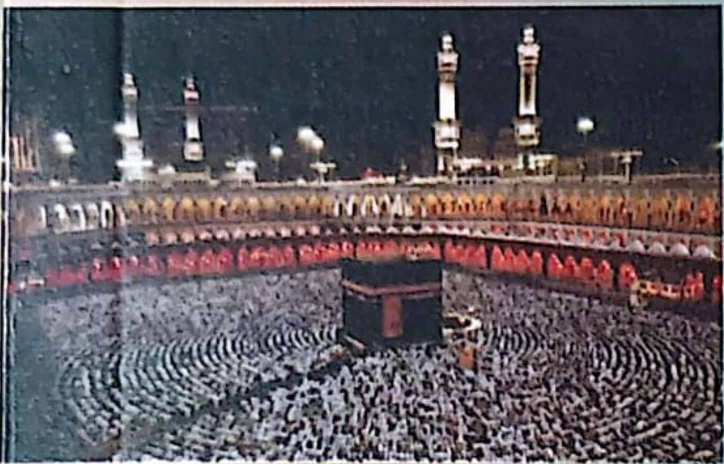

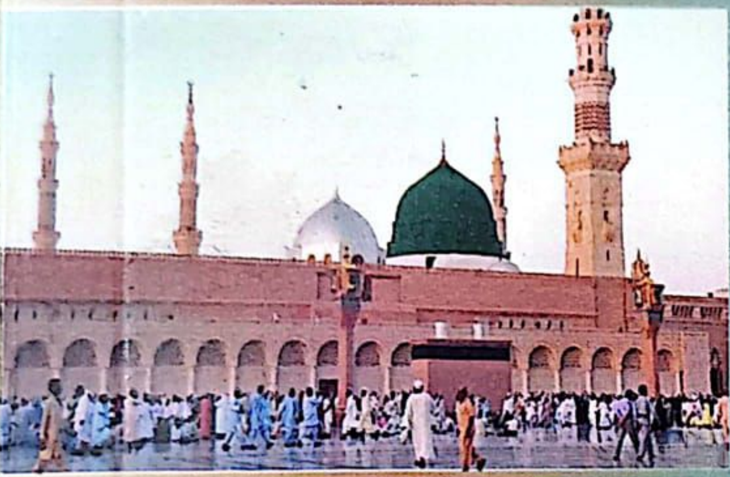

হজ্জে কা'বা ও জিয়ারতে মদীনা

ইসকপ হজ্ব কাফেলা, চট্টগ্রাম

হজ্জ লাইসেন্স নং-৩৮০

ব্যবস্থাপনায় : **ইসকপ ট্যুরস এন্ড ট্রাভেল্‌স, চট্টগ্রাম**

ট্রাভেল্‌স লাইসেন্স নং- TA ১২১

পরিচালনায় : ইসলামী সমাজ কল্যাণ পরিষদ চট্টগ্রাম

তাওয়াফ আদায়ের চিত্র

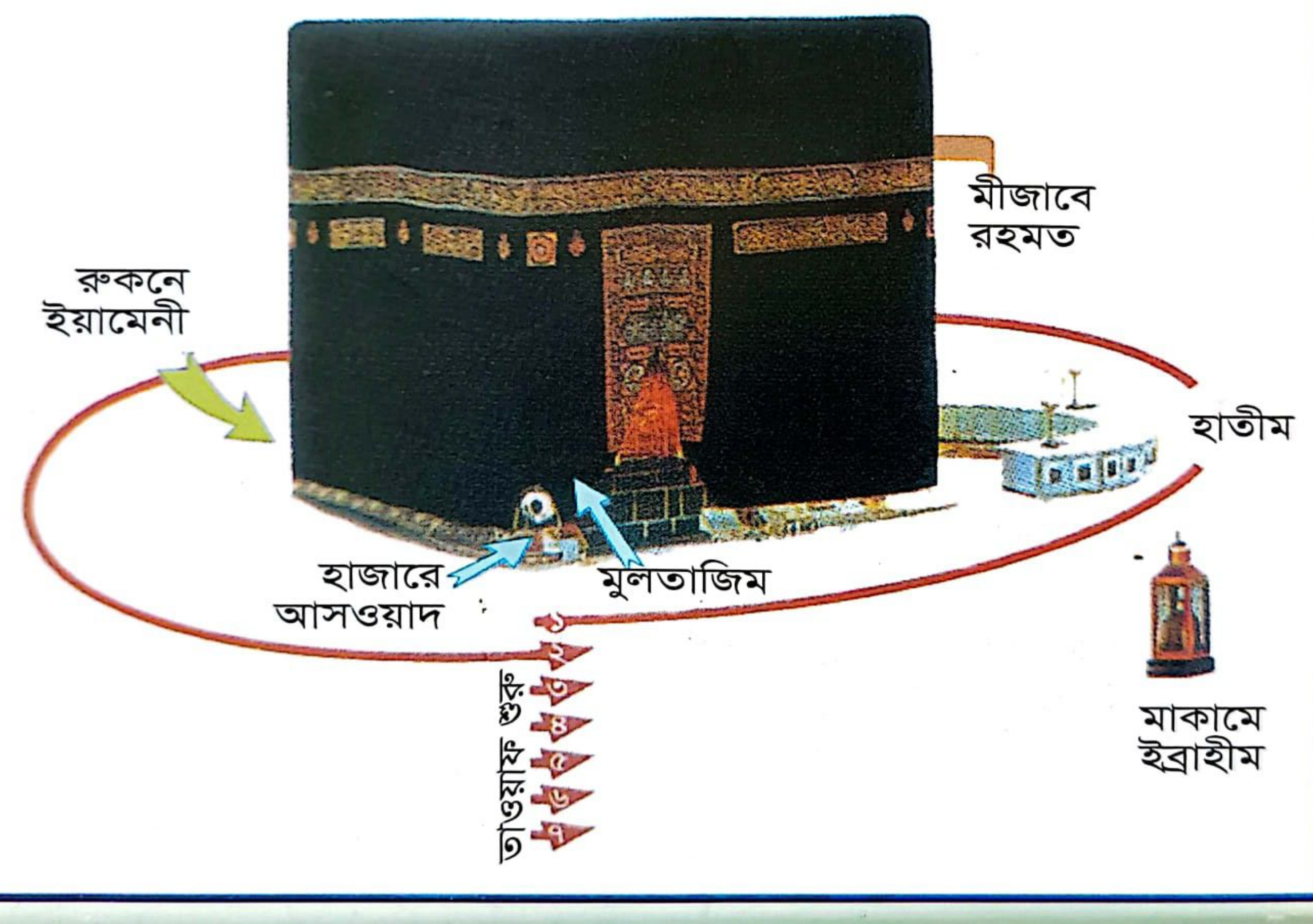

হজ্জে কা'বা ও যিয়ারতে মদীনা

প্রকাশনায়

ইসকপ হজ্জ কাফেলা, চট্টগ্রাম

(সরকার অনুমোদিত হজ্জ লাইসেন্স নং-৩৮০)

ব্যবস্থাপনায়

ইসকপ ট্যুরস এন্ড ট্রাভেলস চট্টগ্রাম

(ট্রাভেল্‌স লাইসেন্স নং- TA ১২১)

৫৪, শাহী জামে মসজিদ মার্কেট (২য় তলা-দক্ষিণ),

আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।

পরিচালনায়

ইসলামী সমাজ কল্যাণ পরিষদ চট্টগ্রাম

৫৪, শাহী জামে মসজিদ মার্কেট (২য় তলা-দক্ষিণ)

আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।

ফোনঃ ০২৩৩৩৩৬০৫৭৫, ০২৩৩৩৩৫৩৩৮২

০১৮৬০-৫২৪৭১৬, ০১৮১৯-৬১৫৭৫৫

তালবিয়্যাহ্

لَبَّيْكَ اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ ـ لَبَّيْكَ لَاشَرِيْكَ

لَكَ لَبَّيْكَ اِنَّ الْحَمْدَ وَ النِّعْمَةَ لَكَ

وَالْمُلْكَ لَاشَرِيْكَ لَكَ ـ

অর্থঃ আমি তোমার ডাকে হাজির, হে আল্লাহ তা'য়ালা! আমি তোমার ডাকে হাজির। আমি তোমার আহ্বানে সাড়া দিয়েছি, তোমার কোন শরীক নেই। আমি তোমার ডাকে হাজির। নিঃসন্দেহে একমাত্র তোমার জন্যে সকল প্রশংসা, সকল নেয়ামত ও সমগ্র বিশ্বের রাজত্ব। তোমার কোন শরীক নেই। (বুখারী ও মুসলিম)

হজ্জে কা'বা ও যিয়ারতে মদীনা

প্রকাশকাল
প্রথম প্রকাশ আগস্ট ২০০২
দ্বিতীয় প্রকাশ ঃ সেপ্টেম্বর ২০০৩
তৃতীয় প্রকাশ ঃ অক্টোবর ২০০৭
চতুর্থ প্রকাশ ঃ মার্চ ২০১০
পঞ্চম প্রকাশ ঃ মার্চ, ২০১৪
ষষ্ঠ প্রকাশ ঃ নভেম্বর, ২০১৮
সপ্তম প্রকাশ ঃ নভেম্বর, ২০২৩

প্রকাশনায়
ইসকপ হজ্জ কাফেলা, চট্টগ্রাম

শব্দ বিন্যাস, অলংকরণ ও মুদ্রণে
মিনার
পেপার প্লাজা, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।
ফোনঃ ০১৭১১-৩০৭৯৬৯

ইসকপ হজ্জ গাইড প্রসংগে পরিষদ সভাপতির পূর্বকথা

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল আ'লামীন। ওয়াস্‌সালাতু ওয়াস্ সালামু আ'লা রাসুলিহীল কারিম, ওয়া আ'লা আলিহী ওয়া আসহাবিহী আজমা'য়িন। ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের অন্যতম একটি হিসেবে পবিত্র হজ্জ অনেক বড় একটি বিষয়। সে হিসেবে হজ্জের উপর দিক নির্দেশিকা সম্বলিত একটি গাইড বুক হজ্জ যাত্রীদের জন্যে বেশ গুরুত্বপূর্ণ। ২০০২ সালে পরিষদ একটি হজ্জ গাইড প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করে। পরিষদ এর তৎকালীন কর্মকর্তা মাওলানা ফারুক আহমদ শাহীন বইটির সংকলন ও সম্পাদনার দায়িত্ব পালন করেন। ২০০৭ সালে তৃতীয় সংস্করণের পূর্বে বইটি আমার দেখার সুযোগ হয়।

বইটি দেখতে গিয়ে মাসয়ালা-মাসায়েলের বিশুদ্ধিগত পরিস্ফুটন, আরবী টেক্সট এর অনুবাদ স্বচ্ছকরণ, ভাষাগত সৌন্দর্য বিধান এবং কিছু মৌলিক সংযোজন ইত্যাদি ক্ষেত্রে হাত না লাগিয়ে পারিনি। উদ্দেশ্য ছিল হজ্জ যাত্রী ভাই বোনদের জন্য বইটিকে অধিকতর সহীহ, সহজ ও পুর্ণাঙ্গ করা। একই উদ্দেশ্যে অত:পর পঞ্চম সংস্করণের সময় এবং এবারের ৬ষ্ঠ সংস্করণের পূর্বেও বইটির উপর আরো কাজ করার সুযোগ আল্লাহ তায়ালা আমাকে দান করেছেন। চেষ্টা

করেছি কলেবর বেশী বড় না করে বইটিকে অধিকতর সহীহ ও নির্ভরযোগ্য করে তোলার। এর জন্য তামাম হামদ্ ও শোকর আদায় করছি মহামহিম আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের।

ইসলামী শরীয়তের মডেল আমাদের প্রিয় নবী (সঃ)। তাঁর জীবনের একটি মাত্র হজ্জ-বিদায় হজ্জে সাহাবাদের (রাঃ) নিয়ে তিনি হজ্জ করেছেন এবং হজ্জের ব্যাপদেশে বিভিন্ন স্থানে নিজে থেকে এর নিয়মাবলীর কথা বর্ণনা করেছেন এবং বারে বারে তার সংগীদের প্রশ্নের মাধ্যমে সবকিছু জেনে নেয়ার জন্য বলেছেন। তাঁর ওফাতের পর তাঁর প্রিয় সাহাবারা (রাঃ) তাঁর দেখানো পদ্ধতিতে হজ্জ সম্পন্ন করেন এবং এর উপর যাবতীয় মাসয়ালা-মাসায়েল বর্ণনা করে হজ্জের সামগ্রিক বিষয়াদি আমাদের নিকট সুস্পষ্ট করেছেন। কিয়ামত পর্যন্ত মুসলিম উম্মাহকে মহানবী (সঃ) এর প্রদর্শিত ও তাঁর সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) এর অনুসৃত পথেই হজ্জের যাবতীয় কাজ আঞ্জাম দিতে হবে। একমাত্র এভাবেই আমাদের হজ্জ হতে পারে সহীহ শুদ্ধ ও মাবরুর হজ্জ। এর বাইরে কারো কোন মনগড়া পন্থা-পদ্ধতি ও নিয়ম-কানুন অনুসরণের আদৌ কোন সুযোগ নেই। এসব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো সামনে রেখেই প্রনীত হয়েছে ইসকপ হজ্জ গাইড।

দ্বীনের খিদমত ও দুঃস্থ মানুষের সেবার মাধ্যমে মহান আল্লাহ্ তা'য়ালার সন্তুষ্টি অর্জনই হচ্ছে, ইসলামী সমাজ কল্যাণ পরিষদের একমাত্র লক্ষ্য। সে একই লক্ষ্যে অন্যান্য

অনেক কাজের পাশাপাশি পরিষদ হজ্জ কাফেলার আয়োজন করেছে। এর বাইরে এ ক্ষেত্রে পরিষদ এর বৈষয়িক কোন বিবেচনা কিংবা অন্য কোন উদ্দেশ্যের লেশমাত্র নেই।

ইসকপ হজ্জ গাইড বইটি হজ্জের উপর একটি বিশুদ্ধ, নির্ভরযোগ্য ও সহজবোধ্য বই। বইটির প্রথম সংকলন, সম্পাদনা ও প্রকাশনা এবং পরবর্তীতে এর সমৃদ্ধিসাধনের ক্ষেত্রে যাঁরা মূল্যবান ভূমিকা রেখেছেন তাঁদের সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। ইতিমধ্যে আমাদের কাফেলায় যাঁরা হজ্জ করেছেন তাঁদের জন্য বইটি বেশ সহায়ক হয়েছে। আমরা তাঁদের সকলকে কাফেলার পক্ষ থেকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আমাদের হজ্জযাত্রী ভাই বোনেরা গাইডটি মনোযোগ সহকারে পড়বেন এবং এর পাশাপাশি সম্ভব হলে এতদসংশ্লিষ্ট আরো লেখাপড়া করে নিজেদের পবিত্র হজ্জ সাধনাকে হজ্জে মাবরুর তথা হজ্জে মকবুল পর্যায়ে উন্নীত করার ক্ষেত্রে যত্নবান হবেন। আল্লাহ্ তা'য়ালা আমাদের সহায় হোন।

অধ্যক্ষ মুহাম্মদ তাহের
সভাপতি
ইসলামী সমাজ কল্যাণ পরিষদ চট্টগ্রাম।

অভিমত

আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল আ'লামীন। ওয়াস্‌সালাতু ওয়াস্ সালামু আ'লা আশরাফুল আম্বিয়ায়ে ওয়াল মুরছালীন, ওয়া আ'লা আলিহী ওয়া আসহাবিহী আজমা'য়িন।

ইসলামী সমাজ কল্যাণ পরিষদ চট্টগ্রাম, প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই সমাজ সেবা ও জনকল্যাণ মূলক বহুমুখী কার্যক্রম আনজাম দিয়ে আস্‌ছে। এর পাশাপাশি ইসলামের অন্যতম ফরজ বিধান পবিত্র হজ্জ পালনে সামর্থবান ও হজ্জে বায়তুল্লাহ্ গমনেচ্ছুদের সহীহভাবে হজ্জ সম্পাদনে সেবা প্রদানের লক্ষ্যে বিগত ১৯৯৭ সাল থেকে পরিষদ নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় একটি হজ্জ কাফেলা প্রেরণ শুরু করে। আল্লাহ্ তা'য়ালার অশেষ মেহেরবানীতে পরিষদের উক্ত হজ্জ কাফেলা এর সুষ্ঠু ও সুন্দর ব্যবস্থাপনার জন্য বর্তমানে সমগ্র বাংলাদেশে সুনাম ও সুখ্যাতি অর্জন করতে সক্ষম হয়। সম্মানিত হজ্জ সম্পাদনকারীদের হজ্জ পালনের ক্ষেত্রে পূর্ব প্রস্তুতিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ নেয়ার সুবিধার্থে পরিষদ নিজস্ব একটি হজ্জ গাইড প্রকাশ করার উদ্যোগ গ্রহণ করে। আর এ উদ্যোগটি বাস্তবায়ন করার জন্যে আমাদের পরিষদ অফিসের তৎকালীন কর্মকর্তা মাওলানা ফারুক আহমদ শাহীন যিনি বইটির সম্পাদনার দায়িত্ব পালন করেন এবং অন্যান্য যাঁরা

এক্ষেত্রে মুল্যবান পরামর্শ ও সহযোগিতা দান করেছেন আমি তাঁদের সকলকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি। গাইডটি আমি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পাঠ করিয়ে শুনি এবং তা আমার বেশ পছন্দ হয়। কারণ এতে ধারাবাহিক ভাবে হজ্জ পালনের উপর সংক্ষিপ্ত বিবরণ এবং একজন হজ্জযাত্রীর ব্যক্তিগত করণীয়সহ গুরুত্বপূর্ণ এমন কতগুলো বিষয় সম্পর্কে সহজ ও সুন্দরভাবে উল্লেখ করা হয়, যা পবিত্র হজ্জ পালনে সহায়ক হবে।

মহান আল্লাহ্ তা'য়ালা আমাদের এ উদ্যোগকে কবুল করুন এবং ইহ ও পরকালে আমাদের সকলকে এর যজায়ে খাইর দান করুন। আমীন।

মাওলানা মুহাম্মদ শামসুদ্দীন (রহঃ)
সাবেক সভাপতি
ইসলামী সমাজ কল্যাণ পরিষদ চট্টগ্রাম।

অভিমত

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ خَلَقَ الْإِنْسَانَ وَاَنْزَلَ الْقُرْاٰنَ وَعَلَّمَهُ الْبَيَانَ ـ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى اَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ ـ

ইসলামী সমাজ কল্যাণ পরিষদ চট্টগ্রাম, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক অনুমোদিত সমাজ সেবামূলক একটি বেসরকারী সংস্থা। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে এ পরিষদ ইসলামের প্রচার, প্রসার, সমাজ সেবা ও সংস্কার, আর্ত-মানবতার বিভিন্ন সাহায্য সহযোগিতাসহ বহুমুখী কার্যক্রম আঞ্জাম দিয়ে আসছে। এর পাশাপাশি বিগত ১৯৯৭ সাল হতে কা'বা প্রেমিক ও হজ্জে বায়তুল্লাহ্ গমনেচ্ছুদের নিয়ে পরিষদ নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় একটি হজ্জ কাফেলা প্রেরণ শুরু করে। এ কাফেলার সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনায় হজ্জযাত্রীগণের আস্থা অর্জন করার ফলে ইসকপ হজ্জ কাফেলাটি বর্তমানে সমগ্র বাংলাদেশে সুখ্যাতি লাভ করতে সক্ষম হয়। উক্ত কাফেলার হজ্জযাত্রীদের পূর্ব প্রস্তুতিমূলক হজ্জ প্রশিক্ষণ গ্রহণ করার সুবিধার্থে পরিষদ একটি হজ্জ গাইড প্রণয়ন করে।

গাইড বইটি আমার দেখার সুযোগ হয়। বইটি নাতিদীর্ঘ অথচ মৌলিক ও প্রয়োজনীয় বিষয়াদি সন্নিবেশনার দিক থেকে পুর্ণাঙ্গ। বইটির ভাষা শৈলী সহজ এবং ধারাবাহিক বিবরণ সুন্দর। কথার বাহুল্য না থাকার কারণে এটি সুখপাঠ্য এবং সহজবোধ্যও হয়েছে। হজ্জ সম্পাদনকারীগণ সহীহ শুদ্ধভাবে হজ্জ আদায় করার ক্ষেত্রে উক্ত গাইড হতে সঠিক ধারণা লাভ করতে পারবেন বলে আমি আশা করি। মহান আল্লাহ্ তা'য়ালা পরিষদ এর উক্ত খেদমত কবুল করুন এবং ইহ ও পরকালে এর সর্বোত্তম প্রতিদান প্রদান করুন। আমীন।

মাওলানা মুহাম্মদ শামসুল ইসলাম
বিশিষ্ট আলেম ও ইসলামী চিন্তাবিদ।

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

অভিমত ও শুভেচ্ছা বাণী

ইসলাম আল্লাহর মনোনীত পূর্ণাঙ্গ ও শ্বাশ্বত জীবন বিধান। এর আবেদন চিরন্তন, কালজয়ী ও কল্যাণময় সর্বকালের সকল মানুষের তরে। ইসলাম নামক প্রাসাদটি পাঁচটি স্তম্ভের উপর দাঁড়িয়ে আছে। এর অন্যতম পঞ্চম স্তম্ভটি হলো পবিত্র বায়তুল্লাহর হজ্জ পালন করা। হযরত আদম (আঃ) এর সময়কাল থেকে হজ্জের বিধান প্রচলিত থাকলেও শরীয়তে মুহাম্মদীর (সাঃ) মধ্যে বিশুদ্ধ মতে নবম হিজরীতে হজ্জ ফরয হয়। নবম হিজরীতে হযরত আবু বকর ছিদ্দিক (রাঃ) ও হযরত আলী (রাঃ) এর নেতৃত্বে মুসলমানগণ হজ্জ পালন করেন। রাসুল করীম (সাঃ) সোয়া লক্ষ সাহাবী নিয়ে দশম হিজরীতে পবিত্র হজ্জ পালন করেন যা 'হজ্জাতুল বিদা' তথা বিদায় হজ্জ নামে পরিচিত। রাসুলুল্লাহ (সাঃ) জীবনে একবারই হজ্জ পালন করেছেন এবং চারবার ওমরাহ্ আদায় করেছেন। প্রাপ্ত বয়স্ক, সুস্থ বিবেকবান ও আর্থিকভাবে সামর্থবান প্রত্যেক মুসলমান নর-নারীর উপর জীবনে একবার হজ্জ করা ফরয। একাকী হজ্জ করার চেয়ে কাফেলার মাধ্যমে হজ্জ সমাপন করা সুন্নাত। হজ্জ একটি শারীরিক ও আর্থিক সমন্বিত এবাদত। এটি একটি বিশ্ব মুসলিম উম্মাহর মহা সম্মেলন। এতে পরস্পর জানা-বুঝা ও পরিচিতি লাভের সুবর্ণ সুযোগ ঘটে। ফলে মুসলিম উম্মাহর ঐক্য, সংহতি ও

ভ্রাতৃত্ববোধ বৃদ্ধি পায়। হজ্জ নিছক আনুষ্ঠানিকতার নাম নয় এবং এর মাধ্যমে আল্লাহ ও রাসুলের প্রেম-ভালবাসা ও আত্মার পরিশুদ্ধি অর্জনই মূল লক্ষ্য। এতে বেশী প্রয়োজন ধৈর্য, সংযম, সহনশীলতা এবং একে অপরকে অগ্রাধিকার দেয়ার মন-মানসিকতা। ইসলামী সমাজ কল্যাণ পরিষদ চট্টগ্রাম কর্তৃক পরিচালিত হজ্জ কাফেলা বাংলাদেশের একটি বহুল পরিচিতি দায়িত্বশীল ও প্রতিনিধিত্বশীল হজ্জ কাফেলা। ব্যবসায়িক মন-মানসিকতার চেয়ে হাজী সাহেবানদের সেবা করাই তাঁদের লক্ষ্য। হাজী সাহেবান যাতে কুরআন-সুন্নাহর আলোকে হজ্জের যাবতীয় কার্যাবলী বিশুদ্ধ ও সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করতে পারেন এ লক্ষ্যে ইসলামী সমাজ কল্যাণ পরিষদ চট্টগ্রামের উদ্যোগে প্রকাশিত সমৃদ্ধ তত্ব ও তথ্য সম্বলিত গাইডটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আমার দেখার সুযোগ হয়েছে। আশা করি এটি হাজী সাহেবানদের হজ্জ পালনে সহায়ক হবে। পরিশেষে আল্লাহর দরবারে ইসলামী সমাজ কল্যাণ পরিষদ কর্তৃক পরিচালিত হজ্জ কাফেলার উত্তরোত্তর সফলতা কামনা করছি। আল্লাহ আমাদের সহায় হউন। আমীন।

(মাওলানা) সাইয়্যেদ মুহাম্মদ আবু নোমান
অধ্যক্ষ
বায়তুশ শরফ আদর্শ কামিল (এম.এ.) মাদরাসা, চট্টগ্রাম।

সূচীপত্র

পবিত্র হজ্জের গুরুত্ব ও প্রাথমিক কথা ---------------------১৫
ইসকপ পরিচিতি -- ১৮
হজ্জ পূর্ব প্রস্তুতিঃ বাংলাদেশে করণীয় ------------------- ২০
হজ্জের সফরে সাথে যা নিতে হবে ---------------------- ২১
হজ্জ ফরজ হওয়ার শর্তাবলী -------------------------- ২৩
হজ্জের ওয়াজিব --------------------------------------- ২৪
মীক্বাত ও ইহরামের বর্ণনা --------------------------- ২৫
ইহরাম বাঁধার পূর্বে করণীয় -------------------------- ২৬
ইহরাম এর কাপড় ----------------------------------- ২৬
ইহরাম বাঁধার নিয়ম ---------------------------------- ২৭
হজ্জের সংজ্ঞা -- ৩১
হজ্জের প্রকারভেদ ঃ ইফরাদ হজ্জের বর্ণনা -------------- ৩১
ক্বিরান হজ্জের বর্ণনা ---------------------------------- ৩৬
তামাত্তু হজ্জের বর্ণনা --------------------------------- ৪০
ওমরাহ্ পালনের বর্ণনা ------------------------------- ৪৫
তাওয়াফের বর্ণনা ------------------------------------ ৪৬
আরবীতে নিয়্যত এবং তাওয়াফ ও সা'য়ীর
দু'আ সম্পর্কে কিছু কথা ------------------------------ ৪৯
মক্কা শরীফ পৌঁছার পর প্রথম তাওয়াফ
বা ওমরাহ আদায় করার সতর্কতা --------------------- ৫২
মসজিদুল হারামে প্রবেশের দু'আ ---------------------- ৫৩
কা'বা শরীফ সর্ব প্রথম দেখার সাথে সাথে
পাঠ করার দু'আ ------------------------------------ ৫৪

তাওয়াফের চক্করসমূহের দু'আ -------------------- ৫৬
মক্বামে ইব্রাহীমের দু'আ -------------------- ৭৪
মুলতাযিমের দু'আ -------------------- ৭৭
যমযমের পানি পান করার দু'আ -------------------- ৮০
সা'য়ীর বর্ণনা -------------------- ৮১
৫ দিন যাবৎ মূল হজ্জ কার্যক্রম
পালনের প্রস্তুতি ও বিবরণ -------------------- ৮৫
মিনা যাওয়ার পূর্ব প্রস্তুতি -------------------- ৮৫
৮ই জিলহজ্জ হতে ১২ই জিলহজ্জ পর্যন্ত করণীয় --------- ৮৫
তাওয়াফে যিয়ারত এর বর্ণনা -------------------- ৯১
বিদায়ী তাওয়াফ এর বর্ণনা -------------------- ৯৪
মক্কা শরীফে দু'আ কবুলের বিশেষ
বিশেষ স্থান সমূহ -------------------- ৯৪
মিনা, আরাফাত ও মুযদালিফায় পড়ার
কিছু হৃদয় স্পর্শী দু'আ -------------------- ৯৭
মদীনা শরীফ যিয়ারতের বর্ণনা -------------------- ১০২
মসজিদে নববীর গুরুত্ব ও তাতে নামায আদায়----------- ১০৬
মদীনা শরীফে যিয়ারতের স্থানসমূহ -------------------- ১১৭
বদলী হজ্জ এর বর্ণনা -------------------- ১২১
পুরুষ ও মহিলাদের জন্যে মসজিদুল হারামে
নামায আদায়ের সতর্কতা -------------------- ১২২
মসজিদুল হারাম ও মসজিদুন নব্বীতে জানাজা
নামায আদায়ের নিয়ম -------------------- ১২৩
হজ্জ পরবর্তী জীবনের করণীয় -------------------- ১২৪
পরামর্শঃ হজ্জ ও ওমরাহ সংক্রান্ত বই পুস্তক ------------ ১২৭

পবিত্র হজ্জের গুরুত্ব ও প্রাথমিক কথা

"হজ্জ" ইসলামের পাঁচটি বুনিয়াদের মধ্যে অন্যতম। পবিত্র কুরআন মজিদে আল্লাহ তা'য়ালা এরশাদ করেন-

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا -

অর্থাৎ "আল্লাহ তা'য়ালার জন্যে ঐ সব লোকদের উপর [পবিত্র খানায়ে কা'বার] হজ্জ করা ফরজ, যাদের [আর্থিক ও শারীরিকভাবে] সেখানে যাওয়ার সামর্থ রয়েছে"। সুরাঃ আলে ইমরান-৯৭।

মহানবী (সঃ) বলেন- "হে মানব সমাজ! আল্লাহ তা'য়ালা তোমাদের উপর হজ্জ ফরজ করেছে। অতএব তোমরা হজ্জ পালন করো"। (মুসলিম)

হুযুর (স:) বলেন-"বিশুদ্ধ ও মকবুল হজ্জ এর একমাত্র প্রতিদান হল জান্নাত" (বুখারী ও মুসলিম)। নবীয়ে আরবী (স:) আরো বলেছেন, "হজ্জ পালনকারীরা হচ্ছে-আল্লাহ তা'য়ালার মেহমান। তারা দু'আ করলে আল্লাহ তা'য়ালা তা কবুল করেন এবং গুনাহ্ মাফ চাইলে গুনাহ মাফ করেন।" (নাসাঈ, ইবনু মাজাহ) তাঁর পক্ষ থেকে আরো সুসংবাদ হচ্ছে, "যে ব্যক্তি হজ্জ করে এবং হজ্জ কালে যৌন সম্ভোগ ও পাপ কাজে লিপ্ত হয় না সে সদ্য ভূমিষ্ট সন্তানের ন্যায় নিষ্পাপ হয়ে বাড়ী ফিরে যায়"(বুখারী ও মুসলিম)। হযরত আয়েশা (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছিলেন, "হে আল্লাহর

রসুল আপনার দৃষ্টিতে জিহাদ সর্বোত্তম আমল, আমরা কি জিহাদ করতে পারবো না? রসুলুল্লাহ (সঃ) বললেন, তোমাদের (মহিলাদের) জন্য সর্বোত্তম জিহাদ হচ্ছে, হজ্জে মাবরুর" (বোখারী, মুসলিম)। মাবরুর হজ্জ হচ্ছে ঐ হজ্জ যে হজ্জে কোনরূপ পাপ-পঙ্কিলতার সংমিশ্রণ ঘটে না, হজ্জের যাবতীয় শর্তাবলী পূরণ হয়। হজ্জ যাত্রী আল্লাহ ও আখেরাতমূখী হয় এবং যে হজ্জ মুনীবের নিকট গ্রহণযোগ্য হয়। তিনি আরো বলেন, "যে ব্যক্তি সামর্থ থাকা সত্ত্বেও হজ্জ আদায় করল না, তার মৃত্যু ইহুদী বা খৃস্টানের মতই হোক, তাতে কিছু আসে যায় না"। (জামি তিরমিযী)

তাই সামর্থবান মুসলমানগণ গুরুত্বের সাথে এ হজ্জ পালন করে থাকেন। প্রতিবছর বিশ্বের অন্যান্য মুসলিম দেশের মত আমাদের দেশ থেকেও হাজার হাজার মুসলিম নর-নারী পবিত্র হজ্জ পালনের উদ্দেশ্যে সৌদী আরব গমন করেন। এ ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে, অনেক হজ্জ পালনকারী সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও অভিজ্ঞ মুয়াল্লিম এর অভাবে বা উপযুক্ত গাইড না থাকার দরুন হজ্জের গুরুত্বপূর্ণ নিয়ম-কানুন, ফরজ-ওয়াজিব, শর্ত-শরায়েত, সহীহ মাসআলা-মাসায়েল, নিষিদ্ধ কার্যাবলী ইত্যাদি বিষয়ে জানার সুযোগ পান না। ফলে তাঁরা হজ্জ পালন করতে নানাবিধ সমস্যার সম্মুখীন হয়ে থাকেন এবং হজ্জের যাবতীয় কার্যাবলী যথাযথভাবে তাঁদের পক্ষে আদায় করা সম্ভব হয় না। হাজী সাহেবদের এ সব সমস্যার কথা চিন্তা করে ইসলামী সমাজ কল্যাণ পরিষদ চট্টগ্রাম ৬ই আগষ্ট ১৯৯৬

সালে "ইসকপ হজ্জ কাফেলা" প্রতিষ্ঠা করে এবং পরিষদ নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় ১৯৯৭ সাল থেকে হজ্জ কাফেলা প্রেরণ শুরু করে। শুরু থেকে একাক্রমে অনেকবার হজ্জ করেছেন এবং কাফেলা পরিচালনা করেছেন, এমন অভিজ্ঞ ও সুযোগ্য পরিচালক দ্বারা পরিষদ উক্ত হজ্জ কাফেলা পরিচালনা করার দরুন আল্লাহ তা'য়ালার অশেষ মেহেরবাণীতে "ইসকপ হজ্জ কাফেলা" বর্তমানে সমগ্র বাংলাদেশে সুপরিচিত একটি হজ্জ কাফেলা হিসাবে সুনাম ও সুখ্যাতি অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে।

সম্মানিত হজ্জযাত্রীদের সহীহ শুদ্ধ হজ্জ সম্পাদনের নিয়ম পদ্ধতি সম্পর্কে পরিচ্ছন্ন ধারণা লাভের সুবিধার্থে কাফেলার এ গাইড প্রকাশনার উদ্যোগ। আমাদের প্রত্যাশা গাইডটি সুপ্রিয় হজ্জযাত্রী ভাই বোনদের জন্য বেশ সহায়ক হবে।

প্রচার ও প্রকাশনা বিভাগ
ইসকপ হজ্জ কাফেলা চট্টগ্রাম

পরিচিতি

ইসলামী সমাজ কল্যাণ পরিষদ (ইসকপ) চট্টগ্রাম

ইসলামী সমাজ কল্যাণ পরিষদ চট্টগ্রাম একটি সরকারী নিবন্ধকৃত অরাজনৈতিক সংস্থা। এটি সমগ্র বাংলাদেশে সুপরিচিত একটি সমাজ সেবা ও জনকল্যাণ মূলক বেসরকারী সংস্থা। রসুলুল্লাহ (সঃ) এর অমর বাণী "খাইরুন্নাছি মাই ইয়ান ফা'উন্নাছ" (মানব কল্যাণে নিয়োজিত ব্যক্তিই সর্বোৎকৃষ্ট ব্যক্তি) এই আর্দশকে সমুন্নত করতঃ এবং দরিদ্র জনগণের সেবা ও সমাজ সংস্কারমূলক কার্যক্রমের মাধ্যমে আল্লাহ তা'য়ালার সন্তুষ্টি অর্জন করে ইহকালীন শান্তি ও পরকালীন মুক্তিলাভের উদ্দেশ্যে ৬ই জুলাই ১৯৭৭ সালে স্থানীয় কতিপয় চিন্তাশীল ও সমাজ হিতৈষী ব্যক্তির মহৎ প্রচেষ্টার ফসল হিসাবে এ পরিষদ প্রতিষ্ঠা লাভ করে। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে জনহিতকর কার্যক্রম তথা দাওয়াহ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, ত্রাণ ও পুনর্বাসন, প্রচার-প্রকাশনা ইত্যাদি পর্যায়ে বহুমুখী অবদান রাখতে গিয়ে পরিষদ এ যাবৎ চট্টগ্রাম শহরের বিভিন্নস্থানে ৩টি কিন্ডার গার্টেন, ৩টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ১টি মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়, ১টি দাখিল মাদরাসা, ১টি ইয়াতীমখানা, ১টি হেফজ-খানা ৬টি ফোরকানিয়া মক্তব, ৩টি শিশু শিক্ষা কেন্দ্র, ২টি বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্র, ৩টি দাতব্য এলোপ্যাথিক চিকিৎসা কেন্দ্র, ৩টি দাতব্য হোমিও চিকিৎসা কেন্দ্র ও ৩টি মসজিদ প্রতিষ্ঠা করেছে। আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করেছিল ইসলামী সমাজ কল্যাণ পরিষদ। বর্তমান সি.আই.এম.সি

ও সি.আই.এম.সি.এইচ. এর সূচনা পর্যায়ের হাসপাতালটিও প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ইসলামী সমাজ কল্যাণ পরিষদ কর্তৃক সংস্থার নিজস্ব জায়গায়। পরিষদ পরিচালিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সমূহে গুণগত শিক্ষার পাশাপাশি দ্বীনি জ্ঞান দান ও নৈতিক চরিত্র সৃষ্টির ব্যবস্থাও রয়েছে। এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ থেকে প্রতিবছর ছাত্র-ছাত্রীরা কৃতিত্বপূর্ণ ফলাফল লাভ করে আসছে এবং চিকিৎসাকেন্দ্র সমূহ থেকে হাজার হাজার গরীব ও অসহায় রোগী বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা পেয়ে আসছে। এছাড়াও পরিষদ-সামাজের ছোট বড় বিভিন্ন ইসলামী পাঠাগারকে বিনামূল্যে কুরআন-হাদীস ও জ্ঞানানুশীলনমূলক বই পুস্তক বিতরণ করে থাকে এবং শত শত বেকার গরীব, দুঃস্থ, ইয়াতীম, বিধবাদের মাঝে প্রয়োজনীয় আর্থিক সাহায্য, সেলাই মেশিন বিতরণ, পুনর্বাসন, মেধাবী দরিদ্র ছাত্র-ছাত্রীদের এককালীন আর্থিক সাহায্য, মাসিক নিয়মিত বৃত্তি, গরীব ছেলে- মেয়েদের বিবাহ সাহায্য, গরীব রোগীদের চিকিৎসা সাহায্য, দুর্গত জনগণের মাঝে রিলিফ বিতরণ, শীতার্ত মানুষের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ, বেওয়ারিশ লাশ দাফন ও ইয়াতীমের ভরণ-পোষণ ইত্যাদি কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। এসব ছাড়াও পরিষদ বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণাধর্মী সেমিনার আয়োজন, মূল্যবান পুস্তিকা ও স্মারকগ্রন্থ প্রকাশনা, বার্ষিক ক্যালেন্ডার ও ডায়েরী ছাপানো ইত্যাদি কার্যক্রম আঞ্জাম দিয়ে থাকে। পরিষদ এর দীর্ঘ সময়ের ধারাবাহিক গবেষণামূলক স্মরণিকা "মনযিল" প্রকাশনা সংস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ অবদান যা জ্ঞান-গবেষনার বিকাশ সাধনে মূল্যবান ভূমিকা রেখেছে।

হজ্জ পূর্ব প্রস্তুতি

বাংলাদেশে করণীয়

হজ্জের উদ্দেশ্যে সৌদী আরব যাওয়ার পূর্বে একজন হজ্জযাত্রীর পূর্বপ্রস্তুতিমূলক নিম্ন বর্ণিত বিষয়গুলি পালন করা প্রয়োজনঃ

১। নিজের যাবতীয় গুনাহ-খাতার জন্যে আল্লাহ তা'য়ালার নিকট বেশী বেশী তাওবা-এস্তেগফার করা এবং যিকির-আজকার ও নফল এবাদতের মাধ্যমে পবিত্র হজ্জের মানসিক প্রস্তুতি গ্রহণ করা।

২। মানুষের যাবতীয় লেন-দেন ও কর্জ পরিশোধ করা এবং নিজের ওয়ারিশদের নিকট শরীয়ত সম্মত ভাবে তার হিসাব-নিকাশ বুঝিয়ে দেয়া ও প্রয়োজনীয় অসিয়তনামা লিখে যাওয়া।

৩। আলেম-ওলামাদের নিকট হতে অথবা হজ্জ সংক্রান্ত বই পুস্তক পড়ে হজ্জের নিয়ম-কানুন ও মাসআলা-মাসায়েল সম্পর্কে প্রয়োজনীয় শিক্ষা গ্রহণ করা।

৪। মানুষের নিকট বিভিন্ন সময় আচার-আচরণে ভূলভ্রান্তির জন্যে ক্ষমা চেয়ে নেয়া।

৫। উত্তম সফরসঙ্গী সাথে রাখা এবং নির্ভরযোগ্য ও দ্বীনি যোগ্যতা সম্পন্ন কাফেলা বাছাই করা।

৬। হজ্জের সফরের সময় ব্যবহারের জন্য প্রয়োজনীয় সফর সামগ্রী সংগ্রহ করে নেয়া।

৭। সফরের প্রয়োজনীয় খরচের টাকা জোগাড় করে রাখা।

৮। মা-বাবা, স্ত্রী পরিবার পরিজন এর নিকট হতে হজ্জের উদ্দেশ্যে অনুমতি বা বিদায় নেয়া।

৯। শারীরিক সুস্থতার ব্যাপারে যত্নশীল থাকা। কেননা শারীরিক অসুস্থতার কারণে সফরের উদ্দেশ্যে বের হওয়া কখনো কখনো অসম্ভব হয়ে পড়ে।

১০। সহীহ-শুদ্ধভাবে সফর ও হজ্জ সম্পাদনের তৌফিক চেয়ে বেশী করে মহান আল্লাহ তায়ালার নিকট দোয়া করা এবং একান্তভাবে তাঁর কাছে সবকিছু ছেড়ে দেয়া।

হজ্জের সফরে সাথে যা নিতে হবেঃ

১। পুরুষের জন্যে ইহরামের সাদা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও পবিত্র সেলাই বিহীন কাপড়-দু'সেট। (আড়াই হাত বহরের, ৫/৬ হাত লম্বা চার পিচ মোটা লং ক্লথ বা পছন্দ মত সাদা কাপড়)। আর মহিলাদের জন্যে ইহরামের কাপড় সম্পর্কে শরীয়তে কোন প্রকার বাধ্য-বাধকতা নেই। তাদের শরীরে পর্দা করার ফরজ অংগগুলি ঢেকে রাখা যায় এমন সেলোওয়ার-কামিজ অথবা শাড়ী ব্লাউজ, বোরকা, নেকাব, ওড়না ইত্যাদি সাথে নেয়া দরকার। তবে হজ্জের সফরে সেলোয়ার-কামিজই পর্দা ও ব্যবহারের দিক থেকে অধিকতর সুবিধাজনক ও নিরাপদ।

২। নিজের ব্যবহারের জন্যে কমপক্ষে ৪ সেট পোশাক। [লুঙ্গি, গেঞ্জি, পাঞ্জাবী-পায়জামা অথবা প্যান্ট-শার্ট, আন্ডার ওয়ার, গামছা অথবা তোয়ালে, এক জোড়া দু'ফিতার সেন্ডেল, এক জোড়া পাম্প সু অথবা চামড়ার সেন্ডেল ও দু'টি টুপি। মহিলাদের জন্যেও থ্রীপিচ, ওড়না, ম্যাক্সী, সেলোওয়ার-কামিজ অথবা শাড়ী-ব্লাউজ, বোরকা, নেকাব, পেটিকোট ইত্যাদি।]

৩। নিজের শারীরিক রোগের ঔষধপত্র ও ডাক্তারী প্রেসক্রিপশন। (৪৫ দিনের)।

৪। ১টি বেডশীট ও ১টি চাদর। (মিনা-মুযদালিফায় ব্যবহারের জন্য)

৫। সকল জিনিস-পত্র নেয়ার জন্যে ১টি বড়/মাঝারী ধরণের ব্যাগ অথবা সুটকেস। এছাড়াও নিজের ব্যবহারের প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র নেয়া যাবে। তবে বোঝা ভারী না হয় মত নিতে হবে। কেননা এ সফরে সাধারণত নিজের বোঝা নিজেকে বহন করতে হয়।

৬। ব্যক্তিগত খরচের জন্য সরকারী নীতিমালা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় সৌদি রিয়াল/মার্কিন ডলার।

৭। মোবাইল ফোন সেট ১টি।

৮। যারা চশমা ব্যবহার করেন, প্রয়োজন মনে করলে তারা অতিরিক্ত আরো ১টি চশমা এবং সাথে ২টি চশমার ফিতা নেয়া।

৯। হজ্জ সংক্রান্ত বই পুস্তক অথবা অবসর সময়ে পড়ার জন্য প্রয়োজনীয় ইসলামী বই পুস্তক সাথে রাখা। প্রয়োজন মনে করলে ছোট সাইজের একটি কুরআন শরীফ নিতে পারেন।

হজ্জ ফরজ হওয়ার শর্তাবলী

১। মুসলমান হতে হবে।
২। শারীরিক ও আর্থিকভাবে হজ্ব পালনে সক্ষম হতে হবে।
৩। বালেগ/বালেগাহ হতে হবে।
৪। সুস্থ মস্তিষ্ক সম্পন্ন হতে হবে।
৫। স্বাধীন হতে হবে।
৬। হজ্জের নির্ধারিত সময় আসতে হবে।
৭। মহিলাদের জন্য "মাহ্‌রাম" পুরুষ সাথে থাকতে হবে। (মাহরাম মানে শরীয়ত অনুযায়ী যাদের সাথে বিয়ে হারাম এবং যাদের সাথে দেখা সাক্ষাৎ যায়েজ)।

হজ্জের ফরজ সমূহ

✵ হজ্জের ফরজ ৩টি ঃ

১। ইহরাম বাঁধা (নিয়্যত ও তালবিয়্যাহ্‌ পাঠসহ)।
২। ওকুফে আরাফাত অর্থাৎ ৯ই জিলহজ্জ জোহর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত আরাফাতের ময়দানে অবস্থান করা।
৩। তাওয়াফে যিয়ারত করা। অর্থাৎ ১০ই যিলহজ্জ বড় জামরায় পাথর নিক্ষেপ করে কুরবানী দেয়ার পর মাথা

মুন্ডন করে হালাল হয়ে সা'য়ীসহ পবিত্র কা'বা তাওয়াফ করা। কোন কারণে ঐ দিন করতে না পারলে ১১ অথবা ১২ অথবা ১৩ যিলহজ্জ এর মধ্যে তাওয়াফে যিয়ারত সমাপ্ত করা। উল্লেখ্য, তামাত্তু হজ্জ পালনকারীদের তাওয়াফে যেয়ারতের সময় তাওয়াফের পর অবশ্যই সা'য়ী করতে হবে। কেননা এ হজ্জে ওমরা ও হজ্জ দু'টি ভিন্ন আমল। ক্বেরান ও ইফরাদ হজ্জ পালনকারী প্রথম ওমরায় কিংবা তাওয়াফে কুদুমের পর সা'য়ী সম্পন্ন করলে হজ্জের তাওয়াফ বা তাওয়াফে যিয়ারতের পর আর সা'য়ী করতে হবে না।

হজ্জের ওয়াজিব সমূহ

✵ হজ্জের ওয়াজিব ৬টিঃ

১। ওকুফে মুযদালিফা অর্থাৎ ৯ই জিলহজ্জ দিবাগত রাত্রে মুযদালিফায় অবস্থান করা এবং সেখানে মাগরিবের তিন রাকাত ফরজ ও এশার ফরয কসর করে (দুই রাকাত করে) একসাথে আদায় করা এক আযান ও দুই একামতে।

২। ছাফা ও মারওয়া পাহাড়দ্বয়ের মধ্যখানে সাত বার সা'য়ী করা।

৩। রমী করা অর্থাৎ ১০, ১১ ও ১২ই জিলহজ্জ তারিখ সমূহে এবং অধিক অবস্থানের ক্ষেত্রে ১৩ই জিলহজ্জ তারিখ

মিনায় জামারাতে কংকর নিক্ষেপ করা।

৪। ক্বিরান ও তামাত্তু হজ্জ আদায়কারীদের জন্য দমে শুকর (প্রচলিত ভাষায় কুরবানী) করা।

৫। পুরুষদের মাথার চুল মুন্ডন করা অথবা কেটে ছোট করা। আর মহিলাদের চুলের অগ্রভাগ সামান্য পরিমাণ কাটা। (আঙ্গুলের এক ফাঁক অথবা তদপেক্ষা একটু বেশি)।

৬। যারা মক্কাবাসী নন, বিদেশী অর্থাৎ মীক্বাত এর বাইরে বসবাসকারী, তাঁদের দেশে ফিরার প্রাক্কালে বিদায়ী তাওয়াফ করা।

মীক্বাত ও ইহরামের বর্ণনা

যে স্থান হতে হজ্জ বা ওমরাহর জন্যে ইহরাম বাঁধা হয়, সে স্থানকে "মীক্বাত" বলে। এক্ষেত্রে বাংলাদেশ থেকে ষ্টীমারে অথবা বিমানে হজ্জ বা ওমরাহ পালনকারীদের মীক্বাত হচ্ছে-জিদ্দা বিমান বন্দর থেকে ৩০ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত "ইয়ালামলাম" নামক পাহাড়। এ পাহাড় পর্যন্ত পৌছার পর অবশ্যই ইহরাম বাঁধতে হবে। বিনা ইহরামে কোন অবস্থাতে মীক্বাত পার হওয়া যাবে না। যদি কেউ বিনা ইহরামে মীক্বাত পার হন তাহলে তাকে তার জন্য দম দিতে হবে। যারা বাংলাদেশ থেকে সরাসরি প্রথমে মক্কা শরীফ যাবেন, তারা বিমানে উঠার আগে ইহরাম বেঁধে নেবেন সতর্কতা ও সুবিধার জন্য। কেননা বিমানে ইহরাম বাঁধা অসুবিধাজনক।

হজ্জযাত্রী যদি নিশ্চিত থাকেন যে, তিনি বিমানে মিকাত আসার পূর্বে ন্যিয়ত ও তালবিয়া পড়তে সক্ষম হবেন তাহলে ন্যিয়ত ছাড়া ইহরাম পরিধান অবস্থায় বিমানে উঠে মিকাতের পূর্বে নিয়্যত ও তালবিয়া পাঠ করা উত্তম। আর যারা জিদ্দা বিমান বন্দর হয়ে সরাসরি প্রথমে মদীনা শরীফ যাবেন, তারা মদীনা শরীফ থেকে মক্কা শরীফ যাবার পথে "যুল-হুলাইফা" নামক স্থানে পৌঁছলে সেখানে অবস্থিত নির্দিষ্ট মসজিদে ইহরাম বেঁধে নিবেন।

ইহরাম বাঁধার পূর্বে করণীয়

হজ্জ বা ওমরাহ পালনের উদ্দেশ্যে নিজ বাসা বাড়ী হতে রওয়ানা হওয়ার দু'একদিন আগে হাত-পায়ের নখ কাটা, মাথার চুল অতিরিক্ত বড় থাকলে তা ছোট করা, নাভী ও বগলের নীচের পশমগুলি পরিষ্কার করা। কেননা ইহরাম বাঁধার পর পুনরায় ইহরাম মুক্ত না হওয়া পর্যন্ত এসব কাজ করা যাবে না।

ইহরাম এর কাপড়

পুরুষের জন্য ইহরামের কাপড় হচ্ছে-আড়াই হাত বহরের পাঁচ অথবা ছয় হাত লম্বা সেলাই বিহীন সাদা দু'পিচ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও পবিত্র কাপড়। একটি লুঙ্গির মত পরিধান করতে হবে ও অপরটি চাদরের মত গায়ে জড়াতে হবে। মহিলাদের জন্য ইহরামের নির্দিষ্ট কোন প্রকার কাপড়ের বাঁধ্য-বাধকতা নেই। তারা শরীরের পর্দা করার ফরজ অংগগুলি ঢেকে রাখা

যায় এমন যে কোন শরীয়ত সম্মত কাপড় পরিধান করতে পারবেন। তবে ইহরাম অবস্থায় মহিলাদের কবজি পর্যন্ত হাতের অগ্রভাগ ও মুখমন্ডল খোলা রাখতে হবে এবং পুরুষদের মাথা ও মুখমন্ডল উভয়টা খোলা রাখতে হবে। অবশ্য মহিলাগণ পর পুরুষ সামনে পড়ে গেলে পর্দার উদ্দেশ্যে চেহারা ঢাকবেন। রাসুলুল্লাহ (সঃ) এর পূত-পবিত্র ও মহীয়সী স্ত্রীগণ অর্থাৎ উম্মুহাতুল মুমেনীন এহেন অবস্থায় নিজেদের মাথার চাঁদর টেনে দিয়ে চেহারা ঢেকে নিতেন। মহানবী (সঃ) হজ্জের তামাম সফর ও হজ্জকালীন সময়ে মহিলাদের পর্দা সংরক্ষণের তাকিদ দিতেন।

ইহরাম বাঁধার নিয়ম

"মীক্বাত" অর্থাৎ ইহরাম বাঁধার স্থানে পৌঁছার পর ইহরাম বাঁধার পূর্বে সম্ভব হলে গোসল করে অথবা অযু করে পাক-পবিত্রতা অর্জন করতে হবে। এরপর পুরুষদের পরিধানের সেলাইযুক্ত বস্ত্র লুঙ্গি, পায়জামা, পাঞ্জাবী, প্যান্ট, শার্ট, জাইঙ্গা, টুপি, গেঞ্জি জুতা ইত্যাদি খুলে ফেলে ইহরামের নির্ধারিত দুটি কাপড় নিয়ে একটি লুঙ্গির মত পরিধান করতে হবে, অপরটি চাদরের মত গায়ে জড়াতে হবে এবং মহিলারা স্বাভাবিক কাপড়-চোপড় পরিধান করবেন। ফরয নামাজের ওয়াক্ত হলে উক্ত নামাজ আদায় করে ইহরামের নিয়্যত করা উত্তম। ফরয নামাজের ওয়াক্ত না হলে তাহিয়্যাতুল অযুর দুই রাকাত নামায পড়ে ইহরামের

নিয়্যত করা মুস্তাহাব। ইহরামের কোন ওয়াজিব নামায নেই। ইহরাম যদি ওমরাহর জন্য হয় তাহলে মনে মনে নিয়্যত করে মুখে বলতে হবে اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ عُمْرَةً হজ্জের জন্য হলে নিয়্যত করার পর মুখে বলতে হবে اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ حَجًّا এবং ওমরাহ ও হজ্জ উভয়টির জন্য হলে নিয়্যতের পর মুখে বলতে হবে اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ عُمْرَةً وَحَجًّا তারপর, নামাজের শেষে বসা অবস্থায় নিজের অতীত জীবনের গুনাহের কথা স্মরণ করে এবং আল্লাহ তা'য়ালার কাছে কাঁন্নাকাটির মাধ্যমে তাওবা ইস্তেগফার করার পর দোয়া করবেন।

নিয়্যত করার পর নিম্মোক্ত তালবিয়্যাহ তিনবার পাঠ করতে হবে।

তালবিয়্যাহ্

لَبَّيْكَ اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ ـ لَبَّيْكَ لَاشَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ اِنَّ الْحَمْدَ وَ النِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَاشَرِيْكَ لَكَ.

অর্থঃ "আমি তোমার ডাকে হাজির, হে আল্লাহ তা'য়ালা! আমি তোমার ডাকে হাজির। আমি তোমার আহ্বানে সাড়া দিয়েছি, তোমার কোন শরীক নেই। আমি তোমার

ডাকে হাজির। নিঃসন্দেহে একমাত্র তোমারই জন্যে সকল প্রশংসা, সকল নেয়ামত ও সমগ্র বিশ্বের রাজত্ব। তোমার কোন শরীক নেই।” (বুখারী ও মুসলিম)

উপরোক্ত তালবিয়্যাহ্ পাঠ করার পর এখন আপনি হলেন মুহরিম অর্থাৎ ইহরাম পরিহিত ব্যক্তি।

যতদিন পর্যন্ত ইহরাম অবস্থায় থাকতে হবে, ততদিন চলা-ফেরায় ও উঠা বসায় সবসময় উপরোক্ত তালবিয়্যাহ্ পাঠ করতে হবে। যেহেতু হজ্জ ও ওমরাহ পালনকারীদের জন্যে ইহরাম অবস্থায় এটিই সর্বোত্তম দু'আ। পুরুষরা উচ্চস্বরে এবং মহিলারা মনে মনে (পাশে পুরুষ না থাকলে মৃদু স্বরে) তালবিয়্যাহ পাঠ করবেন।

ইহরাম অবস্থায় নিষিদ্ধ কাজ সমূহ

১। পুরুষদের জন্যে সেলাইযুক্ত যে কোন কাপড় পরিধান করা।

২। পুরুষদের কাপড় বা টুপি দ্বারা মাথা কিংবা মুখমন্ডল ঢেকে রাখা। মহিলাদের মুখে নেকাব ও হাতে দস্তানা পরা। তবে তাদের চুলসহ মস্তক সব সময় ঢেকে রাখতে হবে।

৩। পায়ের পিট ঢেকে যায় এমন জুতা বা সেন্ডেল পরিধান করা। তবে মহিলাদের জন্যে এ ক্ষেত্রে কোন বিধি নিষেধ নেই।

৪। শরীরের যে কোন অংশের চুল/লোম কাটা বা ছেঁড়া।
৫। হাত-পায়ের নখ কাটা বা দাঁতে ছেড়া।
৬। যে কোন ধরণের সুঘ্রানযুক্ত তৈল অথবা আতর বা সাবান ব্যবহার করা।
৭। স্ত্রী সংগম করা।
৮। যৌন উত্তেজনামূলক কোন প্রকার আচার-আচরণ বা কথা-বার্তা বলা।
৯। ঝগড়া-ঝাটি করা বা বাক-বিতন্ডা করা।
১০। কোন প্রাণী বা পশু-পাখী শিকার করা। শিকার তাড়া করা কিংবা শিকার কার্যে সাহায্য করা।
১১। মশা-মাছি, উকুন, ছারপোকা ইত্যাদি হত্যা করা।
১২। অশ্লিল কথাবার্তা বলা।
১৩। পরনিন্দা ও অন্যায় পরচর্চা।
১৪। আচার-আচরণে অন্য কোন ব্যক্তির মনে কষ্ট দেয়া।
১৫। কারো সাথে কর্কশ কিংবা কঠোর আচরণ করা।

✵ ইহরামের ফরজ দু'টিঃ

১। নিয়্যত করা । ২। তালবিয়্যাহ্ পাঠ করা।

✵ ইহরামের ওয়াজিব দু'টি ঃ ১। মীক্বাত হতে ইহরাম বাঁধা। ২। ইহরাম অবস্থায় নিষিদ্ধ কাজ সমূহ থেকে বিরত থাকা।

হজ্জের সংজ্ঞা

"হজ্জ" শব্দের আভিধানিক অর্থ-ইচ্ছা করা বা সংকল্প করা। পরিভাষায়-মহান আল্লাহ তা'য়ালা কর্তৃক নির্ধারিত সময়ে এক বিশেষ অবস্থায় নির্দিষ্ট স্থানে, সুনির্দিষ্ট বিধান সমূহ পালন করার উদ্দেশ্যে পবিত্র খানায়ে কা'বা যিয়ারত করাকে হজ্জ বলে।

হজ্জের প্রকারভেদ

✹ **হজ্জ তিন প্রকারঃ**

১। ইফরাদ ২। ক্বিরান ৩। তামাত্তু

১। ইফরাদ হজ্জের বর্ণনা

হজ্জের মাসে মীক্বাত হতে শুধুমাত্র হজ্জ এর নিয়্যতে হইরাম বেঁধে ৮ই জিলহজ্জ থেকে ১২ই জিলহজ্জ পর্যন্ত নির্ধারিত স্থানে হজ্জের সুনির্দিষ্ট কার্যক্রম সমূহ সুসম্পন্ন করাকে ইফরাদ হজ্জ বলে।

ইফরাদ হজ্জের নিয়্যত

اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ حَجًّا

অর্থঃ হে আল্লাহ! আমি হজ্জের নিয়্যত করলাম।

✻ ইফরাদ হজ্জের ১০টি জরুরী কাজ

✻ ৩টি ফরজঃ

১। হজ্জের ইহরাম বাঁধা (নিয়্যত ও তালবিয়্যাহ্ পাঠ সহ)

২। আরাফাতের ময়দানে অবস্থান করা,

৩। তাওয়াফে যিয়ারত করা।

✻ ৬টি ওয়াজিবঃ

১। মুযদালিফায় অবস্থান করা,

২। ১০ই জিলহজ্জ মিনায় বড় জামারায় দ্বিপ্রহরের পূর্বে (জোহরের আগে) ৭টি কংকর নিক্ষেপ করা,

৩। হজ্জের ইহরাম খোলার জন্য মাথার চুল মুন্ডন করা অথবা কেটে ছোট করা।

৪। তাওয়াফে যিয়ারতের সা'য়ী করা।

৫। ১১ ও ১২ই জিলহজ্জ মিনায় তিন জামারার প্রত্যেকটিকে দৈনিক ৭টি করে কংকর নিক্ষেপ করা। আর যদি কেউ ১২ তারিখ মিনায় রাত্রে অবস্থান করেন, তবে ১৩ই জিলহজ্জ উপরোক্ত নিয়মে তিন জামারায় কংকর নিক্ষেপ করা।

৬। বিদায়ী তাওয়াফ করা।

১টি সুন্নাতঃ

১। তাওয়াফে কুদূম আদায় করা।

বিঃদ্রঃ ইফরাদ হজ্জ আদায়কারীর জন্য কুরবানী ওয়াজিব নয়। কেউ স্বেচ্ছায় করলে তা হবে তার জন্য মুস্তাহাব।

"ইফরাদ হজ্জ" আদায় করার সংক্ষিপ্ত বিবরণ

শুধুমাত্র হজ্জ কার্যক্রম আদায় করার নিয়্যতে হজ্জের মাসে মীক্বাত হতে ইহরাম বেঁধে মক্কা শরীফ পৌঁছার পর প্রথমে তাওয়াফে কুদুম করা। (মক্কা শরীফ পৌঁছার পর পবিত্র খানায়ে কা'বার প্রথম যে তাওয়াফটি করা হয় সেটাকে তাওয়াফে কুদুম বলা হয়।) ইফরাদ হজ্জ আদায়কারীদের জন্যে এ তাওয়াফ আদায় করা সুন্নত। একই ইহরামে ৮ই জিলহজ্জ মিনায় গমন ও অবস্থান, ৯ই জিলহজ্জ জোহর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত আরাফাতের ময়দানে অবস্থান এবং সেখানে জোহর ও আসর নামাজ এক আযান, দুই এক্বামতে কসর করে একসাথে অর্থাৎ জমা বাইনাস সালাতাইন বিল ক্বছর করে আদায় করা। এরপর একই দিন দিবাগত রাত্রে মুযদালিফায় পৌঁছার পর মাগরিবের তিন রাকাত ফরজ ও এশার দু'রাকাত

কসর নামাজ এক আযান, দুই এক্বামতে একসাথে আদয় করে অবস্থান করা এবং সেখান থেকে ৪৯/৭০টি পাথর সংগ্রহ করা। এরপর ১০ই জিলহজ্জ ফজরের নামায আদায় করে ভোরের আলো ফর্সা হওয়ার পর সূর্যোদয়ের পূর্বে রওয়ানা করে মুযদালিফা থেকে মিনায় ফিরে এসে জোহরের আগে একমাত্র বড় জামারায় ৭টি কংকর নিক্ষেপ করে মাথার চুল মুন্ডিয়ে ফেলে অথবা ছোট করে ইহরাম খোলা। অতঃপর স্বাভাবিক পোশাক পরিধান করে আবার মিনা থেকে মক্কা শরীফ এসে তাওয়াফে যেয়ারত আদায় করা। এরপর ১১ই জিলহজ্জ, প্রথমে ছোট জামারায় ৭টি, তারপর মধ্যম জামারায় ৭টি, সবশেষে বড় জামারায় ৭টি, মোট-২১টি কংকর নিক্ষেপ করা। পরবর্তী দিন ১২ই জিলহজ্জ, অনুরূপ ভাবে ১১ই জিলহজ্জ এর নিয়ম অনুযায়ী তিন জামারার প্রত্যেকটিকে ৭টি করে মোট ২১টি কংকর নিক্ষেপ করে সূর্য ডুবার আগে মিনার সীমানা পার হয়ে মক্কা শরীফে চলে আসা। যাঁরা ইচ্ছা করবেন মীনায় অবস্থানকে ১৩ই জিলহজ্জ পর্যন্ত বিলম্বিত করতে পারবেন। সে ক্ষেত্রে পূর্বের দুই দিনের মত ১৩ তারিখেও একই নিয়মে প্রতি জামারায় ৭টি

করে ২১টি পাথর নিক্ষেপ করতে হবে। এবার মক্কা শরীফে আসার পর বিদেশী অর্থাৎ মীক্বাত এর বাইরে বসবাসকারী হজ্জ যাত্রীদেরকে, মক্কা শরীফ থেকে দেশের উদ্দেশ্যে বিদায় নিয়ে চলে আসার দিন, বিদায়ী তাওয়াফ আদায় করা। বিদায়ী তাওয়াফের নিয়ম হচ্ছে- ইহরাম ছাড়া স্বাভাবিক পোশাকে কা'বা শরীফ সাতবার চক্কর দিয়ে এক তাওয়াফ পূর্ণ করা। এরপর মক্বামে ইব্রাহীমের পিছনে যে কোন স্থানে দু'রাকাত ওয়াজিবুত তাওয়াফ এর নামাজ আদায় করা। উল্লেখ্য, ভিড়ের কারণে মক্বামে ইবরাহীমের পিছনে এ নামাজ আদায় করা সম্ভব না হলে মসজিদুল হারামের যে কোন স্থানে আদায় করা যাবে। এ তাওয়াফে সাফা-মারওয়া সা'য়ী করতে হবে না। আরো উল্লেখ্য যে ইফরাদ হজ্জ আদায়কারীগণ ১০ই জিলহজ্জ মিনায় বড় জামারায় কংকর নিক্ষেপের পূর্বে কোন অবস্থাতেই ইহরাম খুলতে পারবেন না।

২। ক্বিরান হজ্জের বর্ণনা

হজ্জের মাসে মীক্বাত হতে একসাথে ওমরাহ ও হজ্জের নিয়্যতে ইহরাম বেঁধে মক্কা শরীফ পৌঁছে, প্রথমে

ওমরাহ পালন করার পর ক্ষৌর কার্য না করে এবং ইহরাম না খুলে একই ইহরামে মক্কা শরীফে অবস্থান করে, আবার ৮ই জিলহজ্জ থেকে ১২ই জিলহজ্জ পর্যন্ত নির্দিষ্ট স্থানে হজ্জের সুনির্দিষ্ট কার্যক্রম সমূহ সুসম্পন্ন করাকে ক্বিরান হজ্জ বলে।

ক্বিরান হজ্জের নিয়্যত

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে ইহরামের সময় ওমরাহ ও হজ্জের নিয়্যত একসাথে করতে হবে।

ক্বিরান হজ্জের ১২টি জরুরী কাজ

✵ ৪টি ফরজ

১। নিয়্যত ও তালবিয়্যাহ পাঠ সহ একসাথে হজ্জ ও ওমরাহর ইহরাম বাঁধা

২। ওমরাহর তাওয়াফ করা,

৩। আরাফাতের ময়দানে অবস্থান করা।

৪। তাওয়াফে যিয়ারত করা,

✵ ৮টি ওয়াজিব

১। ওমরাহর সা'য়ী করা,

২। মুযদালিফায় অবস্থান করা,

৩। ১০ই জিলহজ্জ মিনায় বড় জামারায় দ্বি-প্রহরের পূর্বে (জোহরের আগে) ৭টি কংকর নিক্ষেপ করা,

৪। কুরবানী করা,

৫। হজ্জ ও ওমরাহর ইহরাম খোলার জন্যে মাথার চুল মুন্ডন করা অথবা কেটে ছাট করা।

৬। তাওয়াফে যিয়ারতের সা'য়ী করা,

৭। ১১ ও ১২ই জিলহজ্জ তিন জামারার প্রত্যেকটিকে দৈনিক ৭টি করে কংকর নিক্ষেপ করা। আর যদি কেউ ১২ই জিলহজ্জ মিনায় রাত্রে অবস্থান করেন, তবে ১৩ই জিলহজ্জ উপরোক্ত নিয়মে তিন জামারাতের কংকর নিক্ষেপ করা।

৮। বিদায়ী তাওয়াফ করা।

"ক্বিরান হজ্জ" আদায় করার সংক্ষিপ্ত বিবরণ

ওমরাহ ও হজ্জ দু'টি কার্যক্রম একসাথে আদায় করার নিয়্যতে মীক্বাত হতে ইহরাম বেঁধে মক্কা শরীফ পৌঁছার পর, প্রথমে ওমরাহ পালনকরা। এখানে গভীরভাবে খেয়াল রাখতে হবে যে, ক্বিরান হজ্জ আদায়কারীর জন্যে ওমরাহ পালনের সময় সাফা-মারওয়া সায়ী সমাপ্ত

করার পর মাথার চুল মুন্ডানো বা কাটা যাবেনা এবং ইহরামও খোলা যাবেনা। বরং ঐ একই ইহরাম বাঁধা অবস্থায় আবার ৮ই জিলহজ্জ মিনায় গমন ও অবস্থান, ৯ই জিলহজ্জ জোহর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত আরাফাতের ময়দানে অবস্থান এবং সেখানে জোহর ও আসর নামাজ এক আযান ও দুই এক্বামতে একসাথে কসর করে আদায় করা। এরপর একই দিন দিবাগত রাত্রে মুযদালিফায় পৌঁছার পর মাগরিবের তিন রাকাত ফরজ ও এশার দুই রাকাত ফরজ নামাজ কসর করে এক আযান ও দুই এক্বামতে একসাথে আদায়করে অবস্থান করা এবং সেখানে থেকে ৪৯/৭০ টি পাথর সংগ্রহ করে নেয়া। এরপর ১০ই জিলহজ্জ ফজরের নামায আদায় করে ভোরের আলো ফর্সা হওয়ার পর সূর্যোদয়ের পূর্বে রওয়ানা করে মুযদালিফা থেকে মিনায় ফিরে এসে জোহরের আগে একমাত্র বড় জামারায় ৭টি কংকর নিক্ষেপ করে, কুরবানী দিয়ে, মাথার চুল মুন্ডন করে বা ছোট করে ইহরাম খোলা। এখানে বিশেষভাবে খেয়াল রাখতে হবে যে, ক্বিরান হজ্জ আদায় করীগণ কুরবাণী দেয়ার আগে মাথার চুল মুন্ডন করতে অথবা কাটতে পারবেন না। অতপর স্বাভাবিক পোশাক পরিধান করে

আবার মিনা থেকে মক্কা শরীফ এসে তাওয়াফে যেয়ারত আদায় করা। এরপর ১১ই জিলহজ্জ প্রথমে ছোট জামারায় ৭টি, তারপর মধ্যম জামারায় ৭টি, সর্বশেষে বড় জামারায় ৭টি, মোট ২১টি কংকর নিক্ষেপ করা। পরবর্তী দিন ১২ই জিলহজ্জ, অনুরূপভাবে ১১ই জিলহজ্জ এর নিয়ম অনুযায়ী তিন জামারাতে ৭টি করে মোট ২১টি কংকর নিক্ষেপ করে সূর্য ডুবার আগে মিনার সীমানা পার হয়ে মক্কা শরীফে চলে আসা। যারা ইচ্ছা করবেন মীনায় অবস্থানকে ১৩ই জিলহজ্জ পর্যন্ত বিলম্বিত করতে পারবেন। সে ক্ষেত্রে পূর্বের দুই দিনের মত ১৩ তারিখেও একই নিয়মে প্রতি জামারায় ৭টি করে ২১টি পাথর নিক্ষেপ করতে হবে। এবার মক্কা শরীফে আসার পর বিদেশী অর্থাৎ মীক্বাত এর বাইরে বসবাসকারী হজ্জ যাত্রীদেরকে, মক্কা শরীফ হতে দেশের উদ্দেশ্যে বিদায় নিয়ে চলে আসার দিন বিদায়ী তাওয়াফ আদায় করা। বিদায়ী তাওয়াফের নিয়ম হচ্ছে-ইহরাম ছাড়া স্বাভাবিক পোশাকে কা'বা শরীফে সাতবার চক্কর দিয়ে এক তাওয়াফ পূর্ণ করা। এরপর মক্বামে ইব্রাহীমের পিছনে যে কোন স্থানে দু'রাকাত ওয়াজিবুত

তাওয়াফ এর নামাজ আদায় করা। উল্লেখ্য, ভিড়ের কারণে মক্বামে ইবরাহীমের পিছনে এ নামাজ আদায় করা সম্ভব না হলে মসজিদুল হারামের যে কোন স্থানে আদায় করা যাবে। এ তাওয়াফে সাফা-মারওয়া সা'য়ী করতে হবে না।

৩. তামাত্তু হজ্জের বর্ণনা ঃ

হজ্জের মাসে মীক্বাত হতে শুধুমাত্র ওমরাহর নিয়্যতে ইহরাম বেঁধে মক্কা শরীফ পৌঁছে, প্রথমে ওমরাহ পালন করার পর হালাল হয়ে ইহরাম খুলে ফেলা। এরপর আবার দ্বিতীয় ইহরাম বেঁধে ৮ই জিলহজ্জ থেকে ১২ই জিলহজ্জ পর্যন্ত নির্দিষ্ট স্থানে হজ্জের সুনির্ধারিত কার্যক্রম সমূহ সুসম্পন্ন করাকে তামাত্তু হজ্জ বলে। প্রথম ইহরামের সময় শুধুমাত্র ওমরাহর নিয়্যত করতে হবে এবং ২য় ইহরামের সময় শুধুমাত্র হজ্জের নিয়্যত করতে হবে।

তামাত্তু হজ্জের ১৪টি জরুরী কাজ ঃ

*** ৫টি ফরজ**

১। নিয়্যত ও তালবিয়্যাহ্ পাঠ সহ ওমরাহর ইহরাম বাঁধা

২। ওমরাহর তাওয়াফ করা,
৩। নিয়্যত ও তালবিয়্যাহ্ পাঠ সহ হজ্জের ইহরাম বাঁধা
৪। আরাফাতের ময়দানে অবস্থান করা,
৫। তাওয়াফে যিয়ারত করা

*** ৯টি ওয়াজিবঃ**

১। ওমরাহর সা'য়ী করা,
২। ওমরাহর ইহরাম খোলার জন্যে মাথার চুল মুন্ডিয়ে ফেলা অথবা কেটে ছোট করা।
৩। মুযদালিফায় অবস্থান করা,
৪। ১০ই জিলহজ্জ মিনায় বড় জামারায় দ্বিপ্রহরের পূর্বে (জোহরের আগে) ৭টি কংকর নিক্ষেপ করা,
৫। কুরবাণী করা,
৬। হজ্জের ইহরাম খোলার জন্যে মাথার চুল মুন্ডিয়ে ফেলা অথবা কেটে ছোট করা।
৭। তাওয়াফে যিয়ারতের সা'য়ী করা,
৮। ১১ ও ১২ই জিলহজ্ তিন জামারার প্রত্যেকটিকে দৈনিক ৭টি করে কংকর নিক্ষেপ করা। আর যদি কেউ ১২ তারিখ মিনায় রাত্রে অবস্থান করেন তবে

১৩ই জিলহজ্জ উপরোক্ত নিয়মে তিন জামারায় কংকর নিক্ষেপ করা।

৯। বিদায়ী তাওয়াফ করা।

"তামাত্তু হজ্জ" আদায় করার সংক্ষিপ্ত বিবরণ

শুধুমাত্র ওমরাহ পালন করার নিয়্যতে মীক্বাত হতে ইহরাম বেঁধে, মক্কা শরীফ পেঁছার পর প্রথমে ওমরাহ পালন করে ইহরাম খুলে ফেলা এবং স্বাভাবিক পোশাক পরিধান করে ৭ই জিলহজ্জ পর্যন্ত মক্কা শরীফে অবস্থানকরা। অতঃপর আবার ৮ই জিলহজ্জ নিজের অবস্থানস্থল হতে হজ্জের নিয়্যতে ইহরাম বেঁধে মিনায় গমন ও অবস্থান, ৯ই জিলহজ্জ জোহর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত আরাফাতে অবস্থান এবং সেখানে জোহর ও আসর নামাজ এক আযানে ও দুই ইক্বামতে একসাথে কসর করে আদায় করা।

এরপর একই দিন দিবাগত রাত্রে মুযদালিফায় পৌঁছার পর মাগরিবের তিন রাকাত ফরজ ও এশার দুই রাকাত কসর নামাজ এক আযানে ও দুই ইক্বামতে একসাথে আদায় করে অবস্থান করা এবং সেখান থেকে ৪৯/৭০টি

কংকর সংগ্রহ করা।

এরপর ১০ই জিলহজ্জ ফজরের নামায আদায় করে ভোরের আলো ফর্সা হওয়ার পর সূর্যোদয়ের পূর্বে রওয়ানা করে মুযদালিফা থেকে মিনার ফিরে এসে দ্বিপ্রহরের পূর্বে (জোহরের আগে) একমাত্র বড় জামারায় ৭টি কংকর নিক্ষেপ করে, কুরবাণী দিয়ে, মাথার চুল মুন্ডিয়ে ফেলে অথবা ছোট করে ইহরাম খোলা। এখানে বিশেষভাবে খেয়াল রাখতে হবে যে তামাত্তু হজ্জ আদায় কারীগণ, কুরবাণী দেয়ার আগে মাথার চুল মুন্ডন করতে অথবা কাটতে পারবেন না। অতঃপর স্বাভাবিক পোশাক পরিধান করে আবার মিনা থেকে মক্কা শরীফ এসে তাওয়াফে যেয়ারত করা। এরপর ১১ই জিলহজ্জ প্রথমে ছোট জামারায় ৭টি, তারপর মাধ্যম জামারায় ৭টি, সবশেষে বড় জামারায় ৭টি, মোট ২১টি কংকর নিক্ষেপ করা। পরবর্তী দিন ১২ই জিলহজ্জ, অনুরূপভাবে ১১ই জিলহজ্জ এর নিয়ম অনুযায়ী তিন জামারার প্রত্যেকটিকে ৭টি করে মোট ২১টি কংকর নিক্ষেপ করে সূর্য ডুবার আগে মিনার সীমানা পার হয়ে মক্কা শরীফে চলে আসা। যারা ইচ্ছা

করবেন মীনায় অবস্থানকে ১৩ই জিলহজ্জ পর্যন্ত বিলম্বিত করতে পারবেন। সে ক্ষেত্রে পূর্বের দুই দিনের মত ১৩ তারিখেও একই নিয়মে প্রতি জামারায় ৭টি করে ২১টি পাথর নিক্ষেপ করতে হবে। এবার মক্কা শরীফে আসার পর বিদেশী অর্থাৎ মীক্বাতের বাইরে বসবাসকারী হজ্জ যাত্রীদের মক্কা শরীফ থেকে দেশের উদ্দেশ্যে চলে আসার দিন বিদায়ী তাওয়াফ আদায় করা। বিদায়ী তাওয়াফের নিয়ম হচ্ছে-ইহরাম ছাড়া স্বাভাবিক পোশাকে কা'বা শরীফ সাতবার চক্কর দিয়ে এক তাওয়াফ পূর্ণ করা। এরপর মক্বামে ইব্রাহীমের পিছনে যে কোন স্থানে দু'রাকাত ওয়াজিবুত তাওয়াফ এর নামাজ আদায় করা। উল্লেখ্য, ভিড়ের কারণে মক্বামে ইবরাহীমের পিছনে এ নামাজ আদায় করা সম্ভব না হলে মসজিদুল হারামের যে কোন স্থানে আদায় করা যাবে। এ তাওয়াফে সাফা-মারওয়া সা'য়ী করতে হবে না।

ওমরাহ পালনের বর্ণনা

❋ ওমরাহর ২টি ফরয ঃ

১। নিয়্যত ও তালবিয়্যাহ্ পাঠসহ মীক্বাত হতে ইহরাম বাঁধা

২। কা'বা শরীফ তাওয়াফ করা।

❋ ২টি ওয়াজিব ঃ

১ সাফা-মারওয়া সা'য়ী করা।

২। ওমরাহ ইহরাম খোলার জন্য মাথার চুল মুন্ডন করা অথবা কেটে ছোট করা।

"ওমরাহ" আদায় করার সংক্ষিপ্ত বিবরণ

মীক্বাত হতে ইহরাম বেঁধে মক্কা শরীফ পৌছার পর খানায়ে কা'বা সাতবার প্রদক্ষিণ বা তাওয়াফ পূর্ণ করে মাক্বামে ইব্রাহীমের পিছনে যে কোন স্থানে দু'রাকাত ওয়াজিবুত তাওয়াফ এর নামায আদায় করার পর সাফা-মারওয়া সাতবার সা'য়ী করে মাথার চুল মুন্ডিয়ে অথবা কেটে ছোট করলে একটি ওমরাহ আদায় হয়ে যাবে

পবিত্র মক্কা শহরে প্রবেশ করার পর দু'আ হিসেবে পড়া যায় ঃ

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ لِّىْ بِهَا قَرَارًا وَّارْزُقْنِىْ بِهَا حَلَالًا - اَللّٰهُمَّ هٰذَا الْبَلَدُ بَلَدُكَ وَالْبَيْتُ بَيْتُكَ جِئْتُ اَطْلُبُ رَحْمَتَكَ -

অর্থঃ "হে আল্লাহ তা'য়ালা! আমার জন্যে এ শহরকে শান্তিময় করে দাও এবং আমাকে হালাল রিযিক প্রদান করো। হে আল্লাহ্ তা'য়ালা! এ শহর তোমারই শহর, এ পবিত্র ঘর তোমারই ঘর। আমি তোমারই রহমত লাভের উদ্দেশ্যে এসেছি।" (তবে এ দু'আ পড়া বাধ্যতামূলক নয়)

তাওয়াফ এর বর্ণনা

"তাওয়াফ" শব্দের অর্থ-প্রদক্ষিণ করা। পবিত্র খানায়ে কা'বার চারিপাশে প্রদক্ষিণ করাকে তাওয়াফ বলে। হাজীদের সর্বপ্রথম কাজ হচ্ছে-তাওয়াফ করা। হাজারে আসওয়াদ বা কালো পাথর বসানো কা'বা শরীফের কোণা হতে তাওয়াফ আরম্ভ করতে হবে। অর্থাৎ নিয়ম অনুযায়ী হাজারে আসওয়াদকে মুখ দ্বারা সরাসরি চুম্বন দিয়ে সিজদার মত তাতে কপাল রেখে সংক্ষিপ্ত দোয়া করে বা দূর থেকে হাত দিয়ে স্পর্শ করে হাতে চুমু দিয়ে বা লাঠির এক মাথা দিয়ে স্পর্শ করে লাঠিতে চুমু দিয়ে

বা দূর থেকে হাত দ্বারা ইশারা করে হাতে চুমু দেয়া ছাড়া বিসমিল্লাহ আল্লাহু আকবর বলে কা'বা শরীফ হাতের বাঁয়ে রেখে হাতীমে কা'বা ভিতরে রেখে কা'বা শরীফের চারিদিকে ঘুরে প্রদক্ষিণের মাধ্যমে আবার হাজারে আসওয়াদ পর্যন্ত পৌঁছলে এক চক্কর পূর্ণ হবে। এইভাবে প্রতি চক্করের শুরুতে হাজরে আসওয়াদে ইসতিলাম করতে হবে। হাতীম কা'বার অংশ, তাই হাতীমের বাইরে থেকে তাওয়াফ করতে হবে। হাতীমের মধ্য দিয়ে কেউ তাওয়াফ করলে তার তাওয়াফ হবে না। এমনিভাবে সাতটি চক্কর সমাপ্ত করার পর মাক্বামে ইব্রাহীম এর পিছনে যে কোন স্থানে দু'রাকাত ওয়াজিবুত তাওয়াফ এর নামাজ আদায় করলে একটি তাওয়াফ পূর্ণ হবে। এক কথায় পবিত্র খানায়ে কা'বার চারিদিকে সাত চক্কর ও মাক্বামে ইব্রাহীম-এর পিছনে দু'রাকাত ওয়াজিবুত তাওয়াফের নামাজ আদায় করাকে একটি পূর্ণাঙ্গ তাওয়াফ বলা হয়। এ তাওয়াফের বহুবিধ ফজীলত রয়েছে। রাসুল পাক (সঃ) নিজেই বেশী বেশী কা'বা শরীফ তাওয়াফ করতেন এবং অন্যকেও উহা করার জন্যে উৎসাহ প্রদান করতেন। হাদীস শরীফে এসেছে- "আল্লাহ্ তা'য়ালা কা'বা শরীফ এর উপর প্রত্যেক দিন ১২০টি রহমত নাযিল করেন। তন্মধ্যে তাওয়াফ আদায় কারীদের জন্যে

৬০টি, নামাজ আদায়কারীদের জন্যে ৪০টি ও কা'বা শরীফ এর প্রতি যারা শুধু চেয়ে থাকবেন তাদের জন্যে ২০টি।" অপর এক হাদীসে এসেছে, "তাওয়াফ আদায়কারী এক পা তুলে অপর পা রাখার পূর্বে আল্লাহ তা'য়ালা তার ১টি পাপ মোছন করে দেন এবং ১টি নেকী তার নামে লিখে রাখেন।" অন্য হাদীসে বলা হয়েছে, "তওয়াফ শেষ করে (পূর্ণাঙ্গভাবে) দুই রাকাত নামায আদায় করলে একটি গোলাম আযাদ করার সওয়াব হয়।" সুতরাং (হজ্জ ও ওমরাহর তাওয়াফ ছাড়া) মক্কা শরীফ অবস্থানকালীন যত বেশি সম্ভব খানায়ে কা'বার নফল তাওয়াফ আদায় করা উচিত। মনে রাখতে হবে নফল তওয়াফ শেষে সাফা মারওয়া সায়ী নেই।

তবে খেয়াল রাখতে হবে তাওয়াফ যেন নিছক আনুষ্ঠানিক না হয়। তাওয়াফ কালে নিজের মনের গভীরে এই অনুভূতি রাখতে হবে যে, আল্লাহ তায়ালার এক গুনাহগার ও অসহায় বান্দাহ তাঁর পক্ষ থেকে মাগফিরাত ও রহমতের সুগভীর আশায় তাঁরই সুমহান ঘরের চারপাশে ঘুরে ঘুরে হৃদয়ের আকুতিগুলো বারে বারে পেশ করছে। বারে বারে অংগীকার করছে চিরদিন মহান মনিবের গোলামী করার, তাঁর নাফরমানী থেকে বেঁচে থাকার। তাঁর জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে এই পবিত্র ঘরের সুমহান মালিকের সন্তুষ্টি অর্জন করা।

আরবীতে নিয়্যত এবং তাওয়াফ ও সায়ীর দু'আ সম্পর্কে কিছু কথা

নিয়্যত বলতে মনে মনে কোন নেক কাজ সম্পাদন করার সংকল্প বা ইচ্ছা করা। নিয়্যত আরবীতে করতে হবে এমন কোন বাধ্য-বাধকতা শরীয়তে নেই। তবে মনের ইচ্ছ সহকারে আরবীতে করা হলে সওয়াব পাওয়া যাবে এবং আল্লাহ তা'য়ালাও খুশী হবেন। কেন না রাসুল পাক (সাঃ) এর হাদীস অনুযায়ী বেহেস্তের ভাষা আরবী, কুরআনের ভাষা আরবী ও রাসুল (সঃ) এর ভাষা আরবী এ তিনটি কারণে আল্লাহ তা'য়ালা আরবী ভাষাকে বেশি পছন্দ করেন। তবে মনে মনে নিজের মাতৃভাষায় নিয়্যত করলেও তা আদায় হবে।

তাওয়াফের জন্য নির্বাচিত কোন দু'আ নেই। বর্তমানে বিভিন্ন হজ্জ গাইড সমূহে তাওয়াফ ও সা'য়ী এর সাত চক্করের জন্যে সাতটি দু'আ পাঠ করার যে কথা বলা হয়েছে, এ সম্পর্কে কুরআন-হাদীসে অথবা কোন নির্ভরযোগ্য কিতাবে উল্লেখ নেই যে, দু'আগুলি অবশ্যই পড়তে হবে। তবে কথা হচ্ছে দু'আগুলি অর্থের দিক দিয়ে খুবই হৃদয়স্পর্শী। যেগুলো অর্থসহ জানা থাকলে আবেগ সহকারে পড়ে তৃপ্তি পাওয়া যায়। তাওয়াফের সময় নিজের জানা কুরআনে করীমের নির্বাচিত সুরা,

আয়াত, রাসুল (সঃ) এর শেখানো ইস্তেগফার, মসনুন আরবী দু'আ তাহমীদ, তাহলীল, তাকবীর, তাসবীহ ইত্যাদি পড়া যায়। অপরাগতায় সাত চক্করের প্রত্যেকটিতে নিজের মাতৃভাষায় মনের কোণে জমে থাকা যে কোন নেক দু'আ করা যায়। তবে এসব একাগ্রচিত্তে মনে মনে পড়তে হবে যেন অন্য তাওয়াফকারীদের তাওয়াফে ব্যাঘাত না ঘটে।

এ প্রসঙ্গে আরো উল্লেখ্য যে, অনেকে মনে করেন আরবীতে নিয়্যত বা দু'আগুলি না পড়লে হজ্জ পরিপূর্ণভাবে আদায় হবেনা। একথা মোটেও ঠিক নয়। এছাড়া দলবদ্ধভাবে বই পুস্তক দেখে দেখে উচ্চস্বরে এসব দু'আ পাঠ করা নিয়ম সম্মত ও সমিচীন নয়। কেননা এতে অন্যান্যদের তাওয়াফে মনোযোগ ছুটে যায় ও বিরক্তির উদ্রেক হয়।

✹ তাওয়াফ এর ৩টি ফরজঃ

১। নিয়্যত করা।

২। কা'বা শরীফের (এবং হাতিমের) বাহিরে থেকে তাওয়াফ আদায় করা।

৩। চক্করসমূহ পূর্ণ করা।

✹ তাওয়াফ এর ৭টি ওয়াজিবঃ

১। অযু সহকারে শরীর পাক-পবিত্র রাখা। বিনা অযুতে

তাওয়াফ করা যাবে না। তাওয়াফকালে ওযু চলে গেলে পূনরায় ওযু করে বাকী চক্করগুলো পুরা করতে হবে। মহিলাদের হায়েজ ও নেফাছ অবস্থায় তাওয়াফ আদায় করা যাবে না।

২। ছতর ঢাকা।

৩। হাতিমের বাইরে থেকে তাওয়াফ আদায় করা।

৪। পায়ে হেঁটে তাওয়াফ আদায় করা। অক্ষম ব্যক্তি হুইল চেয়ার বা খাটিয়ায় করতে পারবেন।

৫। হাজারে আসওয়াদ থেকে ডানদিকে তাওয়াফ শুরু করা এবং কা'বা শরীফকে তাওয়াফ আদায়কারীর বাঁয়ে রাখা।

৬। এক নাগাড়ে সাত চক্কর দিয়ে তাওয়াফ পূর্ণ করা।

৭। তাওয়াফ শেষ হলে মাক্বামে ইব্রাহীম-এর পিছনে যে কোন স্থানে দু'রাকাত ওয়াজিবুত তাওয়াফ এর নামায আদায় করা।

❋ তাওয়াফের সুন্নত সমূহঃ

১। হাজারে আসওয়াদ চুম্বন করা।

২। ইযতেবা করা অর্থাৎ ইহরামের কাপড় ডান বগলের নীচ দিক হতে পেঁচিয়ে বাম কাঁধের উপর স্থাপন করা। শুধু প্রথমবার তাওয়াফে ইযতেবা করতে হবে। তাওয়াফ শেষে নামাজের পূর্বে চাদর ঠিক করে উভয় কাঁধে রাখতে হবে।

৩। প্রথম তিন চক্করে রমল করা অর্থাৎ বুক ফুলিয়ে ছোট ছোট করে পা ফেলে দ্রুত গতিতে (যতদূর সম্ভব) বীরের মত চলা। শুধু প্রথমবার তাওয়াফে রমল করতে হবে। পরে আর কোন তাওয়াফে রমল করতে হবে না।

৪। মুখে চুম্বন বা হাতে স্পর্শ করতে না পারলে ইশারা করার সময় হাজারে আসওয়াদের দিকে মুখ করা।

৫। তিন চক্করের পর বাকী চক্কর সমূহে সাধারণ গতিতে চলা।

৬। তাওয়াফ শুরু করার পূর্বে **বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবর** বলে হাজারে আসওয়াদ চুম্বন করা অথবা হাজারে আসওয়াদ চুম্বনের নিয়্যতে দুই হাতকে উঁচু করে দূর থেকে সেদিকে দেখে ইশারা করা।

৭। প্রত্যেক চক্কর শেষ করে উপরোক্ত নিয়মে হাজারে আসওয়াদ চুম্বন করা।

মক্কা শরীফ পৌছার পর প্রথম তাওয়াফ বা ওমরাহ্ আদায় করার সতর্কতা

হজ্জ বা ওমরাহ উদ্দেশ্যে মক্কা শরীফ পৌছার পর আপনি যে বাসাতে অবস্থান করবেন, প্রথমে সেখানে নিজের জিনিসপত্র সংরক্ষণ করে রেখে প্রয়োজনে একটু বিশ্রাম নিন। যেহেতু আপনি সুদীর্ঘ পথ সফর করে এসেছেন, তাই এ ক্লান্ত শরীর নিয়ে এবং মনের

আবেগে যদি তাড়াহুড়া করে তাওয়াফ বা ওমরাহ্ করতে যান, তাহলে আপনি অসুস্থ্ হয়ে যেতে পারেন। ফলে ওমরাহ্ বা হজ্জের কার্যক্রম বিঘ্নিত হতে পারে।

অতঃপর তাওয়াফ বা ওমরাহ করার উদ্দেশ্যে যখন মসজিদুল হারামে প্রবেশ করবেন তখন নিম্মোক্ত দু'আটি পাঠ করবেনঃ

মসজিদুল হারামে প্রবেশে দু'আ

بِسْمِ اللّٰهِ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِيْ ذُنُوْبِيْ وَافْتَحْ لِيْ اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ ـ

অর্থঃ "মহান আল্লাহ তা'য়ালার নামে প্রবেশ করছি এবং রাসুল পাক (সঃ) এর উপর অজস্র ধারায় রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক। হে আল্লাহ পাক! আমার গুনাহসমূহ মাফ করে দাও এবং আমার জন্যে তোমার রহমতের দরজাসমূহ খুলে দাও।" (ফিকহুস্ সুন্নাহ)

অতঃপর যখন আপনার তামাম জীবনের স্বপ্ন খানায়ে কা'বার নয়নাভিরাম, মহিমাময় ও মোবারক দৃশ্য আপনার চোখের সামনে ভেসে উঠবে রাব্বুল আলামীনের শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশের উদ্দেশ্যে হৃদয়ের সমস্ত

আবেগ উজাড় করে পবিত্র তাকবীর ধ্বনী উচ্চারণ করবেন।

কা'বা শরীফ প্রথম দেখার সাথে সাথে পাঠ করার মত একটি মনোরম দু'আ ঃ

اَللّٰهُ اَكْبَرْ اَللّٰهُ اَكْبَرْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرْ اَللّٰهُ اَكْبَرْ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ اَللّٰهُمَّ زِدْ هٰذَا الْبَيْتَ تَشْرِيْفًا وَّتَعْظِيْمًا وَّتَكْرِيْمًا وَّمَهَابَةً وَزِدْ مَنْ شَرَّفَهٗ وَعَظَّمَهٗ مِمَّنْ حَجَّهٗ اَوِاعْتَمَرَهٗ تَشْرِيْفًا وَّتَكْرِيْمًا وَّتَعْظِيْمًا وَبِرًّا -

অর্থঃ "আল্লাহ তা'য়ালা মহান! আল্লাহ তা'য়ালা মহান। তিনি ছাড়া আর কোন মা'বুদ নেই। আল্লাহ তা'য়ালা মহান। আল্লাহ তা'য়ালা মহান। আর আল্লাহ তা'য়ালার জন্যে সকল প্রশংসা। হে আল্লাহ তা'য়ালা! এ পবিত্র ঘরের মর্যাদা, সম্মান এবং ভাব গাম্ভীর্য বৃদ্ধি করে দাও।

আর এ ঘরের ওমরাহ্ ও হজ্জ পালনকারীর মর্যাদা ও সম্মান বৃদ্ধি করে দাও।" (রাওয়াহুস্ শাফেয়ী)
'আল্লাহু আকবর' থেকে 'ওয়ালিল্লাহিল হামদ' পর্যন্ত তাকবীর ও প্রশংসা ধ্বনি আমরা খুব সহজে উচ্চারণ করতে পারি।
এরপর ধীরে ধীরে মসজিদুল হারাম থেকে 'মাতাফ' অর্থাৎ তাওয়াফ করার খালি স্থানে নেমে পড়বেন। এ সময় আপনি দেখতে পাবেন যে, হাজার হাজার কা'বা প্রেমিক মুসলিম নর-নারী খানায়ে কা'বার চারিদিকে পানির স্রোতের মত ঘুরে ঘুরে আল্লাহ তা'য়ালার পবিত্র কা'বা ঘর তাওয়াফ করছেন। এবার আপনার প্রথম দায়িত্ব হচ্ছে-ইজতেবা করা অর্থাৎ আপনার ইহরামের কাপড় ডান বগলের নীচ দিক হতে পেঁচিয়ে বাম কাঁধের উপর স্থাপন করা। এরপর মনে মনে তাওয়াফের নিয়্যত করার পর তালবিয়্যাহ্ পাঠ করতে করতে ধীরে ধীরে হাজারে আসওয়াদ বসানো কা'বা শরীফের কোণায় চলে যান। যেখানে আপনি দেখতে পাবেন হাজারে আসওয়াদের মধ্যে লোকেরা চুম্বন খাচ্ছেন এবং পাশে কয়েকজন পুলিশও দাঁড়িয়ে আছেন। লোকজনের প্রচন্ড ভীড়ে হাজারে আসওয়াদ সরাসরি চুম্বন করা সম্ভব না হলে হাজারে আসওয়াদ বরাবর দূর থেকে দাঁড়িয়ে

আপনার হাত দুটি উপরে তুলে হাতের তালু হাজারে আসওয়াদের দিকে রেখে পবিত্র হাজারে আসওয়াদের প্রতি ইশারা করে নিম্মোক্ত দু'আটি পড়বেন।

بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ

অর্থঃ আল্লাহ তা'য়ালার নামে আরম্ভ করছি। আল্লাহ তা'য়ালা মহান।

এবার সামনে চলবেন এবং প্রত্যেক চক্করে নিম্মোক্ত দু'আ সমূহ বা তার মর্মার্থ বা নিজের জানা কুরআনে করীমের নির্বাচিত কোন সুরা, আয়াত, তাসবীহ, তাহমিদ, তাহলিল, তাকবীর, ইস্তেগফার এবং নিজের ইচ্ছানুযায়ী দু'আ ইত্যাদি মনে মনে পাঠ করবেন অন্তরের গভীর আবেগ ও আকুতি সহকারে।

তাওয়াফের চক্কর সমূহে পড়া যায় এমন দু'আ

(যার কোনটি কোন চক্করে বাধ্যতামূলক নয়)

এটি অবশ্য জানার বিষয় যে, রুকনে ইয়ামেনী ও হজরে আসওয়াদের মধ্যবর্তী দোয়াটি ছাড়া তাওয়াফের কোন চক্করে আল্লাহর রসুল (সঃ) কোন দোয়া নির্দিষ্ট করে দেননি

প্রথম দোয়া :

প্রথমবার তাওয়াফে ১ম তিন চক্করে রমল বা একটু ঘন কদমে হাটা সুন্নত। তবে ভিড়ের কারণে সম্ভব না হলে অসুবিধা নেই।

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ
وَاللّٰهُ اَكْبَرْ ـ وَلَاحَوْلَ وَلَاقُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ
الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ
عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ
وَسَلَّمَ اَللّٰهُمَّ اِيْمَانًا بِكَ وَتَصْدِيْقًا بِكِتَابِكَ
وَوَفَآءً بِعَهْدِكَ وَاِتِّبَاعًا لِسُنَّةِ نَبِيِّكَ؛
وَحَبِيْبِكَ سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ
تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ ـ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْٓ
اَسْئَلُكَ اَلْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ وَالْمُعَافَاةَ
الدَّآئِمَةَ فِى الدِّيْنِ وَالدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ
وَالْفَوْزَ بِالْجَنَّةِ وَالنَّجَاةَ مِنَ النَّارِ ـ

অর্থ ঃ "আল্লাহ পাক-পবিত্র এবং সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই জন্য; আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নেই। আল্লাহ তা'য়ালা সর্বশ্রেষ্ঠ ও মহামহিম। আল্লাহর অনুগ্রহ ছাড়া ভাল কাজ করার এবং মন্দ হতে বেঁচে থাকার কোন উপায় নাই। মহান আল্লাহ তা'য়ালার নামে শুরু করছি। অবারিত অনুগ্রহ ও শান্তি বর্ষিত হোক আল্লাহ তা'য়ালার প্রিয় রাসুল (সাঃ) এর প্রতি এবং তাঁর আওলাদের প্রতি। হে আল্লাহ তা'য়ালা! আমি তোমাকেই মাবুদ বলে স্বীকার করছি এবং তোমারকেই সত্য বলে জেনেছি এবং তোমার কিতাবকে সত্য বলে বিশ্বাস করেছি, তোমার সাথে কৃত অঙ্গীকার আমি পালন করি এবং তোমার নবী ও প্রিয় হাবীব, আমাদের নবী ও নেতা হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাতের অনুসরণ করি। হে আল্লাহ তা'য়ালা! দ্বীন-দুনিয়া ও আখেরাতে আমি তোমার নিকট ক্ষমা, সুস্থতা, স্থায়ী রোগ মুক্তি কামনা করছি। আর তোমার নিকট জান্নাত লাভের আশা ও জাহান্নাম থেকে বাঁচার প্রার্থনা করছি।" (ইবনে মা'জা)। এটি কোন নির্ধারিত দোয়া নয়। তাই আপনার দ্বীনি ও বন্দেগানা আবেগ-অনুভূতি অনুযায়ী যে কোন নেক দোয়া আপনি পড়তে পারেন।

অত:পর সম্ভব হলে রোকনে ইয়ামনী হাতে স্পর্শ করবেন।

হাতে স্পর্শ করা সম্ভব না হলে ইশারা করার বা তাকবীর বলার কোন নিয়ম নেই। রুকনে ইয়ামানী হতে হাজারে আসওয়াদ পর্যন্ত যাওয়ার সময় নবীজি (সঃ) এর সুন্নত অনুযায়ী অবশ্যই পড়বেন ঃ

رَبَّنَآ اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ -(راوه ابو داود)

অর্থ : হে আমাদের প্রতিপালক! দুনিয়া ও আখেরাতে তুমি আমাদেরকে কল্যাণ দান করো এবং দোযখের শাস্তি হতে মুক্তি দান করো। (আবু দাউদ)

উল্লেখ্য, তাওয়াফকালে প্রিয়নবী (সঃ) হাজারে আসওয়াদ ও রুকনে ইয়ামানী হাত দ্বারা স্পর্শ করতেন। তিনি বলেছেন, "হাজারে আসওয়াদ ও রুকনে ইয়ামানীর স্পর্শে অবশ্যই গুনাহ সমূহ মাফ হয়ে যায়।"(তিরমিযী) এ ছাড়া তিনি কাবা শরীফের অন্য কোন স্থানে হাত লাগাতেন না। এভাবে ঘুরে হাজারে আসওয়াদের কাছে পৌঁছলে এক চক্কর পূর্ণ হবে। পুনরায় উভয় হাত উপরে তুলে **'বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবর'** বলে পূর্বের নিয়মে দ্বিতীয় চক্কর শুরু করবেন।

দ্বিতীয় দোয়া :

اَللّٰهُمَّ اِنَّ هٰذَا الْبَيْتَ بَيْتُكَ وَالْحَرَمَ حَرَمُكَ وَالْاَمْنَ اَمْنُكَ وَالْعَبْدَ عَبْدُكَ وَاَنَا عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدِكَ وَهٰذَا مَقَامُ الْعَائِذِبِكَ مِنَ النَّارِ فَحَرِّمْ لُحُوْمَنَا وَبَشَرَتَنَا عَلَى النَّارِ، اَللّٰهُمَّ حَبِّبْ اِلَيْنَا الْاِيْمَانَ وَزَيِّنْهُ فِىْ قُلُوْبِنَا وَكَرِّهْ اِلَيْنَا الْكُفْرَ وَالْفُسُوْقَ وَالْعِصْيَانَ وَاجْعَلْنَا مِنَ الرَّاشِدِيْنَ اَللّٰهُمَّ قِنِىْ عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ اَللّٰهُمَّ ارْزُقْنِىْ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ ـ

অর্থ ঃ "হে আল্লাহ তা'য়ালা! নিশ্চয়ই এ ঘর তোমারই ঘর। এ হারাম তোমারই হারাম। এর নিরাপত্তা তোমারই

প্রদত্ত নিরাপত্তা। আর বান্দা তোমারই বান্দা। আমিও তোমারই বান্দা এবং তোমার বান্দার সন্তান। দোযখের আগুণ হতে তোমার নিকট আশ্রয় চাওয়ার এটাই সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান। অতএব তুমি আমাদের দেহের গোশত ও চামড়াকে দোযখের আগুনের প্রতি হারাম করে দাও। হে আল্লাহ তা'য়ালা! তুমি ঈমানকে আমাদের নিকট প্রিয় করে দাও এবং ঈমানের প্রতি আমাদের অন্তরসমূহে আকর্ষণ সৃষ্টি করে দাও। কুফরী, অবাধ্যতা ও অপরাধ প্রবণতার প্রতি আমাদের অন্তরসমূহে ঘৃণার সঞ্চার করে দাও এবং আমাদেরকে সত্য পথের পথিক বানাও। হে আল্লাহ তা'য়ালা! যেদিন তুমি তোমার বান্দাগণকে বিচারের জন্য সমবেত করবে, সেদিনের শাস্তি হতে আমাকে রক্ষা করো। হে আল্লাহ তা'য়ালা! আমাকে বিনা বিচারে বেহেশত নসীব করো।" এটি কোন নির্ধারিত দোয়া নয়। তাই আপনার দ্বীনি ও বন্দেগানা আবেগ-অনুভুতি অনুযায়ী যে কোন নেক দোয়া আপনি পড়তে পারেন।

অত:পর সম্ভব হলে রোকনে ইয়ামনী হাতে স্পর্শ করবেন। হাতে স্পর্শ করা সম্ভব না হলে ইশারা করার বা তাকবীর বলার কোন নিয়ম নেই। রুকনে ইয়ামানী হতে হাজারে আসওয়াদ পর্যন্ত যাওয়ার সময় নবীজি (স:) এর সুন্নত অনুযায়ী অবশ্যই পড়বেন ঃ

رَبَّنَا اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ-

অত:পর হাজারে আসওয়াদের সামনে পৌঁছলে উভয় হাত উপরে তুলে **'বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবর'** বলে পূর্বের নিয়মে তৃতীয় চক্কর শুরু করবেন।

তৃতীয় দোয়া :

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الشَّكِّ وَالشِّرْكِ وَالشِّقَاقِ وَالنِّفَاقِ وَسُوْءِ الْاَخْلَاقِ وَسُوْءِ الْمَنْظَرِ وَالْمُنْقَلَبِ فِى الْمَالِ وَالْاَهْلِ وَالْوَلَدِ، اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ رِضَاكَ وَالْجَنَّةَ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ سَخَطِكَ وَالنَّارِ، اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ فِتْنَةِ

الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ - وَاَعُوْذُبِكَ مِنَ الْمَاثَمِ

وَالْمَغْرَمِ -

অর্থ ঃ "হে আল্লাহ তা'য়ালা! আমি আমার ঈমানের মধ্যে সংশয়-সন্দেহ, শিরক, অবাধ্যতা, মুনাফেকী, মন্দচরিত্র এবং বাড়ী ফিরে আমার ধন-সম্পদ ও পরিবার-পরিজন ও সন্তানাদির অনিষ্টজনিত দর্শন হতে তোমার দরবারে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। হে আল্লাহ তা'য়ালা! আমি তোমার সন্তুষ্টি এবং জান্নাত লাভের প্রার্থনা করছি। তোমার অসন্তুষ্টি এবং জাহান্নামের লেলিহান আগুন হতে তোমার দরবারে আমি আশ্রয় প্রার্থনা করছি। হে আল্লাহ তা'য়ালা! কবরের কঠিন আযাব এবং জীবন-মৃত্যুর যাবতীয় বিপর্যয় হতে তোমার দরবারে আশ্রয় প্রার্থনা করছি এবং তোমার নিকট পাপী ও ঋণগ্রস্ত হওয়া থেকে পরিত্রাণ চাই।" এটি কোন নির্ধারিত দোয়া নয়। তাই দ্বীনি ও বন্দেগানা আবেগ-অনুভুতি অনুযায়ী যে কোন নেক দোয়া আপনি পড়তে পারেন।

অত:পর সম্ভব হলে রোকনে ইয়ামনী হাতে স্পর্শ করবেন। হাতে স্পর্শ করা সম্ভব না হলে ইশারা করার বা তাকবীর বলার কোন নিয়ম নেই। রুকনে ইয়ামানী হতে হাজারে আসওয়াদ পর্যন্ত যাওয়ার সময় নবীজি (স:) এর সুন্নত অনুযায়ী অবশ্যই পড়বেন ঃ

رَبَّنَا اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ-

অত:পর হাজারে আসওয়াদের সামনে পৌঁছলে উভয় হাত উপরে তুলে **'বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবর'** বলে পূর্বের নিয়মে চতুর্থ চক্কর শুরু করবেন।

চতুর্থ দোয়া :

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ حَجًّا مَّبْرُوْرًا وَّسَعْيًا مَّشْكُوْرًا وَّذَنْبًا مَّغْفُوْرًا وَّعَمَلًا صَالِحًا مَّبْرُوْرًا وَّمَقْبُوْلًا وَّتِجَارَةً لَّنْ تَبُوْرَ يَا عَالِمَ مَا فِى الصُّدُوْرِ وَاَخْرِجْنِىْ يَا اللّٰهُ مِنَ الظُّلُمَاتِ اِلَى النُّوْرِ، اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ مُوْجِبَاتِ رَحْمَتِكَ وَعَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ وَالسَّلَامَةَ مِنْ كُلِّ اِثْمٍ وَّالْغَنِيْمَةَ مِنْ كُلِّ بِرٍّ وَّالْفَوْزَ بِالْجَنَّةِ وَالنَّجَاةَ

مِنَ النَّارِ رَبِّ قَنِّعْنِىْ بِمَا رَزَقْتَنِىْ وَبَارِكْ لِىْ فِيْمَا اَعْطَيْتَنِىْ وَاخْلُفْ عَلٰى كُلِّ غَائِبَةٍ لِّىْ مِنْكَ بِخَيْرٍ -

অর্থ ঃ "হে আল্লাহ তা'য়ালা! আমার এ হজ্জকে মকবুল হজ্জ বানিয়ে দাও। আমার এ প্রচেষ্টাকে গ্রহণ করে নাও। আমার গুনাহ সমূহ ক্ষমা করে দাও। আমার সমস্ত নেক আমলকে গ্রহণযোগ্য ও কবুল করে নাও। ব্যবসারূপী আমার এসব পূণ্যময় আমলকে লোকসানমূক্ত করে দাও। হে অন্তর্যামি! হে আল্লাহ তা'য়ালা! আমাকে গোমরাহীর অন্ধকার হতে বের করে হিদায়াতের আলোকে আলোকোজ্জ্বল পথে পরিচালিত করো। হে আল্লাহ তা'য়ালা! আমি তোমার দরবারে রহমত ও মাগফিরতের অবলম্বন প্রার্থনা করছি। আমি তোমার দরবারে সকল প্রকার গুনাহ হতে বাঁচার এবং সকল প্রকার নেকী হতে উপকৃত হওয়ার তাওফীক চাচ্ছি। জান্নাত লাভের সাফল্য কামনা করছি এবং জাহান্নামের আযাব হতে পরিত্রাণ প্রার্থনা করছি। হে পরওয়ারদিগার! তুমি যে রিযিক আমাকে দান করেছো, তাতেই আমাকে তৃপ্ত ও সন্তুষ্ট রাখ এবং তোমার প্রদত্ত নিয়ামতরাজিতে আমাকে

বরকত দাও। আমাকে অদৃশ্য সমস্ত বিপদ আপদ থেকে রক্ষা করো, সকল অকল্যাণ তোমার কল্যাণ দ্বারা পূর্ণ করে দাও।" এটি কোন নির্ধারিত দোয়া নয়। তাই আপনার দ্বীনি ও বন্দেগানা আবেগ-অনুভুতি অনুযায়ী যে কোন নেক দোয়া আপনি পড়তে পারেন।

অত:পর সম্ভব হলে রোকনে ইয়ামনী হাতে স্পর্শ করবেন। হাতে স্পর্শ করা সম্ভব না হলে ইশারা করার বা তাকবীর বলার কোন নিয়ম নেই। রুকনে ইয়ামানী হতে হাজারে আসওয়াদ পর্যন্ত যাওয়ার সময় নবীজি (সঃ) এর সুন্নত অনুযায়ী অবশ্যই পড়বেন ঃ

رَبَّنَا اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ

অত:পর হাজারে আসওয়াদের সামনে পৌঁছলে উভয় হাত উপরে তুলে **'বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবর'** বলে পূর্বের নিয়মে পঞ্চম চক্কর শুরু করবেন।

পঞ্চম দোয়া ঃ

اَللّٰهُمَّ اَظِلَّنِىْ تَحْتَ ظِلِّ عَرْشِكَ يَوْمَ لَا ظِلَّ اِلَّا ظِلُّ عَرْشِكَ وَلَابَاقِىَ اِلَّا وَجْهُكَ وَاسْقِنِىْ

مِنْ حَوْضِ نَبِيِّكَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ
تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمْ شَرْبَةً هَنِيْئَةً مَرِيْئَةً
لَانَظْمَاءُ بَعْدَهَا اَبَدًا ، اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ
مِنْ خَيْرِ مَاسَأَلَكَ مِنْهُ نَبِيُّكَ سَيِّدُنَا مُحَمَّدٌ
صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ وَاَعُوْذُ
بِكَ مِنْ شَرِّ مَا اسْتَعَاذَبِكَ مِنْهُ نَبِيُّكَ سَيِّدُنَا
مُحَمَّدٌ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ،
اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ الْجَنَّةَ وَنَعِيْمَهَا وَمَا
يُقَرِّبُنِىْ اِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ اَوْ فِعْلٍ اَوْ عَمَلٍ
وَاَعُوْذُبِكَ مِنَ النَّارِ وَمَا يُقَرِّبُنِىْ اِلَيْهَا مِنْ
قَوْلٍ اَوْفِعْلٍ اَوْعَمَلٍ -

অর্থ ঃ "হে আল্লাহ তা'য়ালা! আমাকে ঐ দিন তোমার আরশের নীচে ছায়া দান করো, যে দিন তোমার আরশের ছায়া ছাড়া আর কোন ছায়া থাকবে না এবং তুমি ছাড়া অন্য কোন সত্তার অস্তিত্ব থাকবে না। আমাকে তোমার নবী, আমাদের নেতা মুহাম্মদ (সাঃ) এর হাউয হতে সুপেয় সুমিষ্ট পানীয় প্রদান করো, যে পানীয় পান করার পর আর কখনও পিপাসা লাগবে না। হে আল্লাহ তা'য়ালা! তোমার নবী, আমাদের নেতা মুহাম্মদ (সাঃ) তোমার কাছে যেসব কল্যাণ ও মঙ্গল চেয়েছিলেন, সেগুলো আমিও তোমার নিকট চাচ্ছি এবং যে অকল্যাণ হতে তোমার নবী, আমাদের নেতা মুহাম্মদ (সাঃ) তোমার কাছে আশ্রয় চেয়েছিলেন সেগুলো হতে আমিও তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি। হে আল্লাহ তা'য়ালা! আমি তোমার কাছে জান্নাত ও তার নিয়ামতসমূহ এবং জান্নাতের নিকটবর্তী করতে পারে এমন কথা, কাজ ও আমলের জন্য প্রার্থনা করছি এবং আমি তোমার কাছে জাহান্নামের নিকটবর্তী করবে এমন কাজ, কথা ও আমল হতে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।" এটি কোন নির্ধারিত দোয়া নয়। তাই আপনার দ্বীনি ও বন্দেগানা আবেগ-অনুভুতি অনুযায়ী যে কোন নেক দোয়া আপনি পড়তে পারেন।

অত:পর সম্ভব হলে রোকনে ইয়ামনী হাতে স্পর্শ

করবেন। হাতে স্পর্শ করা সম্ভব না হলে ইশারা করার বা তাকবীর বলার কোন নিয়ম নেই। রুকনে ইয়ামানী হতে হাজারে আসওয়াদ পর্যন্ত যাওয়ার সময় নবীজি (স:) এর সুন্নত অনুযায়ী অবশ্যই পড়বেন ঃ

رَبَّنَا اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِي الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ-

অত:পর হাজারে আসওয়াদের সামনে পৌঁছলে উভয় হাত উপরে তুলে **'বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবর'** বলে পূর্বের নিয়মে ষষ্ঠ চক্কর শুরু করবেন।

ষষ্ঠ দোয়া :

اَللّٰهُمَّ اِنَّ لَكَ عَلَىَّ حُقُوْقًا كَثِيْرَةً فِيْمَا بَيْنِىْ وَبَيْنَكَ وَحُقُوْقًا كَثِيْرَةً فِيْمَا بَيْنِىْ وَبَيْنَ خَلْقِكَ، اَللّٰهُمَّ مَاكَانَ لَكَ مِنْهَا فَاغْفِرْهُ لِىْ وَمَاكَانَ لِخَلْقِكَ فَتَحَمَّلْهُ عَنِّىْ وَاَغْنِنِىْ بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ وَبِطَاعَتِكَ عَنْ

مَعْصِيَتِكَ وَبِفَضْلِكَ عَنْ مَّنْ سِوَاكَ يَا
وَاسِعَ الْمَغْفِرَةِ، اَللّٰهُمَّ اِنَّ بَيْتَكَ عَظِيْمٌ
وَوَجْهَكَ كَرِيْمٌ وَاَنْتَ يَا اَللّٰهُ حَلِيْمٌ كَرِيْمٌ
عَظِيْمٌ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّيْ ـ

অর্থ ঃ "হে আল্লাহ তা'য়ালা! আমার প্রতি তোমার অর্পিত এমন অনেক দায়-দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে, যা কেবল তোমার আর আমার মধ্যে সম্পর্কিত এবং এমন আরো অনেক দায়-দায়িত্ব আমার উপর রয়েছে, যা তোমার সৃষ্টি ও আমার মাঝে সম্পর্কিত। হে আল্লাহ তা'য়ালা! আমার উপর অর্পিত তোমার যে হক আমি আদায় করতে পারিনি তা ক্ষমা করে দাও এবং তোমার সৃষ্টির যেসব হক আমি আদায় করতে পারিনি আমার পক্ষ থেকে তা তুমি আদায় করো। তোমার হালাল দ্বারা তোমার হারাম হতে আমাকে মুক্ত রাখ। তোমার আনুগত্যের মাধ্যমে আমাকে তোমার নাফরমানী হতে বাঁচাও। তোমার অনুগ্রহ দ্বারা অন্যের মুখাপেক্ষী হওয়া হতে আমাকে বাঁচাও। হে সুপ্রসস্ত ও সুন্দর ক্ষমাশীল! তোমার এ পবিত্র ঘর অনেক সম্মানিত, তোমার পবিত্র সত্ত্বা অনেক সুমহান। হে আল্লাহ তা'য়ালা! তুমি সীমাহীন

সহনশীল ও দয়ালু। অপরাধ ক্ষমা করা তোমার প্রিয় কাজ, অতএব আমাকে ক্ষমা করে দাও।" এটি কোন নির্ধারিত দোয়া নয়। তাই আপনার দ্বীনি ও বন্দেগানা আবেগ-অনুভুতি অনুযায়ী যে কোন নেক দোয়া আপনি পড়তে পারেন।

অত:পর সম্ভব হলে রোকনে ইয়ামনী হাতে স্পর্শ করবেন। হাতে স্পর্শ করা সম্ভব না হলে ইশারা করার বা তাকবীর বলার কোন নিয়ম নেই। রুকনে ইয়ামানী হতে হাজারে আসওয়াদ পর্যন্ত যাওয়ার সময় নবীজি (স:) এর সুন্নত অনুযায়ী অবশ্যই পড়বেন ঃ

رَبَّنَا اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ-

অত:পর হাজারে আসওয়াদের সামনে পৌঁছলে উভয় হাত উপরে তুলে '**বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবর**' বলে পূর্বের নিয়মে সপ্তম চক্কর শুরু করবেন।

সপ্তম দোয়া :

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ اِيْمَانًا كَامِلًا وَّيَقِيْنًا صَادِقًا وَّقَلْبًا خَاشِعًا وَلِسَانًا ذَاكِرًا وَرِزْقًا

وَّاسِعًا وَكَسْبًا مُّبَارَكًا حَلَالًا طَيِّبًا وَتَوْبَةً
نَّصُوْحًا وَتَوْبَةً قَبْلَ الْمَوْتِ وَرَاحَةً عِنْدَ
الْمَوْتِ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً بَعْدَ الْمَوْتِ
وَالْعَفْوَ عِنْدَ الْحِسَابِ وَالْفَوْزَ بِالْجَنَّةِ
وَالنَّجَاةَ مِنَ النَّارِ بِرَحْمَتِكَ يَا عَزِيْزُ يَا غَفَّارُ،
رَبِّ زِدْنِىْ عِلْمًا وَاَلْحِقْنِىْ بِالصَّالِحِيْنَ -

অর্থ ঃ "হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট পরিপূর্ণ ঈমান, দৃঢ় ও সঠিক বিশ্বাস, তোমার ভয়ে ভীত অন্তর, তোমার যিকিরে মশগুল জিহ্বা, সচ্ছল জীবিকা, পবিত্র ও হালাল রোযগার, নিষ্ঠাপূর্ণ তাওবা, মৃত্যুর পূর্বে সচেতন তাওবা, মৃত্যুর কঠিন সময়ে প্রশান্তি, মৃত্যুর পরে ক্ষমা ও দয়া, শেষ বিচারের সময়ে সহনশীলতা ও মার্জনা, জান্নাত লাভের মাধ্যমে সাফল্য ও দোযখ হতে পরিত্রাণ চাচ্ছি। হে মহাপরাক্রমশীল ও ক্ষমাশীল! তোমার দয়ায় আমার দু'আ কবুল কর। হে আমার প্রতিপালক! আমার জ্ঞান-গরিমা বাড়িয়ে দাও এবং সৎ কর্মশীলগণের দলে আমাকে শামিল

কর।" এটি কোন নির্ধারিত দোয়া নয়। তাই আপনার দ্বীনি ও বন্দেগানা আবেগ-অনুভূতি অনুযায়ী যে কোন নেক দোয়া আপনি পড়তে পারেন।

অত:পর সম্ভব হলে রোকনে ইয়ামনী হাতে স্পর্শ করবেন। হাতে স্পর্শ করা সম্ভব না হলে ইশারা করার বা তাকবীর বলার কোন নিয়ম নেই। রুকনে ইয়ামানী হতে হাজারে আসওয়াদ পর্যন্ত যাওয়ার সময় নবীজি (স:) এর সুন্নত অনুযায়ী অবশ্যই পড়বেন ঃ

رَبَّنَا اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ -

অতঃপর এখানে খেয়াল রাখতে হবে যে, সাতচক্কর পূর্ণ হলে হাজরে আসওয়াদকে পূর্বের নিয়মে চুম্বন করে তাওয়াফ সমাপ্ত করবেন। এরপর মক্বামে ইব্রাহীমের পেছনে যে কোন স্থানে দু'রাকাত ওয়াজীবুত তাওয়াফ এর নামাজ আদায় করবেন। এ নামাজে জানা থাকলে হুযুর (স:) এর সুন্নত অনুযায়ী ১ম রাকাতে সুরা কাফেরুন ও ২য় রাকাতে সুরা এখলাছ পড়বেন। অন্যথায় যে কোন সুরা পাঠ করা যাবে। এখানে উল্লেখ্য যে, ইহরামের যে কাপড়টি আপনার গায়ে ডান বগলের নীচ দিয়ে পেঁচানো ছিলো, উহা ঠিকঠাক করে চাদরের

মত গায়ে জড়াবেন। কিন্তু চাদর দ্বারা মাথা ঢাকা যাবে না। তারপর নামায আদায় করবেন। নামায শেষে সেখানে দাঁড়িয়ে জানা থাকলে নিম্নে উল্লেখিত দু'আটি পড়া যায়, তা জানা না থাকলে প্রাণভরে অন্য যে কোন দু'আ করবেন। মনে রাখবেন এখানে অবশ্যই পড়তে হবে এমন কোন দু'আ এর বাধ্য বাধকতা নেই। ওয়াজিবুত তাওয়াফের নামায আদায়ের পর যমযমের পানি পান করাটা সুন্নাত। সুতরাং নির্দিষ্ট স্থানে গিয়ে যমযমের পানি তৃপ্তি সহকারে বেশী করে পান করবেন।

মাক্বামে ইব্‌রাহীমের দু'আ হিসেবে পড়া যায়

اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ تَعْلَمُ سِرِّىْ وَعَلَانِيَتِىْ فَاقْبَلْ مَعْذِرَتِىْ وَتَعْلَمُ حَاجَتِىْ فَاَعْطِنِىْ سُؤْلِىْ وَتَعْلَمُ مَا فِىْ نَفْسِىْ فَاغْفِرْلِىْ ذُنُوْبِىْ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ اِيْمَانًا يُبَاشِرُ قَلْبِىْ وَيَقِيْنًا صَادِقًا حَتّٰى اَعْلَمَ اَنَّهٗ لَا يُصِيْبُنِىْ اِلَّا مَا كَتَبْتَ لِىْ

وَرِضَاءً مِنْكَ بِمَا قَسَمْتَ لِىْ اَنْتَ وَلِيِّىْ فِى
الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ تَوَفَّنِىْ مُسْلِمًا وَاَلْحِقْنِىْ
بِالصَّالِحِيْنَ ، اَللّٰهُمَّ لَا تَدَعْ لَنَا فِىْ مَقَامِنَا هٰذَا
ذَنْبًا اِلَّا غَفَرْتَهُ وَلَاهَمًّا اِلَّا فَرَّجْتَهُ وَلَا دَيْنًا اِلَّا
قَضَيْتَهُ وَلَامَرِيْضًا اِلَّا شَفَيْتَهُ وَلَاحَاجَةً اِلَّا
قَضَيْتَهَا وَيَسَّرْتَهَا فَيَسِّرْ اُمُوْرَنَا وَاشْرَحْ
صُدُوْرَنَا وَنَوِّرْ قُلُوْبَنَا وَاَخْتِمْ بِالصَّالِحَاتِ
اَعْمَالَنَا ، اَللّٰهُمَّ تَوَفَّنَا مُسْلِمِيْنَ وَاَلْحِقْنَا
بِالصَّالِحِيْنَ غَيْرَ خَزَايَا وَلَامَفْتُوْنِيْنَ اٰمِيْنَ
يَارَبَّ الْعَالَمِيْنَ وَصَلَّى اللّٰهُ عَلٰى حَبِيْبِهٖ سَيِّدِنَا
مُحَمَّدٍ وَاٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ ـ

অর্থঃ "হে আল্লাহ্ তা'য়ালা! তুমি আমার গোপন ও প্রকাশ্য সবই জান। সুতরাং আমার অক্ষমতা বিবেচনা করো! তুমি আমার প্রয়োজন সম্পর্কে সম্যক অবগত, সুতরাং আমি যা চাই তা দান করো, তুমি আমার অন্তরের কথা জান, সুতরাং আমার গুনাহ সমূহ মাফ করো। হে আল্লাহ তা'য়ালা! আমি তোমার কাছে চাচ্ছি এমন ঈমান যা আমার অন্তরে স্থিতি লাভ করবে এবং এমন সাচ্চা ঈমান যা আমার অন্তরে দৃঢ় ভাবে প্রোথিত হবে। আমার জন্য তুমি যা নির্ধারিত করে রেখেছো তাই আমার জীবনে ঘটবে এবং তুমি যা আমার ভাগ্যে রেখেছো তাতে যেন আমি রাযী থাকতে পারি। দুনিয়া ও আখিরাতে তুমি আমার অভিভাবক। আমাকে মুসলমান হিসাবে মৃত্যু দিও এবং সৎকর্মশীলগণের সাথী করো। হে আল্লাহ্ তা'য়ালা ! আমার যেন এমন গুনাহ না থাকে যা তুমি ক্ষমা করবেনা, এমন কোন দুশ্চিন্তা না থাকে যা তুমি দূর করবে না, এমন কোন ঋণ না থাকে যা তুমি পরিশোধের ব্যবস্থা করবে না, এমন কোন রোগ না থাকে যা তুমি নিরাময় করবেন না, এমন কোন অভাব না থাকে যা তুমি মুছন করবে না। হে আল্লাহ তা'য়ালা! আমাদের সকল কাজ সহজ

করে দাও। আমাদের অন্তরসমূহকে প্রশস্ততা দান করো। আমাদের আত্মাসমূহকে ঈমানের আলোতে আলোকিত করে দাও। নেক আমলের উপর আমাদের মৃত্যু দান করো। হে আল্লাহ্ পাক! মুসলমানরূপে যেন আমাদের মৃত্যু হয়। পুণ্যবানগণের দলে যেন আমরা শামিল হতে পারি। বিনা লাঞ্ছনায়, বিনা হিসাবে যেন আমরা পার হতে পারি। হে বিশ্বপ্রতিপালক ! আমাদের দু'আ কবুল করো। তোমার হাবীব আমাদের নেতা হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এর উপর তার পরিবার পরিজন ও সাহাবায়ে কেরামদের উপর শান্তি বর্ষণ করো।" এটি কোন নির্ধারিত দোয়া নয়। তাই আপনার আবেগ-অনুভুতি অনুযায়ী হৃদয় নিংড়ানো অনুরাগ নিয়ে সকল আবেদন মহামহীম মুনিবের সামনে রাখবেন।

মুলতাযিমের দু'আ

হাজারে আসওয়াদ ও কা'বা শরীফের দরজার মধ্যবর্তী স্থানটুকুকে মুলতাযিম বলে। এটি দু'আ কবুল হওয়ার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান। রাসূলে পাক (সঃ) এই মুলতাযিমকে বুকে রেখে দেয়ালে গাল মোবারক লাগিয়ে উপরের দিকে হাত প্রসারিত করে অর্থাৎ পবিত্র কাবার সাথে আলিঙ্গনের বেশে দু'আ করেছেন। এখানে যে নেক দু'আই করা হয় তা আল্লাহ তা'য়ালা অবশ্যই কবুল করেন। এখানে এমন

কোন নির্ধারিত দু'আ নেই যা অবশ্যই পড়তে হবে। মনের গভীর অনুরাগ নিয়ে সকল আকুল আবেদন পবিত্র কা'বার সুমহান মালিকের নিকট পেশ করবেন। তবে জানা থাকলে নিম্মোক্ত দু'আটিও পড়া যায়।

اَللّٰهُمَّ يَا رَبَّ الْبَيْتِ الْعَتِيْقِ اَعْتِقْ رِقَابَنَا
وَرِقَابَ اٰبَائِنَاَ وَاُمَّهَاتِنَا وَاِخْوَانِنَا وَاَوْلَادِنَا
مِنَ النَّارِ ، يَا ذَالْجُوْدِ وَالْكَرَمِ وَالْفَضْلِ
وَالْمَنِّ وَالْعَطَآءِ وَالْاِحْسَانِ، اَللّٰهُمَّ اَحْسِنْ
عَاقِبَتَنَا فِى الْاُمُوْرِ كُلِّهَاَ وَاَجِرْنَا مِنْ خِزْيِ
الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْاٰخِرَةِ، اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ عَبْدُكَ
وَابْنُ عَبْدِكَ وَاقِفٌ تَحْتَ بَابِكَ مُلْتَزِمٌ
بِاَعْتَابِكَ مُتَذَلِّلٌ بَيْنَ يَدَيْكَ اَرْجُوْ رَحْمَتَكَ
وَاَخْشٰى عَذَابَكَ مِنَ النَّارِ يَاقَدِيْمَ
الْاِحْسَانِ، اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ اَنْ تَرْفَعَ

ذِكْرِىْ وَتَضَعَ وِزْرِىْ وَتُصْلِحَ اَمْرِىْ وَتُطَهِّرَ قَلْبِىْ وَتُنَوِّرَ لِىْ فِىْ قَبْرِىْ وَتَغْفِرَلِىْ ذَنْبِى وَاَسْئَلُكَ الدَّرَجَاتَ الْعُلٰى مِنَ الْجَنَّةِ اٰمِيْنْ -

অর্থঃ"হে আল্লাহ পাক ! হে প্রাচীনতম ঘরের মালিক! আমাদেরকে, আমাদের মাতাপিতাকে, আমাদের ভাই-বোনদেরকে, সন্তান-সন্ততিকে জাহান্নামের আগুন হতে মুক্তি দাও। হে দয়ালু দাতা, করুণাময়, কল্যাণময়! হে আল্লাহ্ তা'য়ালা! আমাদের সকল কর্ম ও কর্ম ফল সুন্দর সফল করে দাও। ইহকালের যাবতীয় লাঞ্চনা ও পরকালের শাস্তি হতে আমাদেরকে বাঁচাও। হে আল্লাহ্ তা'য়ালা! আমি তোমার গোলাম, গোলামের সন্তান, আমি মুলতাযিমের নীচে তোমার রহমতের ছায়াতলে এসে দাঁড়িয়েছি। আমি তোমার রহমত চাই, তোমার আযাব কে ভয় পাই যা জাহান্নামে প্রস্তুত হয়ে আছে। হে চিরকল্যাণময়! হে আল্লাহ্! তোমার কাছে আমি প্রার্থনা করছি যেন আমার যশ বৃদ্ধি পায়, আমার পাপের বোঝা লাঘব হয়, আমার কর্ম সঠিক হয়, আমার অন্তর পবিত্র

থাকে, আমার কবর আলোকিত হয়, আমার অপরাধ ক্ষমা করে দেয়া হয় এবং আমি তোমার কাছে প্রার্থনা করছি আমাকে জান্নাতের উচ্চ সোপানে স্থান দান করো। আমার দু'আ কবুল করো।"

যমযমের পানি পান করার দু'আ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا وَّرِزْقًا وَّاسِعًا وَّشِفَاءً مِّنْ كُلِّ دَاءٍ -

অর্থঃ "হে আল্লাহ্ তা'য়ালা! আমি তোমার নিকট উপকারী এল্‌ম, সচ্ছল জীবিকা এবং সকল রোগের নিরাময় কামনা করছি।"(ইবনে আব্বাস (রাঃ) এই দোয়া পাঠ করতেন, ফিকহুস সুন্নাহ)

যমযমের পানি কিবলামুখী হয়ে দাঁড়িয়ে, বিসমিল্লাহ বলে এবং পেটভরে পান করা সুন্নত। হুযুর (সঃ) বলেছেন, "যে উদ্দেশ্যেই যমযমের পানি পান করবে সে উদ্দেশ্যই পূরণ হবে।"(ইমাম আহমদ, বায়হাকী) তিনি আরো বলেন, মুনাফিকেরা যমযমের পানি পেট ভরে খেতে পারেনা। তাই তিনি মুমেনদের পেট ভর্তি করে যমযমের পানি পান করার জন্য বলেছেন। তিন নিঃশ্বাসে পান করবেন এবং পান শেষে আলহামদুলিল্লাহ বলবেন ও নিজের উদ্দেশ্য আল্লাহ তা'য়ালার নিকট তুলে ধরবেন।

সা'য়ী এর বর্ণনা

"সাফা" পাহাড় থেকে চক্কর শুরু করে "মারওয়া" পাহাড় পর্যন্ত পৌঁছলে এক চক্কর পূর্ণ হবে। আবার মারওয়া থেকে "সাফা" পাহাড় পর্যন্ত পৌঁছলে দ্বিতীয় চক্কর পূর্ণ হবে। এভাবে সাফা-মারওয়া সাত চক্কর শেষ করলে একটি সা'য়ী আদায় হয়ে যাবে। লক্ষ্য রাখতে হবে যে, সাফা থেকে চক্কর শুরু আর মারওয়াতে গিয়ে শেষ হবে। এটি হুযুর (সঃ) এর আমল করা সা'য়ীর সুন্নত। আমাদেরও তাই করতে হবে। ওমরাহ বা হজ্জ পালনকারী খানায়ে কা'বার তাওয়াফ শেষে যমযমের পানি পান করার পর সা'য়ী করার উদ্দেশ্যে সাফা পাহাড়ের দিকে আসবেন।

সাফা পাহাড়ে উঠার সময় পড়বেন

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللّٰهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِاعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا، وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللّٰهَ شَاكِرٌ عَلِيْمٌ.

অর্থঃ"নিশ্চয়ই সাফা ও মারওয়া আল্লাহ তা'য়ালার নিদর্শন সমূহের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং যে ব্যক্তি

বায়তুল্লাহ্‌র হজ্জ কিংবা ওমরাহ পালন করবে তার জন্য এই পাহাড় দ্বয়ের মাঝে সা'য়ী করার মধ্যে কোন দোষ নেই, কেউ স্বেচ্ছায় ভাল কাজ করলে নিশ্চয় আল্লাহ তা'য়ালা পুরস্কারদাতা, সর্বজ্ঞ।"(সূরা বাকারা-১৫৮) অতঃপর সাফা পাহাড়ে উঠে বায়তুল্লাহর দিকে মুখ করে দু'হাত উপরের দিকে তুলে তিনবার 'আল্লাহু আকবার' বলে নিম্নোক্ত দু'আ পড়বেন এবং কিছু সময় ক্বাবা মুখী হয়ে দাড়িয়ে আল্লাহ তায়ালার যিকির ও দোয়া করবেন। রসুলুল্লাহ (সঃ) সা'য়ীর সময় সাফা-মারওয়া উভয় পাহাড়ে, পৌঁছলে দুই হাত উপরে তুলে ক্বাবা মুখী হয়ে এমনিভাবে যিকির ও দোয়া করতেন। হুযুর (স:) সাফা পাহাড়ে উঠে নিম্মোক্ত দোয়াটি করেছেন।

لَآاِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ۔ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ اَنْجَزَ وَعْدَهُ وَنَصَرَ وَعَبْدَهُ وَهَزَمَ الْاَحْزَابَ وَحْدَهُ۔

অর্থঃ "একমাত্র আল্লাহ্ তায়ালা ছাড়া কোন মাবুদ নেই। সমস্ত রাজত্ব আধিপত্য ও প্রশংসা তাঁরই। তিনি সকল বিষয়ে সর্বশক্তিমান। একমাত্র আল্লাহ তায়ালা ছাড়া কোন ইলাহ নেই। তিনি তাঁর ওয়াদা পূর্ণ করেছেন, তাঁর বান্দাহকে বিজয় দান করেছেন এবং তিনি একাই সকল শত্রুকে পরাজিত করেছেন।" (বুখারী)

সাফা পাহাড়ের যিকির ও দোয়া শেষ করে পাহাড় থেকে নেমে মারওয়া অভিমুখে চলার সময় নিজের মনের মত বিভিন্ন দোয়ার সাথে নিম্মোক্ত দু'আ পড়তে পারেন।

رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَاهْدِنِيْ السَّبِيْلَ الْاَقْوَمَ۔

অর্থঃ "হে আমার প্রতিপালক! আমাকে ক্ষমা করো, দয়া করো এবং সঠিক পথ প্রদর্শন করো।" (ফিকহুস সুন্নাহ)

رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَاَنْتَ الْاَعَزُّ الْاَكْرَمُ۔

অর্থঃ "হে আমার প্রতিপালক! আমাকে ক্ষমা করো, দয়া করো, তুমি পরম পরাক্রমশীল ও মহান মর্যাদাবান।" (ফিকহুস সুন্নাহ)

এখানে উল্লেখ্য যে, সাফা-মারওয়া সা'য়ী করার সময় সবুজ বাতি সংযুক্ত পিলারদ্বয়ের মাঝখানে একটু

হালকা দৌড়িয়ে চলবেন। মহিলারা স্বাভাবিকভাবে চলবেন। এইভাবে মারওয়ায় পৌছে সাফার অনুরূপ আমল করবেন এবং পুনরায় সাফার দিকে চলবেন। এভাবে সা'য়ীর সাত চক্করে আল্লাহ তা'য়ালার হামদ ও ছানা, কলেমার যিকির, দরূদ শরীফ ও যে কোন নেক দু'আ প্রাণ ভরে করা যায়। বিশেষ করে দরুদে ইবরাহীমের মাধ্যমে হযরত ইবরাহীম (আঃ) ও তার পরিবার পরিজনের স্মৃতি-চারণ ও তাদের জন্য দোআ করা খুবই প্রাসঙ্গিক ও প্রাণবন্ত হয়। মনে রাখতে হবে নির্ধারিত কোন দোয়া নেই।

অতঃপর সা'য়ী সমাপ্ত হওয়ার পর 'মারওয়া' পাহাড়ে দাঁড়িয়ে কা'বা শরীফ মুখী হয়ে প্রাণ ভরে আল্লাহ তা'য়ালার নিকট দু'আ করুন। এরপর হজ্জে তামাত্তু পালন কারী মাথার চুল মুন্ডন করে অথবা কেটে ছোট করে ইহরাম খুলে হালাল হয়ে যাবেন। কিন্তু ইফরাদ ও ক্বিরান হজ্জ আদায়কারীগণ সাফা ও মারওয়া সা'য়ী শেষে মাথার চুল মুন্ডন করতে বা কাটতে পারবেন না। বরং ১০ ই জিলহজ্জ পর্যন্ত উক্ত ইহরাম অবস্থায় থেকে এর মাঝে সংশ্লিষ্ট হজ্জ কার্যক্রম শেষ করার পর ইহরাম খুলতে পারবেন।

৫দিন যাবৎ মূল হজ্জ কার্যক্রম পালন এর প্রস্তুতি ও বিবরণ

মিনা যাওয়ার পূর্ব প্রস্তুতি

(ক) ইহরামের কাপড় কমপক্ষে- ৩পিচ।

(খ) ব্যবহারের কমপক্ষে ১সেট পোশাক ও ১ জোড়া সেন্ডেল।

(গ) প্লাষ্টিকের চাটাই ১টি, বেডসীট-১টি ও চাদর ১টি

(ঘ) ছাতা-১টি (প্রয়োজন হলে)

(ঙ) পানির ছোট ফ্লাক্স ১টি (প্রয়োজন হলে)

(চ) প্রায়োজনীয় টাকা পয়সা। (ডলার বা রিয়াল)

(ছ) উপরোল্লেখিত জিনিসগুলো নেয়ার জন্য থলে অথবা ছোট ব্যাগ ১টি।

৮ই জিলহজ্জ হতে ১২ই জিলহজ্জ পর্যন্ত করণীয়

১। ৮ই জিলহজ্জ ঃ ৭ই জিলহজ্জ দিবাগত রাত্রে (এখনকার ব্যবস্থাপনায়) অথবা সুন্নত অনুযায়ী ৮ই জিলহজ্জ ফজরের নামাজের পর তামাত্তু হজ্জ আদায়কারী নিজের অবস্থান স্থল হতে ইহরাম বেঁধে নিম্নোক্ত নিয়্যত করবেন-

اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ حَجًّا

অর্থ ঃ হে আল্লাহ তা'য়ালা আমি হজ্জের নিয়্যত করলাম।

আর ক্বিরান ও ইফরাদ হজ্জ আদায়কারী আগে থেকে

যে নিয়্যতের মাধ্যমে ইহরামে রয়েছেন সে অবস্থায় হজ্জের নিয়্যত ঠিক রেখে নির্দিষ্ট তালবিয়্যাহ্ পাঠ করতে করতে মিনার উদ্দেশ্যে রওয়ানা করবেন এবং এ দিন ৮ই জিলহজ্জ (ইফরাদ, ক্বিরান ও তামাত্তু হজ্জ আদায়কারী সকলে) মিনায় জোহর, আছর, মাগরিব ও এশা এবং ৯ই জিলহজ্জ এর ফজর, এই পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করবেন। চার রাকাত বিশিষ্ট নামাজগুলো কসর করবেন। কিন্তু দুই ওয়াক্তের নামাজ একসাথে না করে সময় মত পৃথকভাবে আদায় করবেন। মিনায় নামায আদায়ের ক্ষেত্রে এটিই হুযুর (সঃ) এর আমলের নমুনা।

২। ৯ই জিলহজ্জঃ এই দিন (ইফরাদ, ক্বিরান ও তামাত্তু হজ্জ আদায়কারী সকলে) মিনা থেকে ফজরের নামাজ আদায় করে তালবিয়্যাহ্ পাঠ করতে করতে আরাফাতের ময়দানে অবস্থান করার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হবেন। সেখানে পৌছার পর হুযুর (সঃ) এর আমলের নমুনা অনুযায়ী জোহরের ওয়াক্তে জোহর ও আছর-এর নামায কসর করে এক সাথে অর্থাৎ জমা' বাইনাস্ সালাতাইন বিল কৃছর করে আদায় করবেন এক আযান ও দুই ইক্বামতে। অতঃপর বেশী বেশী ইস্তিগফার, দু'আ দুরুদ পাঠ করার মাধ্যমে সূর্যাস্ত পর্যন্ত অবস্থান

করবেন। এখানে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে- আপনি আরাফাতের সীমানায় প্রবেশ করেছেন কিনা তা অবশ্যই নিশ্চিত করবেন। আরাফাতের প্রান্তর পুরোটাই ওকুফের স্থান। আরাফাত ময়দানের বাইরে অবস্থান করা হলে একটি ফরয আদায় না হওয়ার কারণে হজ্জ হবে না। লক্ষ লক্ষ হজ্জ পালনকারীর আরাফাতের এই ফরয অবস্থানে এবং হাশরের মাঠরূপী এ বিশ্ব সমাবেশ স্থলে কাজ হল বেশী বেশী তওবা ইস্তেগফার করা, কাঁন্নাকাটি করা এবং প্রাণ উজাড় করে দু'আ করতে থাকা। আরাফার ময়দানে রাসুলে করীম (সঃ) যে দোয়াটি বেশী পড়তেন তা হলো,

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِىْ وَيُمِيْتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ.

অর্থ: "আল্লাহ তা'য়ালা একক, তাঁর কোন শরীক নেই। বিশ্ব সাম্রাজ্য তাঁর, সকল প্রশংসা তাঁর। তিনিই জন্ম-মৃত্যু দান করেন। সমস্ত কল্যান তাঁর হাতে এবং সকল কিছুর উপর তিনিই শক্তিমান।" (তিরমিযী)

সূর্যাস্তের পর মাগরিবের নামায আদায় না করে তালবিয়্যাহ্ পাঠ করতে করতে মুযদালিফার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হবেন।

সূর্য অস্ত যাওয়ার পূর্বে আরাফাতের সীমানা ত্যাগ করা যাবে না। মুযদালিফা পৌছে মাগরিব ও এশা একত্রে আদায় করবেন এক আযান ও দুই ইক্বামতে। মাগরিবের নামায তিন রাকাত পূর্ণ হবে। এশার নামায দু'রাকাত অর্থাৎ কসর করবেন। এরপর মুযদালিফা থেকে ৪৯/৭০টি কংকর সংগ্রহ করে নেবেন (এখানে উল্লেখ্য যে, মুজদালিফায় সব কংকর সংগ্রহ করতে না পারলে মিনা থেকে ও কিছু কংকর সংগ্রহ করা যাবে)। কংকরগুলো হবে এমন ছোট আকৃতির যা হাতের আঙ্গুলের সাহায্যে সহজে নিক্ষেপ করা যায়। সংগৃহিত কংকরগুলো পানি দিয়ে ধৌত করার বা পরিস্কার করার কোন নিয়ম নেই। পাথর নিক্ষেপের সময় উত্তেজিত হওয়া যাবে না। তাড়াহুড়া করা যাবেনা। এটিও একটি এবাদত। আল্লাহ তা'য়ালার যিকির কায়েম করার জন্য এটি করতে হবে। এর লক্ষ্য হচ্ছে তামাম জিন্দেগী অভিশপ্ত শয়তান থেকে আত্মরক্ষার সংকল্প গ্রহণ করা। আগাগোড়া হজ্জ কার্যক্রমে এ বিষয়ে সচেতন থাকতে হবে যে, হজ্জের সকল বিধি-বিধানের উদ্দেশ্যই হচ্ছে বান্দাহকে আল্লাহ তা'য়ালার গভীর স্মরণে একাগ্রচিত্ত করে শুধুমাত্র তাঁরই জন্য নিবেদিত ও আত্মোৎসর্গীকৃত করা। হুযুর (সঃ)

বলেছেন, "বায়তুল্লাহর তওয়াফ, সাফা-মারওয়ার সায়ী এবং যামরাতে কংকর নিক্ষেপ আল্লাহ তা'য়ালার যিকির কায়েম করার লক্ষ্যেই বিধিবদ্ধ করা হয়েছে।" (তিরমিযী)

তারপর সেখানে খোলা আকাশের নিচে মাটির বিছানায় লক্ষ লক্ষ হজ্জ পালনকারীর সাথে আল্লাহ তা'য়ালার গোলামের বেশে ফজরের নামাজ পর্যন্ত রাত্রি যাপন করবেন। মুযদালিফায় মাগরিব-এশার ফরয এর আগে ও পরে ফজর পর্যন্ত আর কোন নামায নেই। ফযরের পর ভোরের আলো ফর্সা হওয়া পর্যন্ত ক্বেবলামুখী হয়ে বেশী বেশী দোয়া ও ইস্তেগফার করবেন। এটাই হযুর (সঃ) এর আমলের নমুনা।

৩। ১০ই জিলহজ্জঃ মুযদালিফা হতে (ইফরাদ, ক্বিরান ও তামাত্তু হজ্জ আদায়কারী সকলে) ফজরের নামায আদায় করে ভোরের আলো ফর্সা হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতঃ সূর্য উদিত হওয়ার পূর্বে তালবিয়্যাহ্ পাঠ করতে করতে মিনার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হবেন এবং মিনায় পৌছে আপনার অবস্থান করার তাবুঁতে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র রেখে নাস্তা, বিশ্রাম ইত্যাদি সেরে জোহরের আগে মিনায় শুধুমাত্র বড় জামারায়

৭টি কংকর নিক্ষেপ করবেন। কংকর নিক্ষেপ করার সুন্নত তরীক্বা হচ্ছে- প্রতিটি কংকর নিক্ষেপ করার পূর্বে তাকবীর 'আল্লাহু আকবর' বলা। প্রতিবারে একটি করে কংকর নিক্ষেপ করতে হবে। একাধিক কংকর এক সাথে নিক্ষেপ করা হলে একটিই ধরা হবে। নিক্ষিপ্ত কংকর যা জামারাতের আশে পাশে পড়ে থাকে তা কুড়িয়ে নিক্ষেপ করা যাবে না।

সকল প্রকার হজ্জযাত্রীদের জন্য এ কংকর নিক্ষেপ করা ওয়াজিব। এরপর ক্বিরান ও তামাত্তু আদায়কারী কুরবানী করবেন এবং কুরবানীর পর মাথার সম্পূর্ণ চুল মুন্ডিয়ে ফেলবেন অথবা কেটে ছোট করবেন। তবে মুন্ডিয়ে ফেলাই উত্তম। (এখানে উল্লেখ্য যে, হজ্জে ইফরাদকারীর জন্য কোরবানী করা মোস্তাহাব। সুতরাং ইফরাদকারী কংকর নিক্ষেপের পর মাথার চুল মুন্ডাতে বা কাটতে পারবেন। কিন্তু ক্বিরান ও তামাত্তুকারী কোরবানী দেয়ার আগে মাথার চুল মুন্ডাতে বা কাটতে পারবেন না।)

অত:পর ইহরাম খুলে সাধারণ পোষাক পরিধান করে মিনায় স্বাভাবিক জীবন যাপন করবেন। ইহরাম খোলার জন্য গোসল করার কোন শর্ত নেই। এরপর তাওয়াফে যিয়ারতের উদ্দেশ্যে এই দিনেই

মিনা থেকে মক্কা শরীফ যাবেন এবং এটাই উত্তম। এই দিন তাওয়াফে যিয়ারত করা সম্ভব না হলে পরের দিন ১১ই জিলহজ্জ অথবা ১২ই জিলহজ্জ সম্ভব না হলে ১৩ই জিলহজ্জ আদায় করতে হবে। মনে রাখতে হবে এটি হজ্জের অন্যতম ফরয – যা আদায় না হলে হজ্জ হবে না।

তাওয়াফে যিয়ারতের বর্ণনা

তাওয়াফে যিয়ারত এর নিয়ম হচ্ছে, কা'বা শরীফ তাওয়াফ করা ও সাফা মারওয়া সা' য়ী করা। ইহাতে কোন ইহরাম বাঁধতে হবেনা ও সা'য়ী শেষে চুলও মুণ্ডাতে বা কাটতে হবেনা। এ তাওয়াফে যিয়ারত হজ্জের অন্যতম ফরয। অতঃপর তাওয়াফে যিয়ারত শেষে পুনরায় মিনায় ফিরে আসবেন। মনে রাখবেন তাওয়াফে যিয়ারতের পর পুরো সময় মিনায় অবস্থান করাটা নবীজি (সঃ) এর সুন্নাত। এ ক্ষেত্রে অবহেলা করা মোটেই সমিচীন নয়। কেননা হুযুর (সঃ) ১৩ই জিলহজ্জ পর্যন্ত মিনায় অবস্থান করেছিলেন। হাজী সাহেবরা ১২ জিলহজ্জ পর্যন্ত মিনায় অবস্থান করে মক্কা শরীফ ফিরে আসতে পারেন। ইচ্ছা করলে ১৩ জিলহজ্জ পর্যন্ত অবস্থান করেও ফিরতে পারেন।

কুরআন শরীফে বর্ণিত নিয়ম অনুযায়ী এ দুটির যে কোন একটি আমলের সুযোগ রাখা হয়েছে।
(সূরা বাকারা-২০৩)

৪। ১১ ই জিলহজ্জঃ সূর্য, ঢলে যাওয়ার পর (জোহরের পর) প্রথমে ছোট জামারায় ৭টি, এরপর মধ্যম জামারায় ৭টি ও সবশেষে বড় জামারায় ৭টি মোট ২১টি কংকর নিক্ষেপ করবেন।

৫। ১২ই জিলহজ্জঃ আগের দিনের অর্থাৎ ১১ই জিলহজ্জ দিনের নিয়মানুযায়ী এই দিনও তিন জামারায় কংকর নিক্ষেপ করে সূর্য ডুবার আগে আগে মিনার সীমানা পার হয়ে মক্কা শরীফ চলে আসতে পারেন। যদি ১২ই জিলহজ্জ সূর্য ডুবার পূর্বে কেউ মীনা ত্যাগ করতে না পারেন তাহলে ১৩ই জিলহজ্জও তাকে মিনায় অবস্থান করতে হবে এবং পূর্বোক্ত নিয়মানুযায়ী অবশ্যই ১৩ই জিলহজ্জও ৩টি জামারায় ৭টি করে মোট ২১টি কংকর নিক্ষেপ করাও তার উপর ওয়াজিব হবে।

কংকর নিক্ষেপের ১ম দিন ছাড়া বাকী দিনগুলোতে প্রথম ও দ্বিতীয় জামারায় কংকর নিক্ষেপের পর একটু সামনে এগিয়ে কিবলামুখি হয়ে দু'হাত তুলে ইচ্ছামত

আল্লাহ তা'য়ালার কাছে দোয়া করবেন এবং বড় বা শেষ জামারায় নিক্ষেপের পর আর না দাঁড়িয়ে দ্রুত চলে যাবেন, এটি হুজুর (স:) এর সুন্নত। অবশ্য কোন কারণে না করতে পারলে অসুবিধা নেই।

অতঃপর মিনা থেকে মক্কা শরীফ ফিরে এসে বিদায়ী তাওয়াফ ছাড়া হজ্জের অন্যকোন কার্যক্রম বাকী থাকবে না। সুতরাং আপনি এবার হুদুদে হারামের মর্যাদা রক্ষা করতঃ মক্কা শরীফে অবস্থান করবেন এবং খানায়ে কা'বায় পাঁচ ওয়াক্ত জামায়াতে নামাজ সহ যত বেশি সম্ভব নফল তওয়াফ, তাহাজ্জুদ, অন্যান্য নফল নামাজ, কোরআন তেলাওয়াত, যিকির আয্‌কারে রাতদিন নিজেকে ব্যস্ত রাখবেন। কোন অবস্থায়ও যেন মসজিদে হারামে এক ওয়াক্ত ফরয নামাযের জামায়াত না ছুটে সেদিকে খুব খেয়াল রাখতে হবে। কেননা সহীহ হাদীসের বর্ণনা অনুযায়ী মক্কার হারাম শরীফে নামাযের প্রতি রাকায়াতে এক লক্ষ রাকায়াতের সওয়াব। ঐ সময় বেশী বেশী নফল তাওয়াফ করাটা অধিক সওয়াবের। হুযুর (সঃ) তারই নির্দেশ দিয়েছেন এবং তাঁর সুযোগ্য সাহাবারা (রাঃ) তাই করেছেন।

বিদায়ী তাওয়াফ এর বর্ণনা

যেদিন আপনি দেশে চলে আসার উদ্দেশ্যে মক্কা শরীফ হতে বিদায় নিয়ে চলে আসবেন সেদিন পবিত্র খানায়ে কা'বার বিদায়ী তাওয়াফ সম্পন্ন করবেন। এটা বিদেশীদের (মীক্বাত এর বাইরে অবস্থানকারী লোকদের) জন্য ওয়াজিব। বিদায়ী তাওয়াফ এর নিয়ম হচ্ছে- স্বাভাবিক পোশাকে শুধুমাত্র খানায়ে কা'বার চতুর্পাশে সাত চক্কর ও মক্বামে ইব্রাহীমের পিছনে যে কোন স্থানে দু রাকাত ওয়াজিবুত তাওয়াফের নামায আদায় করা। এ তাওয়াফে ইহরামও বাঁধতে হবে না এবং সাফা-মারওয়ায় সা'য়ীও করতে হবে না। বিদায়ী তাওয়াফের পর বেশী সময় মক্কা শরীফে অবস্থান করা ঠিক নয়। হায়েয ও নেফাসওয়ালী মহিলাদের বিদায়ী তাওয়াফ করতে হবে না যদি দেশে ফিরার সময় আসলে তাদের এ অবস্থা দেখা যায়।

মক্কা শরীফে দু'আ কবুলের বিশেষ বিশেষ স্থানসমূহ

১। মাতাফ অর্থাৎ কাবা শরীফের চারপাশে তাওয়াফের জায়গা।

২। মুলতাযিম অর্থাৎ কা'বা ঘরের দরজা ও হাজারে আসওয়াদের মধ্যবর্তী স্থান।

৩। মীযাবে রহমতের নীচে (হাতীমের মধ্যে)। মীযাবে রহমত হচ্ছে কাবা শরীফের ছাদ থেকে পানি পড়ার সোনার নালাটি যা পবিত্র কা'বা ঘরের উত্তর পাশে ছাদ বরাবর উপরে অবস্থিত।

৪। বায়তুল্লাহ শরীফের ভিতরে।

৫। যমযম কূপের পাশে। (এটি বর্তমানে দৃশ্যমান নয়)

৬। মাক্বামে ইব্রাহীমের পিছনে।

৭। সাফা ও মারওয়া পাহাড়দ্বয়ের উপরে।

৮। উপরোক্ত পাহাড়দ্বয়ের মাঝামাঝি সবুজ বাতি সংযুক্ত পিলারদ্বয় এর দৌড়ানোর জায়গায়।

৯। কা'বা শরীফের উপর যখন দৃষ্টি পড়ে। এ মহান ঘরের প্রতি তাকিয়ে থাকাটাও ইবাদত।

১০। রোকনে ইয়ামানী ও হাজারে আসওয়াদের মধ্যবর্তী স্থানে।

১১। মিনায় অবস্থানকালীন স্থান ও সময়ে

১২। আরাফাতের ময়দানে।

১৩। জাবালে রহমতের কিনারে।

১৪। মুযদালিফার ময়দানে।

১৫। কংকর নিক্ষেপ করার স্থানে।

আরো কতিপয় পূণ্যময় স্থান ঃ

১। জাবালে নূর বা হেরা পবর্তের গুহা।
(এই পাহাড়ে সর্বপ্রথম কোরআন শরীফ নাযিল হয়েছিল)

২। জাবালে সাওর বা সাওর পর্বতের গুহা।
হিজরতের সময় আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) সহ নবী করীম (সঃ) এই গুহার অভ্যন্তরে তিন দিন অবস্থান করেছিলেন।

৩। মাওলুদুন্ নবী অর্থাৎ নবী (সাঃ)-এর জন্মস্থান।

৪। দারুল আরকাম (এটি সাফা পাহাড়ের নিকটে)।

এখানে রসূল পাক (সঃ) নবুওয়ত লাভের পর তাঁর গোপন অবস্থানকালে সাহাবায়ে কেরামদের দ্বীনের দাওয়াত ও প্রশিক্ষণ দিতেন এবং রাসূল পাক (সঃ) এর একাধিক হাদীসের বর্ণনা অনুযায়ী হযরত ওমর (রাঃ) সহ ৪০ জন সাহাবী এ দারুল আরকামে ইসলাম কবুল করেন। এটি হুযুর (সঃ)-এর কঠিন সময়ের স্মৃতি বিজড়িত গুরুত্বপূর্ণ স্থান।

মিনা, আরাফাত ও মুযদালিফায় পড়ার কিছু হৃদয় স্পর্শী দু'আ

(হুযুর (সঃ) নিয়মিত আমল করতেন এমন কতিপয় দু'আ)

আরবীতে এসব দু'আ অবশ্যই পড়তে হবে এমন কোন বাধ্যবাধকতা ইসলামে নেই। নিজের মাতৃভাষায় এসব দু'আর ভাবার্থ আল্লাহ তা'য়ালার সামনে পেশ করা যায়। অথবা নিজের জানা মতে যে কোন নেক দু'আ মন ভরে করা যায়।

اَللّٰهُمَّ اِنِّىٓ اَسْئَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِىْ الدُّنْيَا وَالاٰخِرَةِ - اَللّٰهُمَّ اِنِّىٓ اَسْئَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِىْ دِيْنِىْ وَدُنْيَا وَاَهْلِىْ وَمَالِىْ

"হে আল্লাহ্ তা'য়ালা! আমি তোমার নিকট দুনিয়া ও আখিরাতের ক্ষমা ও নিরাপত্তা প্রার্থনা করছি। হে আল্লাহ তা'য়ালা! আমি তোমার নিকট আমার দ্বীন ও দুনিয়া পরিবার-পরিজন ও বিষয়-সম্পদের নিরাপত্তার আবেদন করছি।"

اَللّٰهُمَّ اسْتُرْ عَوْرَاتِىْ وَاٰمِنْ رَوْعَاتِى اَللّٰهُمَّ احْفَظْنِىْ مِنْ بَيْنِ يَدَىَّ وَمِنْ خَلْفِىْ وَعَنْ يَمِيْنِىْ وَعَنْ شِمَالِىْ وَمِنْ فَوْقِىْ وَاَعُوْذُ بِعَظْمَتِكَ اَنْ اُغْتَالَ مِنْ تَحْتِىْ -

"হে আল্লাহ্ তা'য়ালা! আমার গোপন দোষসমূহ ঢেকে রেখো। আমার ভয়-ভীতিকে নিরাপত্তায় পরিণত করো। হে আল্লাহ্ পাক! আমার অগ্র-পশ্চাৎ, ডান-বাম এবং ঊর্ধ্ব হতে আপতিত বিপদ আপদ থেকে আমাকে হেফাজত করো। আমি পায়ের তলা হতে মাটি ধ্বসে যাওয়ার ফলে মৃত্যুবরণ হতে তোমার মহত্ব স্মরণ করে তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি।"

اَللّٰهُمَّ عَافِنِىْ فِىْ بَدَنِىْ - اَللّٰهُمَّ عَافِنِىْ فِىْ سَمْعِىْ - اَللّٰهُمَّ عَافِنِىْ فِىْ بَصَرِىْ - لَااِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ -

"হে আল্লাহ্ তা'য়ালা ! তুমি আমাকে শারীরিকভাবে সুস্থ রেখো, হে আল্লাহ্ পাক! আমার শ্রবণ ইন্দ্রিয় ক্রিয়াশীল রেখো। হে আল্লাহ্ তা'য়ালা! আমার দৃষ্টি শক্তিকে দৃষ্টিমান রেখো। তুমি ছাড়া আর কোন মাবুদ নেই।"

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْكُفْرِ وَالْفَقْرِ وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اَنْتَ ـ

"হে আল্লাহ তা'য়ালা ! আমি কুফরী, দারিদ্র এবং কবরের আজাব হতে তোমার নিকট আশ্রয় প্রর্থনা করছি। তুমি ছাড়া আর কোন মাবুদ নেই।"

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ رَبِّىْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اَنْتَ خَلَقْتَنِىْ ـ وَاَنَا عَبْدُكَ ـ وَاَنَا عَلٰى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ ـ اَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّمَا صَنَعْتُ ـ اَبُوْءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَىَّ ـ وَاَبُوْءُ لَكَ بِذَنْبِىْ ـ اِغْفِرْلِىْ ـ فَاِنَّهٗ لاَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلاَّ اَنْتَ ـ

"হে আল্লাহ্ তা'য়ালা ! তুমি আমার প্রতিপালক। তুমি ছাড়া আর কোন মাবুদ নেই। তুমি আমাকে সৃষ্টি করেছো। আর আমি তোমার বান্দাহ। আমি সাধ্যানুসারে তোমার সঙ্গে কৃত চুক্তি ও অঙ্গীকারের ওপর কায়েম থাকবো। আমি যা কিছু তোমার নাফরমানী করেছি তার অপকারিতা হতে তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। তুমি আমাকে যে সব নেয়ামত দান করেছো, আমি তার স্বীকৃতি প্রদান করছি। আমি আমার সমুদয় গুনাহর বিষয় স্বীকার করে নিচ্ছি। তুমি আমাকে ক্ষমা করো। নিশ্চয়ই তুমি ছাড়া অন্যকেউ গুনাহ্ মাফ্ করতে পারে না।" (সাইয়েদুল ইস্তিগফার, বুখারী)

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحُزْنِ - وَاَعُوْذُبِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسْلِ وَمِنَ الْبُخْلِ وَالْجُبْنِ - وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ وَقَهْرِ الرِّجَالِ -

"হে আল্লাহ তা'য়ালা! দুশ্চিন্তা ও উদ্বেগ, অক্ষমতা ও অলসতা, কৃপণতা ও ভীরুতা হতে আমি তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি এবং ঋণের গুরুভার, মানুষের অধীনতা আক্রোশ হতেও তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি।"

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ اَوَّلَ هٰذَا الْيَوْمِ صَلَاحًا وَاَوْسَطَهُ فَلَاحًا ـ وَاٰخِرَهُ نَجَاحًا وَاسْئَلُكَ خَيْرَ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ ـ

"হে আল্লাহ্ তা'য়ালা ! তুমি আজকের দিনের প্রথম অংশকে পুণ্যের, মধ্য অংশকে সাফল্যের এবং শেষ অংশকে নাজাতের ওয়াছিলা করে দাও। হে পরম দয়ালু! তোমার নিকট আমি দুনিয়া ও আখেরাতের যাবতীয় কল্যাণ কামনা করছি।"

হুযুর (সঃ) নিয়মিত আমল করতেন এমন আরো অনেক অর্থপুর্ণ ও হৃদয়গ্রাহী দু'আ রয়েছে। আপনার জানামত সে সব দু'আ উপরোক্ত বরকতময় স্থানসমূহে বেশী বেশী করে প্রাণভরে করবেন।

ইস্তেগফার ও দরুদ : উপরোক্ত স্থানসমূহে ও হজ্জের পুরো সফরে বেশী বেশী ইস্তিগফার ও দরুদ শরীফ এর আমল করতে হবে। হুযুর (সঃ) বলেন, "যে ব্যক্তি নিয়মিত বেশী বেশী ইস্তিগফার করে আল্লাহ তা'য়ালা তাকে প্রত্যেক প্রকার সংকট থেকে নিস্কৃতি দান করেন, প্রত্যেক প্রকার দুশ্চিন্তা থেকে রেহাই দান করেন

এবং এমন জায়গা থেকে তাকে রিযিক দান করেন যা সে ধারণাও করতে পারে না।" (আবু দাউদ)

আর দোয়ার সুন্নত হচ্ছে- আল্লাহ্ তা'য়ালার হামদ ও প্রশংসার পর দরুদ শরীফ পড়া এবং এরপর ইচ্ছামত দোয়া করা। রসুল (স:) বলেন, "কিয়ামতের দিন আমার সর্বাধিক নিকটবর্তী হবে সেই ব্যক্তি যে আমার উপর সবচেয়ে বেশী দরুদ পাঠ করে।" (তিরমিযি)

মদীনা শরীফ যিয়ারতের বর্ণনা

মদীনাতুত তাইয়্যিবাহ এর মর্যাদাঃ

মর্যাদার দিক দিয়ে মক্কা শরীফের পরে মদীনা শরীফের স্থান। রাসূল পাক (সঃ) এরশাদ করেছেন, "তিনটি মসজিদ ব্যতীত (এবাদতের লক্ষ্যে) অন্য কোন স্থানের উদ্দেশ্যে সফর করা যাবে না। সে তিনটি মসজিদ হল- মসজিদুল হারাম, মসজিদুন নববী এবং বায়তুল মুকাদ্দাস।" সাহাবায়ে কেরামের (রা:) সহযোগিতায় আখেরী পয়গাম্বর (স:) কর্তৃক নির্মিত সেই বরকতময় মসজিদে নববী মদীনা মুনাওয়ারায় অবস্থিত।

"মদীনা শরীফের ইতিকথা" নামক পুস্তকে উল্লেখিত রেকর্ড অনুযায়ী পবিত্র কা'বা শরীফ থেকে সরাসরি ৪৯৭ কিলোমিটার উত্তর দিকে মদীনাতুত তাইয়্যিবাহ অবস্থিত। সর্বযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ রাসুল, নবীকুল শিরোমনী, রাহমাতুল্লিল আ'লামীন, হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এর রওজা মুবারক যিয়ারত করার সুযোগ নসীব হওয়া মুসলিম জীবনের এক পরম সৌভাগ্যের বিষয়।

মদীনাতুত তাইয়্যিবাহ এর প্রাচীন নাম ছিলো- "ইয়াসরিব"। রাসুলে করীম (সঃ) এর হিজরতের পর মহান আল্লাহ তা'য়ালা এ শহরের নাম রাখেন "মদীনাহ"। এ নামটি পবিত্র কুরআনের সুরা তাওবাহ এর ১০১ নং আয়াতে উল্লেখ রয়েছে। সহীহ মুসলিম শরীফে বর্ণিত হাদীস অনুযায়ী এ শহরের আরো একটি নাম হচ্ছে- "মদীনাতুত তাইয়্যিবাহ"।

সহীহ বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত রাসুলে পাক (সঃ) এর হাদীস অনুযায়ী দু'টি কারণে মদীনাতুত তাইয়্যিবাহ এর সম্মান ও ফজীলত অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।

(১) নবী করীম (সঃ) নিজেই স্বীয় মসজিদ প্রতিষ্ঠা করে উক্ত মসজিদুন নববীকে হারাম শরীফ এবং মদীনার "আইর" ও "সাওর" নামক পাহাড়দ্বয়ের মধ্যবর্তী স্থানটুকুকে "হুদুদে হারাম" ঘোষণা করেন, যেমনিভাবে মহান আল্লাহ তা'য়ালার নির্দেশে সাইয়্যেদুনা হযরত ইবরাহীম (আঃ) কা'বা শরীফ প্রতিষ্ঠা করে উক্ত কা'বাকে হারাম শরীফ এবং মক্কা শরীফের সুনির্দিষ্ট কিছু সীমানাকে "হুদুদে হারাম" ঘোষণা করেন।

(২) দ্বীন ইসলামের প্রচার ও প্রতিষ্ঠার যাবতীয় সংগ্রাম সাধনার অনুকূল পরিবেশ বিশিষ্ট কেন্দ্রভূমি হিসাবে মহান আল্লাহ তা'য়ালার নির্দেশ অনুযায়ী এ মদীনা শরীফকে তাঁর জীবনের সর্বশেষ কর্মস্থল রূপে বাছাই করে নেন এবং এখানেই তিনি যুদ্ধ-জিহাদ ও ত্যাগ তিতিক্ষাপূর্ণ জীবনের শেষ দশটি বছর অতিবাহিত করেন। এখানেই তিনি ইনতিকাল করেন এবং এখানেই তাঁর পবিত্র রওযা মোবারক অবস্থিত।

রাসুলে পাক (সঃ) মদীনা শরীফকে নিজে অত্যন্ত ভালবাসতেন এবং উম্মতের প্রতি এই পবিত্র শহর ও এখানকার বাসিন্দাদের ভালবাসার নির্দেশ

দিয়েছেন। তিনি এই শহরটিকে বরকতময় করার জন্য মহান আল্লাহ তা'য়ালার নিকট বার বার দু'আ করেছেন।

এজন্য আল্লাহ তা'য়ালা ও তাঁর রাসুলের নিকট পবিত্র মদীনা নগরী ও তাতে অবস্থিত মসজিদুন নববী (সঃ) অত্যন্ত প্রিয় ও সম্মানিত।

অতএব, মদীনাতুত তাইয়্যিবাহ যিয়ারতকারী সৌভাগ্যবান ব্যক্তিদের প্রতি পরামর্শ হচ্ছে- মদীনা শরীফের পথে সফরকালীন সময়ে এবং বিশেষ করে যখনই মদীনার সীমানা, মদীনার পাহাড়-মাটি, গাছ-পালা ইত্যাদি চির আকাঙ্ক্ষিত দৃশ্যাবলী চোখের সামনে আসবে তখনই প্রিয় নবীজির প্রতি বুক ভরা মুহাব্বত নিয়ে ঈমানের গভীর আবেগে উজ্জীবিত অন্তরে সমস্ত হৃদয় দিয়ে তাঁর প্রতি দরূদ শরীফ পাঠ করতে থাকবেন। মদীনা শরীফে অবস্থানকালীন সময়ে ফরজ ও নফল ইবাদত এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় কাজ কর্মের অবসরে চলা-ফেরায়, উঠা-বসায় সার্বক্ষণিক আল্লাহ তা'য়ালার যিকির আযকারসহ নবীজির শানে দরূদ শরীফ পাঠ করার মাধ্যমে সময়টুকু যেন অতিবাহিত করা যায়, এ বিষয়ে বিশেষ নজর রাখা

প্রয়োজন। মহানবী (স:) এর নির্দেশ হচ্ছে, মদীনায় অবস্থানকালীন চলা-ফেরার পথে সেখানকার কোন মানুষ ও কোন জিনিষের যেন সমালোচনা করা না হয় এবং তথায় অবস্থানকালে প্রিয় নবীজির পূণ্যময় স্মৃতি বিজড়িত ওই নগরী ও নগরবাসীর প্রতি সর্বদা সম্মান ও ভালবাসা প্রদর্শন করতে হবে। তিনি মদীনাবাসীদের নিকট থেকে নিজের প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র ক্রয় করতে বলেছেন।

মসজিদে নববীর গুরুত্ব ও এতে নামায আদায় ঃ

পৃথিবীর অন্যান্য মসজিদসমূহের চাইতে (মসজিদুল হারাম ব্যতীত) মসজিদে নববীর বিশেষ মর্যাদা ও গুরুত্ব রয়েছে। সহীহ্ বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত হাদীস অনুযায়ী মসজিদে নববীতে এক রাকায়াত নামাযের সওয়াব এক হাজার রাকায়াতের সমান। রসুলে করীম (স:) তাঁর প্রিয় সাহাবাদের (রা:) নিয়ে নিজের হাতে এ মসজিদ তৈরী করেন। এ পবিত্র মসজিদটির প্রতিটি অনু পরমানুতে রসুলে পাক (স:) ও তাঁর মহান সাহাবাদের (রা:) পূণ্যময় স্মৃতি বিজড়িত। মদীনা শরীফে হিজরতের পর থেকে তাঁর ইনতিকালের পূর্ব পর্যন্ত হুযুর (স:) এর ইমামতিতে সাহাবায়ে কেরাম (রা:) সেখানে নামায আদায়

করেছেন। নবীকুল শিরোমণি আখেরী পয়গাম্বর (সঃ) এর সুমহান নবুয়তের দায়িত্ব পালনকালীন মাদানী জিন্দেগীর ঐতিহাসিক পূণ্যময় স্মৃতি বিজড়িত এ পবিত্র মসজিদের নাম রাখা হয় মসজিদে নববী বা নবীর (সঃ) মসজিদ। মহান আল্লাহ তা'য়ালা পবিত্র কুরআনে বলেছেন, এ মসজিদটির ভিত্তি ত্বাকওয়ার উপর প্রতিষ্ঠিত (সূরা তওবা-১০৮)।

ওম্মাহাতুল মুমেনীনদের নিয়ে হুযুর (সঃ) এর থাকার ঘরসমূহ ছিল মসজিদে নববী সংলগ্ন। হযরত ফাতেমা (রাঃ) এর ঘরও ছিল সেখানে। 'রিয়াযুল জান্নাহ' এর সুমহান স্থান ও মসজিদের অভ্যন্তরে। মহানবী (সঃ) বলেন, "আমার ঘর ও মিম্বরের মধ্যবর্তী স্থানটি হচ্ছে জান্নাতের বাগান সমূহের একটি বাগান" (বুখারী)। এ মর্যাদাপূর্ণ ও বরকতময় স্থানে নামায আদায় করা বড়ই পূর্ণময়। তাই প্রতিদিন সেখানে মুসল্লিদের ভিড় লেগেই থাকে।

হুযুর (সঃ) এর রওজা মুবারকও মসজিদে নববী সংলগ্ন। মা আয়েশা (রাঃ) এর ঘরে তাঁকে দাফন করা হয়। হযরত আবু বকর ছিদ্দিক (রাঃ) ও ওমর ফারুক (রাঃ) এর কবর দুটিও হুযুর (সঃ) এর পাশে। পয়গাম্বর (সঃ) এর আশ্রয়ে থাকা তাঁরই খিদমতে নিবেদিত প্রাণ সাহাবার (রাঃ) দল 'আসহাবে সুফফা' এর বাসস্থানও ছিল মসজিদ সংলগ্ন হুযুর (সঃ) এর

ঘরের নিকটে। বর্তমানে রওজা মুবারকের পিছনে উত্তর দিকে রেলিং দিয়ে ঘেরা উচ্চ স্থানটি ছিল আসহাবে সুফফার থাকার জায়গা। অনেক বড় বড় সাহাবার (রাঃ) গৃহাদিও ছিল মসজিদটির আশে পাশে। বর্তমান মসজিদে নববীর পূর্ব পাশ্বস্থ ছেহন এর পরই জান্নাতুল বাকী যেখানে শুয়ে আছেন কমপক্ষে দশ হাজার সাহাবা (রাঃ)।

ফেরেশতাদের সর্দার হযরত জিবরাঈল (আঃ) অসংখ্যবার পবিত্র অহী নিয়ে রসুলে খোদা (সঃ) এর কাছে এসেছেন এ মসজিদে। মসজিদের পূর্ব দিকে রয়েছে জিবরাঈল (আঃ) এর প্রবেশ ফটক 'বাবে জিবরীল'। রসুলুল্লাহ (সঃ) এর মাদানী জিন্দেগীর দশ বছর ছিল দ্বীন প্রতিষ্ঠার সীমাহীন ত্যাগ তিতীক্ষাপূর্ণ অধ্যায়। আনসার-মোহাজিরদের হৃদয় উজাড় করা প্রেম প্রীতিময় সৌভ্রাতৃত্বের সোনালী যুগ। আল্লাহ তা'য়ালার সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ পয়গাম্বর জনাবে মুহাম্মদুর রসুলুল্লাহ (সঃ) এর নবুয়তের যাবতীয় কাজ-কর্ম ও মদীনায় প্রতিষ্ঠিত ইসলামী রাষ্ট্রের যাবতীয় কর্মকান্ড পরিচালিত হতো এ মসজিদে নববী থেকে।

নামায আদায়, ইতেকাফ ও ইবাদাত বন্দেগীর ক্ষেত্রে মুসলমানদের জন্য মসজিদুল হারাম এর পরই হচ্ছে মসজিদে নববীর বরকত ও ফযীলত। তাই মদীনা

মুনাওয়ারায় অবস্থানকালীন সময়ে প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত নামায মসজিদে নববীতে জামায়াত সহকারে আদায় করার প্রাণপন চেষ্টা করতে হবে। কোনদিন এক ওয়াক্ত নামাযও যেন শরীয়ত সম্মত কারণ ব্যতীত অলসতা কিংবা অসর্তকতাবশত: ছুটে না যায়। সেই সাথে শেষ রাত্রে সেখানে অসংখ্য হজ্জযাত্রী খোদাপ্রেমিক বান্দাহ তাহাজ্জুদ আদায় করেন। আপনিও সেখানে তাহাজ্জুদ আদায় করার সুবর্ণ সুযোগ কাজে লাগান। এছাড়া যখন ইচ্ছা সেখানে আপনি নফল ইবাদাত ও যিকির-আযকার করতে পারেন। রিয়াযুল জান্নায় নামায আদায়ের সুযোগতো এক বিরাট সৌভাগ্যের বিষয়। এছাড়া রয়েছে হুযুর (স:) এর রওজা মুবারকের যিয়ারত ও তাঁর পবিত্র রুহের উদ্দেশ্যে সালাম পেশ করা। কাছেই জান্নাতুল বাকী। যখনই ইচ্ছা হয় আপনি খুব সহজে কয় কদম এগিয়ে তথায় শায়িত নবীজি (স:) এর প্রিয় সাহাবাদের (রা:) কবর যিয়ারত করতে পারেন।

মনে রাখতে হবে উপরোক্ত বরকত ও ফজিলতসমূহ হাসেল করার উদ্দেশ্যে যত বেশীদিন সম্ভব মদীনা শরীফে থাকার সুযোগটাকে গণিমত মনে করতে হবে। এ ক্ষেত্রে অবহেলার কোন সুযোগ নেই।

মদিনা শরীফে বেশী করে দরুদ শরীফ পাঠ করা ঃ
হযরত আবু হুরাইরাহ্ (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, রসুলে করীম (সঃ) বলেছেন,

مَنْ صَلَّى عَلَيَّ عِنْدَ قَبْرِىْ سَمِعْتُهُ وَمَنْ صَلَّى عَلَيَّ نَائِيًا اُبْلَغْتُهُ ـ (رواه بيهقى فى شعب الايمان)

অর্থাৎ "যে ব্যক্তি আমার কবরের নিকট আমার উপর দরুদ শরীফ পাঠ করে, আমি তা নিজের কান দিয়ে শুনি, আর যে ব্যক্তি দূরবর্তী স্থান থেকে আমার উপর দরুদ পাঠ করে, তা আমার নিকট পৌঁছানো হয়।" (বায়হাকী শুয়াবুল ঈমান)
অপর হাদীসে হযরত আবু হুরাইরাহ্ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসুলে মাকবুল (সঃ) বলেছেন,

مَا مِنْ اَحَدٍ يُسَلِّمُ عَلَيَّ اِلاَّ رَدَّ اللّٰهُ عَلَيَّ رُوْحِى حَتَّى اَرُدَّ عَلَيْهِ السَّلاَمَ ـ (رواه ابو داود والبيهقى فى الدعوات الكبير)

অর্থাৎ "পৃথিবীর যে কোন প্রান্ত থেকে আমার কোন উম্মত আমার উপর সালাম প্রদান করে, তখন মহান

আল্লাহ্ আমার আত্মা আমার নিকট ফেরৎ পাঠান, ফলে আমি তার সালামের জবাব দেই।" (আবু দাউদ ও বায়হাকী, দাওয়াতুল কবীর)

অতএব মদীনা শরীফে অবস্থানকালীন শরয়ী কোন ওযর ছাড়া পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ জামায়াত সহকারে মসজিদুন নববীতে আদায় করার ব্যাপারে প্রত্যেকের যত্নশীল থাকা উচিৎ। এছাড়া মসজিদের ভিতর উঁচুস্বরে অহেতুক কোন প্রকার কথাবার্তা না বলা, রাওজা মুবারক যিয়ারতের সময় শব্দ করে কান্নাকাটি না করা, ব্যাকুল চিত্তে আল্লাহ তা'য়ালার নিকট পরকালে রাসুল (সঃ) এর সুপারিশ কামনা করা, রাসুল (সঃ) এর নিকট কোন কিছু প্রার্থনা না করা, শিরকমুক্ত ইবাদত করা, সর্বোপরি রাওজা মুবারকের সাথে বেয়াদবী হয় এমন আচার-আচরণ হতে বিরত থাকা ইত্যাদি বিষয়গুলির প্রতি অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে সজাগ থাকতে হবে।

অতঃপর পবিত্র মদীনা শরীফে পৌছার পর যখন মসজিদুন নববী ও রাওজা মোবারকের উপর স্থাপিত সবুজ গম্বুজটি নজরে পড়বে তখন নিম্নোক্ত দু'আটি পাঠ করলে অনেক প্রশান্তি ও পরিতৃপ্তি লাভ করবেন।

بِسْمِ اللّٰهِ مَا شَاءَ اللّٰهُ لَاحَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ
رَبِّ اَدْخِلْنِىْ مُدْخَلَ صِدْقٍ وَاَخْرِجْنِىْ مُخْرَجَ صِدْقٍ
، اَللّٰهُمَّ افْتَحْ لِىْ اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ وَارْزُقْنِىْ مِنْ
زِيَارَةِ رَسُوْلِكَ مَارَزَقْتَ اَوْلِيَائِكَ وَاَهْلِ طَاعَتِكَ
وَانْقِذْنِىْ مِنَ النَّارِ وَاغْفِرْلِىْ وَارْحَمْنِىْ خَيْرَ
مَسْئُوْلٍ اَللّٰهُمَّ ارْزُقْ لَنَا فِيْهَا قَرَارًا وَرِزْقًا حَلَالًا

অর্থঃ"করুণাময় আল্লাহ তা'য়ালার নামে ও ইচ্ছাক্রমে এই শহরে প্রবেশ করছি। নেক কাজ করা এবং গুনাহর কাজ হতে বেঁচে থাকা আল্লাহ্ তা'য়ালার সাহায্য ব্যতীত হতে পারে না। হে আমার প্রতিপালক! আমাকে উত্তম ভাবে প্রবেশ করাও এবং উত্তম ভাবেই বের করাও। হে আল্লাহ তায়ালা ! তুমি আমার জন্য তোমার রহমতের দরজা সমূহ খুলে দাও। তোমার রাসূলের পবিত্র যিয়ারত দ্বারা আমাকে সৌভাগ্যবান করো, যেভাবে তোমার আনুগত্য পরায়ণ

প্রিয় বান্দাগণকে সৌভাগ্যবান করেছো। তুমি আমাকে দোযখ হতে রক্ষা করো। আমাকে ক্ষমা করে দাও। হে শ্রেষ্ঠতম ফরিয়াদ শ্রবণকারী! আমার প্রতি করুণা করো। হে আল্লাহ্ তা'য়ালা ! এ শহরে তুমি আমাকে অনাবিল শান্তি ও হালাল রিযিক দান করো।"

এরপর নবীজির (সঃ)এর শানে দরূদ শরীফ পাঠ করতে থাকবেন।

মসজিদুন নববীতে প্রবেশের দু'আ

بِسْمِ اللّٰهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ ذُنُوْبِىْ وَافْتَحْ لِىْ اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ -

অর্থঃ "আল্লাহ্ তা'য়ালার নামে এ পবিত্র মসজিদে প্রবেশ করছি এবং অসংখ্য দুরূদ ও সালাম আল্লাহ্ তা'য়ালার রাসূলের প্রতি বর্ষিত হোক। হে আল্লাহ্ তা'য়ালা ! আমার গুনাহসমূহ মা'ফ করে দাও এবং আমার জন্য তোমার রহ্মতের দরজাসমূহ খুলে দাও।"

অত:পর আদবের সাথে মসজিদুন নববীতে প্রবেশ করার পর, দু'রাকাত তাহাইয়্যাতুল মসজিদ নামায আদায় করবেন। অত:পর ওয়াক্ত মোতাবেক ফরজ নামায, তাহাজ্জুদ ইত্যাদি আদায় করবেন। নামাযের পর বসে তসবিহ, দরুদ ও দোয়া করবেন মনের সমস্ত মাধুরী মিশিয়ে প্রাণভারে। এরপর সুযোগমত বাবুস সালাম দিয়ে প্রবেশ করে রওজা মুবারকের পাশে গিয়ে একান্ত মুহাব্বত ও আদবের সাথে প্রিয় নবীজি সাইয়্যেদুল মোরসালিন হযরত মুহাম্মদ (স:) এর প্রতি নিম্মোক্ত সালাম পেশ করবেন। সালাম পেশ করার সময় উচ্চস্বরে আওয়াজ ও ক্রন্দন করা যাবে না। রওজা মুবারকের সামনের সীমানা ঝালিতে হাত লাগানো নিস্প্রয়োজন। রওজা যিয়ারত ও এর কাছে কিনারে ইবাদতকালীন মুল বিষয় হলো প্রিয় নবীজি (স:) এর সহব্বত অন্তরে পয়দা করা এবং তাঁর শানে প্রাণভরে দরুদ পাঠ করত: আমাদের মালিক ও মোক্তার আল্লাহ তায়ালার সমীপে দোয়া প্রার্থনা করা।

রসুল পাক (সঃ) এর প্রতি সালাম

নিম্মোক্ত ভাষায় অথবা নিজের জানামত আরো সংক্ষিপ্ত আরবীতে সালাম পেশ করা যায়।

اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ السَّيِّدُ الْكَرِيْمُ
وَالرَّسُوْلُ الْعَظِيْمُ الرَّءُوْفُ الرَّحِيْمُ وَرَحْمَةُ
اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهٗ ـ اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا
سَيِّدَنَا وَنَبِيِّنَا وَحَبِيْبَنَا وَقُرَّةَ اَعْيُنِنَا يَا
رَسُوْلَ اللّٰهِ اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا
حَبِيْبَ اللّٰهِ اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ
يَاجَمَالَ مُلْكِ اللّٰهِ اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ
يَا خَيْرَ خَلْقِ اللّٰهِ اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ
يَاشَفِيْعَ الْمُذْنِبِيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ تَعَالٰى
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مَنْ اَرْسَلَهُ اللّٰهُ
تَعَالٰى رَحْمَةً لِّلْعَالَمِيْنَ ـ

সংক্ষিপ্ত বাক্যে নবীজি (সঃ) এর প্রতি সালাম ঃ

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَانَبِىَ اللّٰهِ

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَاحَبِيْبَ اللّٰهِ

হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) প্রতি সালাম পেশ

اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَاسَيِّدَنَا اَبَا بَكْرِ الصِّدِّيْقِ (رضـ)-اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا خَلِيْفَةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ-اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَاصَاحِبَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ثَانِىَ اثْنَيْنِ اِذْهُمَا فِى الْغَارِ -

হযরত ওমর ফারুক (রাঃ) এর প্রতি সালাম পেশ

اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَاعُمَرَبْنَ الْخَطَّابِ (رضـ)- اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَانَاطِقًا بِالْعَدْلِ وَالصَّوَابِ- اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مَظْهَرَ دِيْنِ الْاِسْلَامِ وَيَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ -

মদীনা শরীফে যিয়ারতের স্থানসমূহ

১। জান্নাতুল বাক্বীঃ

এখানে হযরত ওসমান (রাঃ), হযরত হালীমা সাদীয়া (রাঃ) হযরত ফাতেমা (রাঃ), হযরত রুকাইয়া (রাঃ), হযরত উম্মে কুলছুম (রাঃ), হযরত আব্বাস (রাঃ), হযরত আয়েশা (রাঃ) সহ রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আটজন আযওয়াজে মুতাহহারাত (রাঃ), প্রিয় নবীজির পুত্র হযরত ইব্রাহীম (রাঃ), হযরত হাসান (রাঃ), হযরত জয়নাল আবেদীন (রাঃ) সহ ১০ হাজারেরও বেশী ছাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) শায়িত আছেন। সাইয়্যেদুল মোরছালীন (সঃ) এর প্রিয় ফুফু হযরত সফীয়্যা (রাঃ)সহ তাঁর কিছু প্রিয় পরিজন ও দুনিয়ায় জান্নাতের সুসংবাদ প্রাপ্ত কতিপয় সাহাবা ও রাসুল (সঃ) এর একান্ত প্রিয় অনেক আনসার ও মুহাজির সর্ব মুসলিম শ্রদ্ধেয় মহাপ্রাণ সাহাবা এ ঐতিহাসিক কবরস্থানে চির শান্তির নিদ্রায় শুয়ে আছেন।

জান্নাতুল বাক্বীতে গিয়ে সেখানকার কবরবাসীদের জন্য হযরত রাসূল (সঃ) আকুল চিত্তে প্রাণভরে দোয়া করতেন। আমাদের জন্য বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যত বেশি সম্ভব এই পবিত্র কবরস্থানের যিয়ারত করতে

হবে। জান্নাতুল বাক্বী পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম কবরস্থান। এছাড়াও শত শত শহীদ, তাবেয়ীন, তাবে-তাবেয়ীন, ছিদ্দিকীন ও ছালেহীনদের কবরও এখানে রয়েছে।

২। জাবালে ওহুদ : এখানে ওহুদের যুদ্ধে শাহাদাত বরণকারী ইতিহাস খ্যাত ও জগৎবিখ্যাত শ্রদ্ধেয় ও মহান সাহাবাদের কবর রয়েছে। বিশেষ করে সাইয়্যেদুশ-শোহাদা হযরত হামযা (রাঃ) এখানেই শায়িত আছেন। আল্লাহ তা'য়ালার রসূল (সঃ) উহুদকে ভালবাসতেন। আমাদেরকেও ভালবাসতে বলেছেন। ওহুদের যুদ্ধে শাহাদাত বরণকারী বীর শ্রেষ্ঠ মহাপ্রাণ সাহাবাদের কবর জেয়ারত করা ও তাঁদের জন্য দু'আ করা সুন্নত। কেননা হুজুর (সঃ) তা করেছেন।

৩। মসজিদে কুবা ঃ মসজিদুন নববী থেকে ৩ মাইল দক্ষিণে মদীনার উপকণ্ঠে অবস্থিত এবং এটাই সেখানকার প্রথম মসজিদ। এ মসজিদ রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হিজরত করার পথে ছাহাবায়ে কেরামদের নিয়ে নিজ হাতে তৈরি করেছিলেন। রাসূল পাক (সঃ) বলেছেন, "ঘরে অযু করে মসজিদে কুবাতে গিয়ে দুই রাকায়াত নফল নামায আদায় করা হলে একটি ওমরাহ পালনের সমান

ছাওয়াব পাওয়া যাবে।" হুজুর (সঃ) নিজে এবং তাঁর সাহাবীগণ এই মসজিদে গিয়ে নামায আদায় করতেন। মসজিদে কুবা ছাড়া মদীনার অন্য কোন মসজিদে (মসজিদে নববী ব্যতিত) নামাযের উদ্দেশ্যে যাওয়ার কোন সুন্নত নেই। তবে এ সব মসজিদে কেউ দেখার উদ্দেশ্যে গেলে যদি মসজিদের ভিতরে প্রবেশ করেন তবে তাহিয়্যাতুল মসজিদের দু' রাকায়াত নামায আদায় করতে হবে। মনে রাখতে হবে, উপরোক্ত স্থান সমূহ যেয়ারত করতে গিয়ে যেন মসজিদুন নববীর জামায়াতে নামায ছুটে না যায়। কেননা যত বেশী দিন মদীনা শরীফে অবস্থান করতঃ যত বেশী ওয়াক্ত নামায আদায় করা যায় ততই বেশী ফযিলত।

আল্লাহ্ পাক আমাদের সকলকে মদীনা মুনাওয়ারার পবিত্রতা রক্ষা ও এর যথাযথ হক আদায় করার তাওফীক দিন। আমীন।

হজ্জের আগে বা পরে মদীনা সফর

পবিত্র মদীনা শরীফ যাওয়া, তথায় অবস্থান করা, হুযুরে পাক (সঃ) এর রওজা মুবারক যেয়ারত করা ও মসজিদে নববীতে যত বেশী ওয়াক্ত সম্ভব নামাজ আদায় করা ইত্যাদি হজ্জের কোন অংশ নয়। কিন্তু এগুলো অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ এবাদত। এগুলোর ফযিলত ও বরকত অনেক বেশী। মসজিদে নববীতে নামায ও

ইবাদাত অনেক বেশী ফযিলতের। হযরত (সঃ)-এর রওজা মুবারক এর যিয়ারত উম্মত হিসেবে আমাদের জন্য অনেক বেশী বরকতময় ও সৌভাগ্যের বিষয়।

এমন কোন দুর্ভাগা ব্যক্তি হতে পারে না, যিনি পবিত্র হজ্জব্রত পালনের উদ্দেশ্যে মক্কা শরীফ যাবেন, অথচ মদীনা মুনাওয়ারা গিয়ে উপরোক্ত ফজিলত ও বরকতময় এবাদতসমূহের ফায়দা হাসিল করবেন না। এ জন্য প্রত্যেক হজ্জযাত্রীর মসজিদুন নববীতে প্রতিদিন নিয়মিত জামায়াত সহকারে নামায আদায় করার ব্যাপারে বিশেষ যত্নশীল থাকা প্রয়োজন। শরীয়ত সম্মত কোন ওযর, শারীরিক অসুস্থতা অথবা যাতায়াত পথে যান জটের কোন সমস্যা ইত্যাদি ছাড়া মসজিদুন নববীতে প্রতি ওয়াক্ত নামায জামায়াত সহকারে আদায় করার ক্ষেত্রে কেউ যেন চেষ্টার ত্রুটি না করেন। জীবনে এর পরে আর একবার রসুলুল্লাহ (সঃ) এর রওজা মুবারক যিয়ারত করার সুযোগ নাও হতে পারে। তাই হৃদয় উজাড় করা মুহব্বত ও আবেগ নিয়ে বার বার নবী পাক (সঃ) এর উদ্দেশ্যে সালাম পেশ করার খোশ নসীব হাসেল করা প্রয়োজন।

বদলী হজ্জ এর বর্ণনা

বদলী হজ্জের বিবরণঃ

"বদলী হজ্জ"এর অর্থ হচ্ছে কোন ব্যক্তির পক্ষে অপর ব্যক্তির মাধ্যমে হজ্জ আদায় করানো। কোন ব্যক্তির উপর হজ্জ ফরজ হওয়ার পর তিনি যদি শারীরিক অক্ষমতা, বার্ধক্য, মৃত্যু ইত্যাদি কারণে নিজে হজ্জ আদায় করতে না পারেন তাহলে তার ওয়াছিয়ত অনুযায়ী অপর ব্যক্তি দ্বারা হজ্জ করানো ফরজ। তবে যাঁর মাধ্যমে বদলী হজ্জ করানো হবে তাঁর এমন এক ব্যক্তি হওয়া প্রয়োজন যিনি তৎপূর্বে নিজের হজ্জ সম্পাদন করেছেন। রসুলে করীম (স:) এর হজ্জকালীন বক্তব্য তথা পবিত্র হাদীছ থেকে এটি প্রমাণিত।

অপারগতার কারণগুলিঃ

১। শারীরিকভাবে এমনভাবে রোগাক্রান্ত হয়ে পড়া, যে চলা-ফেরা করা তার পক্ষে সর্ম্পূণ অসম্ভব এবং আরোগ্য লাভের কোন আশা নেই।

২। এত বেশি বয়োবৃদ্ধ হওয়া যে, হাঁটা-চলার শক্তি নেই এবং পুনরায় বল-শক্তি ফিরে পাবার কোন সম্ভাবনা নেই।

৩। মৃত্যু বরণ করা।

৪। এমন কোন কারণ উপস্থিত হওয়া, যার কারণে তার পক্ষে জীবদ্দশায় হজ্জ পালন করা মোটেও সম্ভব নয়।

৫। মহিলাদের জন্যে সাথে যাওয়ার মাহরাম পুরুষ না থাকা এবং যাতায়াতে শরীয়ত সম্মত নিরাপত্তা না থাকা।

পুরুষ ও মহিলাদের জন্যে মসজিদুল হারামে নামায আদায়ের সতর্কতা

পুরুষ ও মহিলাদের জন্যে মসজিদুন নববীতে সরকারী ব্যবস্থাপনায় পৃথকভাবে নামায আদায়ের বিশেষ ব্যবস্থা রয়েছে। কিন্তু মসজিদুল হারামে তার বিশেষ ব্যবস্থা নেই। যেমন তাওয়াফ ও সায়ী পুরুষ-মহিলা সবাইকে একই স্থানে একইসাথে করতে হয়। সে জন্য মসজিদুল হারামে পুরুষ ও মহিলাদেরকে একসাথে নামায আদায় করতে হয়। সুতরাং মক্কা শরীফে বিশেষ করে মসজিদুল হারাম শরীফে নামায আদায় করার সময় পুরুষদেরকে লক্ষ্য রাখতে হবে যে, কোন পুরুষের নামায আদায়ের সময় সামনে বা পাশে যন কোন মহিলা না থাকে এবং কোন মহিলাও যেন পুরুষদের সামনে অথবা পাশে দাঁড়িয়ে নামায আদায় না করেন। দেখে শুনে মহিলারা যেখানে

নামাযে দাঁড়ান সেখানে মহিলাদের এবং যেখানে পুরুষরা দাঁড়ান সেখানে পুরুষদের নামাযের জন্য দাঁড়াতে হবে। এছাড়া মসজিদে প্রবেশ করা, মসজিদ থেকে বের হওয়া এবং ভিতরে চলা ফিরার ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

পর্দা ঃ মনে রাখতে হবে গায়রে মাহরাম পুরুষ ও মহিলাদের পারস্পরিক পর্দা সর্বত্র এবং সব সময় ফরয। মক্কা শরীফ ও মদীনা শরীফে অবস্থান, খাওয়া-দাওয়া, তালীম-তারবিয়ার বৈঠক, চলা-ফিরা, কথা-বার্তা ইত্যাদি সবক্ষেত্রে পর্দার ফরয বিধান অবশ্যই মেনে চলতে হবে। পবিত্র হজ্জকালীন বিপুল সংখ্যক লোক সমাগমের মাঝেও পুরুষ মহিলার পারস্পরিক পর্দার সীমারেখার ক্ষেত্রে কোন রকম অবহেলা ও অসতর্কতার কোন সুযোগ নেই। মহানবী (সঃ) পবিত্র হজ্জের সফর ও হজ্জকালীন সময়ে তাঁ পরিবারের মহিলা সদস্যদের পর্দা সংরক্ষণের বিশেষ তাকিদ দান করতেন।

মসজিদুল হারাম ও মসজিদুন নববীতে "জানাজার নামায" আদায়ের নিয়ম

মসজিদুল হারাম ও মসজিদুন নববীতে প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের সালাম ফিরানোর পর পর বেশির ভাগ সময় এক বা একাধিক নারী-পুরুষ ও শিশুদের জানাজার নামায অনুষ্ঠিত হয়। এ সময় ইমাম সাহেব

জানাযার নামাযের ঘোষণা দেন। এ ঘোষণা দেয়ার সাথে সাথে এভাবে নিয়্যত করবেন যে, "যাদের জানাযার নামাযের কথা ঘোষণা করা হলো, চার তাকবিরের সাথে তা আদায়ের উদ্দেশ্যে এ ইমামের পিছনে এক্তেদা করলাম 'আল্লাহু আকবর'।" পুরষদের পাশাপাশি মহিলারাও নিজ নিজ স্থানে জানাযার নামাজে অংশগ্রহণ করবেন।

এ জন্যে আগে-ভাগে জানাজার নামাজের নিয়ম-কানুন ও দু'আ-দরূদ শিখে নেয়া প্রয়োজন। এক্ষেত্রে নিয়্যত মনে মনে নিজের ভাষায় করা যাবে। তাতে কোন অসুবিধা নেই। কেননা নিয়্যত হচ্ছে মনের বিষয়।

হজ্জ পরবর্তী জীবনের করণীয়

১। হাজী হিসাবে নিজের নাম নিজেই প্রচার না করা এবং হজ্জ করার বিষয়ে গর্ব ও অহংকার না করা। কেননা এটি ফরয নামায আদায়ের মত একটি ফরয ইবাদাত মাত্র। চিরদিন নামায আদায় করেও কেউ নিজেকে নামাযী বলে পরিচয় দেন না।

২। পুরুষদের মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত সর্বদা পাঁচ ওয়াক্ত নামায মসজিদে গিয়ে জামায়াত সহকারে আদায় করার চেষ্টা করা। দুনিয়ার কোন ব্যস্ততার কারণে নামায ক্বাজা না করা। শরীয়ত সম্মত ওযর

ব্যতীত জামায়াত বাদ দিয়ে পুরুষদের একা নামায পড়ার কোন সুযোগ ইসলামে নেই। মহিলাদের আযানের পরপর কোন রকম বিলম্ব ছাড়া আউয়াল ওয়াক্তে ঘরে নামায আদায় করে নেয়া।

৩। ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে কোরআন-হাদীস অনুযায়ী চলার চেষ্টা করা। কর্ম জীবনের সকল বিষয়ে আল্লাহ্ তা'য়ালা ও তাঁর রাসূল (সঃ) এর নাফরমানী হয় এমন কাজ করা থেকে বিরত থাকা। বস্তুত এটাই হজ্জের প্রকৃত দাবী।

৪। ভোগবিলাস পরিত্যাগ করে আল্লাহ ওয়ালা ব্যক্তি হিসাবে নিজেকে গড়ে তুলে অনাড়ম্বর ও সহজ সরল জীবন যাপন করা।

৫। রুজি-রোজগারে হালাল-হারাম মেনে চলা। সর্বদা হারাম উপার্জন থেকে বেঁচে থাকা এবং হালাল উপার্জন অবলম্বন করা।

৬। নিজের পরিবারকে বিশেষ করে আদরের ছেলে-মেয়েদের ইসলামের আলোকে গড়ে তোলার চেষ্টা করা। তাদের মধ্যে দ্বীনের ইলম ও আমল সৃষ্টির চেষ্টা করা।

৭। প্রতিদিন কিছু সময় কোরআন-হাদীস ও ইসলামী

বই-পুস্তক অধ্যয়নের মাধ্যমে ইসলামী জ্ঞান অর্জনের চেষ্টা করা। কেননা দ্বীনের সহীহ ইল্‌ম ছাড়া দ্বীন মেনে চলা সম্ভব নয় এবং এটি আমাদের উপর অন্যতম ফরয দায়িত্ব।

৮। নফল ইবাদত ও সার্বক্ষণিক যিকির আযকারের মাধ্যমে আল্লাহ্‌ তা'য়ালার সাথে গভীর সম্পর্কের অনুভূতি সৃষ্টি করা ও তাঁর উপর তওয়াক্কুলের মাধ্যমে জীবন অতিবাহিত করা।

৯। মহানবী (স:) এর পবিত্র জীবন (যা ইসলামের বাস্তব রূপ) এর সাথে নিবিড় পরিচিতি ও পদে পদে নবীজি (স:) এর পদাঙ্ক অনুসরণকারী মহান সাহাবা কেরামের জীবন সম্পর্কে জানার উদ্দেশ্যে লেখাপড়া করা।

১০। নবী করীম (সাঃ) ও তার মহান সাহাবাদের (রা:) অনুসরণে সমাজে দ্বীনের প্রচার ও প্রচলনের ক্ষেত্রে সম্মিলিতভাবে প্রয়াস চালানো ও একে অপরকে সহযোগিতা প্রদান করা।

১১। হামেশা মৃত্যুর কথা স্মরণে রেখে জীবন পরিচালনা করা এবং দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী জীবনের তুলনায় আখিরাতের স্থায়ী ও নিয়ামতপূর্ণ জীবনকে অগ্রাধিকার দেয়া। মনে রাখতে হবে দুনিয়া হচ্ছে আখেরাতের কর্মক্ষেত্র। আখিরাতের সাফল্য তথা আমাদের মহান মালিক ও মুনিব মহামহিম আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে মাগফিরাত ও সুমহান জান্নাত হাসেল করাই আমাদের জীবনের চূড়ান্ত লক্ষ্য।

পরামর্শ

[হজ্জ ও ওমরাহ্ সংক্রান্ত বই পুস্তক]

হজ্জ ও ওমরাহ্ সংক্রান্ত বিস্তারিত জ্ঞান অর্জন করার ক্ষেত্রে কুরআন ও হাদীস অধ্যয়নের পাশাপাশি নিম্নোক্ত মূল্যবান বই পুস্তক সমূহ অধ্যয়ন করা যায়।

১। **ইসলামে হজ্জ ও ওমরা**
আব্দুদ্দাইয়ান মুহাম্মদ ইউনুছ

২। **হজ্জ ও মসায়েল ঃ মুয়াল্লিমুল হুজ্জাজ**
মুফতী সাঈদ আহমদ

৩। **হজ্জের হাকীকত**
মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী

৪। **খুতবাতুল হারাম**
মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী

৫। **হজ্জ কি ? কেন ও কিভাবে**
প্রফেসর ড. আবু বকর রফিক

৬। **মক্কা শরীফের ইতিকথা**
এ.এন.এম. সিরাজুল ইসলাম

৭। **মদীনা শরীফের ইতিকথা**
এ.এন.এম. সিরাজুল ইসলাম

৮। **রসুলুল্লাহ্ (সঃ) এর বিপ্লবী জীবন**
মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান।

সমাপ্ত

সাফা-মারওয়া সায়ী করার চিত্র